রাঁচি, শনিবার

23:12:2023

web : www.rashtriyakhabar.com

জাতীয় খবর

বাংলা দৈনিক

JATIO KHOBOR
BANGLA DAINIK

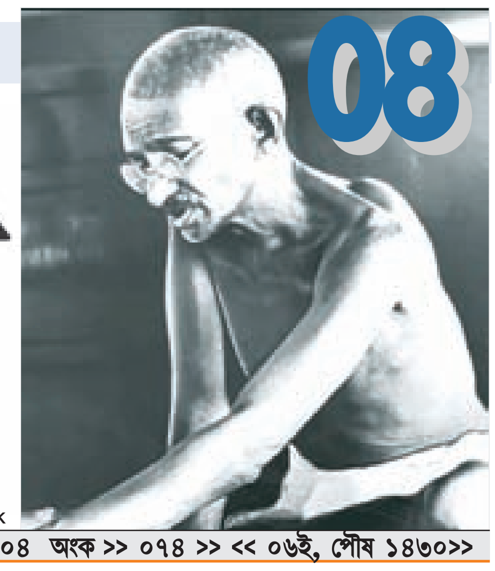

Page >> 8 Rate >> 3 Rupee >> Year >> 04 Vol >>074 >> 06 Poush 1430 >> epaper.rashtriyakhabar.com পৃষ্ঠা >> ০৮ মূল্য >> ৩ টাকা বর্ষ >> ০৪ অংক >> ০৭৪ >> << ০৬ই, পৌষ ১৪৩০>>

ভেনেজুয়েলার সাথে বাইডেন প্রশাসনের গুরুত্বপূর্ণ বন্দী বিনিময়

ভেনেজুয়েলাঃ ভেনেজুয়েলার প্রেসিডেন্ট নিকোলাস মাদুরোর ঘনিষ্ঠ মিত্রের মুক্তির বিনিময়ে ভেনেজুয়েলার কারাগার থেকে দশ জন আমেরিকানকে মুক্ত করিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র। হোয়াইট হাউসের জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা জ্যাক সালিভান বুধবার গভীর রাতে বলেছেন, অবৈধভাবে আটকে রাখা ছয়জন আমেরিকানকে নিরাপদে যুক্তরাষ্ট্রে ফিরিয়ে আনা হয়েছে। গুরুত্বপূর্ণ বন্দী বিনিময় মানে কলম্বিয়ার নাগরিক এবং মাদুরোর ঘনিষ্ঠ মিত্র অ্যালেক্স সাবের জন্য ক্ষমা ঘোষণা ও মুক্তি। ২০১৯ সালে তাকে যুক্তরাষ্ট্রের বিচার বিভাগ অর্থ পাচারের আটটি অভিযোগে অভিযুক্ত করেছিল। বুধবার হোয়াইট হাউসের একজন কর্মকর্তা এক ব্যাকগ্রাউন্ড ব্রিফিংএ বলেন,এটি দশ আমেরিকানকে দেশে ফিরিয়ে আনার জন্য বহু মাস ধরে যুক্তরাষ্ট্র সরকারের অনন্যসাধারণ প্রচেষ্টা এবং অধ্যাবসায়ের চূড়ান্ত পরিণতি। বাইডেন বলেন,চুক্তির অংশ হিসেবে ফ্যাট লিওনার্ড নামে পরিচিত লিওনার্ড ফ্রান্সিস নামে একজন পলাতক আসামিকে ভেনেজুয়েলা থেকে প্রত্যর্পন করা হচ্ছে। ঘুষ ও দুর্নীতির মামলায় তার মূল ভূমিকার জন্য সাজা হওয়ার আগেই তিনি যুক্তরাষ্ট্র থেকে পালিয়ে গিয়েছিলেন। বন্দী বিনিময়ের অংশ হিসেবে মাদুরোর সরকারের প্রতিনিধিরাও ভেনেজুয়েলার বিশ জন রাজনৈতিক বন্দীকে মুক্তি দিতে সম্মত হয়েছে। তাদের মধ্যে সর্বাধিক পরিচিত হলেন রবার্তো আব্দুল। তিনি নাগরিক সমিতি সুমেটের প্রেসিডেন্ট।

বাজার দর

SENSEX : 71106.96 +241.86
NIFTY : 21349.40 +94.36

রাঁচি PARA UPDATE

সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন
24.00 °c	13.00 °c

সূর্যাস্ত (আজ) ›› 17.08 টা
সূর্যোদয় (কাল) ›› 06.26 টা

গহনার বাজার

সোনা (বিক্রী) 59,900 টাকা./10 গ্রাম
সোনা (ক্রয়) 57,050 টাকা./10 গ্রাম
রুপা ›› 75,400 টাকা./কিলো

রাষ্ট্রীয় খবর সংক্ষিপ্ত খবর

রাশিয়া থেকে আফগানিস্তানের তেল আমদানি ও বাণিজ্য বৃদ্ধি

কান্দাহার ঃ আফগানিস্তানে ক্ষমতাসীন তালিবান রাশিয়া থেকে তেল আমদানি বৃদ্ধি করেছে। ২০২২ সালে তেল আমদানির পরিমাণ ছিল ২ লাখ ৪৬ হাজার টন। যা গত এগারো মাসে বেড়ে ৭ লাখ ১০ হাজার টনের বেশিতে পৌঁছেছে। এর ফলে ৩০ কোটি ডলারের বেশি অর্থমূল্যের তেল বাণিজ্য হয়েছে। তালিবানের কর্মকর্তারা একথা জানিয়েছন। কোন উপায়ে নিষেধাজ্ঞায় পর্যদুস্ত তালিবান কোন আর্থিক খাতের মাধ্যমে আফগানিস্তান থেকে রাশিয়াকে অর্থ প্রদান করে তা এখনো স্পষ্ট নয়। ২০২১ সালে তালিবান আফগানিস্তানের নিয়ন্ত্রণ নেয়ার পর থেকে আন্তর্জাতিক নিষেধাজ্ঞার ফলে আফগানিস্তানের সাথে ব্যাংকিং লেনদেন কমে গেছে। প্রধানত মানবিক কার্যক্রমের জন্য যুক্তরাষ্ট্র নিষেধাজ্ঞাগুলো এই শর্তে শিথিল করেছে যে,তা তালিবান নেতা ও সংস্থাগুলোকে উপকৃত করবে না। গত বছর তালিবান কর্মকর্তারা রাশিয়ার সাথে ১০ লাখ টন পেট্রোল, ১০ লাখ টন ডিজেল এবং ৫ লাখ টন তরলীকৃত পেট্রোলিয়াম গ্যাস আমদানির জন্য একটি অস্থায়ী চুক্তি করে। উইলসন সেন্টারের ইকোনমিক স্টেটক্রাফট ইনিশিয়েটিভের ডিরেক্টর কিম্বার্লি ডোনোভান ভয়েস অফ আমেরিকাকে বলেন,যদিও তালিবান এবং রাশিয়া পৃথক পৃথক পশ্চিমা নিষেধাজ্ঞার অধীনে রয়েছে, এতে যুক্তরাষ্ট্র এবং পশ্চিমা আর্থিক ব্যবস্থার ও এখতিয়ারের বাইরে তাদের একে অপরের সাথে বাণিজ্য করার ক্ষমতাকে সীমাবদ্ধ করার মতো কিছু নেই। যুক্তরাষ্ট্র রাশিয়ার তেল রপ্তানির ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেনি, তবে ইউক্রেনে যুদ্ধের কারণে রাশিয়ার রাজস্ব হ্রাস করার লক্ষ্যে ওয়াশিংটন এবং তার ইউরোপীয় মিত্ররা রাশিয়ার তেল বিক্রয়ের ওপর মূল্য সীমা কার্যকর করেছে। আফগানিস্তানে রাশিয়ার তেল রপ্তানিকে অকিঞ্চিৎকর বলে মনে করা হয়। কারণ দেশটির তেলের মোট আয় শুধুমাত্র অক্টোবর মাসে ১ হাজার ১শ কোটি ডলার ছাড়িয়ে গেছে।

ভারতের সংসদের বড় অংশের নিরাপত্তার দায়িত্ব থেকে দিল্লি পুলিশ বাদ

নয়াদিল্লি ঃ গত ১৩ ডিসেম্বর ভারতের সংসদে 'স্মোক বম্ব' ঘটনার পর ভবনের নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন উঠে । সংসদে সরব হন বিরোধীরা। এই ঘটনার এক সপ্তাহর মধ্যেই সংসদ ভবনে নিরাপত্তা ব্যবস্থায় আমূল পরিবর্তন করা হল। বৃহস্পতিবার ২১ ডিসেম্বর কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের তরফে একটি বিবৃতি জারি করে জানানো হয়েছে সংসদ ভবন চত্বরের একটা বড় অংশের নিরাপত্তার দায়িত্ব থেকে সরিয়ে দেওয়া হল দিল্লি পুলিশকে।

এখন থেকে সেই দায়িত্ব দেওয়া হল সেন্ট্রাল ইন্ডাস্ট্রিয়াল সিকিউরিটি ফোর্স অর্থাৎ সিআইএসএফ জওয়ানদের। সংসদ চত্বরে ঢোকার সময় ফ্রিস্কিং থেকে শুরু করে নিরাপত্তা সংক্রান্ত একাধিক বিষয় এবার সামলাবেন এই সশস্ত্র জওয়ানরা। তবে কমপ্লেক্সের ভেতরের নিরাপত্তার দায়িত্ব এখনও লোকসভার সচিবালয়ের হাতেই থাকছে। ভবনের বাইরের অংশের সুরক্ষা ব্যবস্থা দেখার দায়িত্ব দিল্লি পুলিশের হাতেই রাখা হয়েছে।

সিআইএসএফ বর্তমানে রাষ্ট্রায়ত্ত বিমানবন্দর, বিভিন্ন নিউক্লিয়ার ফেসিলিটি সহ ভারতের অন্তত সাড়ে তিনশ হাই প্রোফাইল জায়গার নিরাপত্তার দায়িত্বে রয়েছে। এখন থেকে তার সঙ্গে যোগ হল সংসদ ভবনও। গত ১৩ ডিসেম্বর বুধবার লোকসভার শীতকালীন অধিবেশন চলাকালীন সংসদ কক্ষের ভেতরে দর্শকদের বসার গ্যালারি থেকে নিচে ঝাঁপ দেন দুই যুবক। তারপর জুতোর ভিতর থেকে স্মোক ক্যানিস্টার বের করে তা স্প্রে করে হলুদ ধোঁয়ায় ভরিয়ে দেন সংসদ চত্বর।

মহীশূরের বিজেপি সাংসদ প্রতাপ সিমহার সুপারিশে সংসদে ভিতরে ঢুকতে পেরেছিলেন দুই যুবক। দুজন যখন ভিতরে স্মোক বম্ব স্প্রে করছেন, সেই সময়ই তাদের আরও কয়েকজন বন্ধু ঠিক একইভাবে সংসদের বাইরেও স্মোক বম্ব স্প্রে করেন। স্লোগান দেন 'তানাশাহি নেহি চলেগা'। অধিবেশন চলাকালীন এই ঘটনায় তুমুল আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে লোকসভার অন্দরে। ১৩ ডিসেম্বর'ই ছিল ভারতের ২০০১ সালের সংসদ হামলার ঘটনার ২২ বছর পূর্তি। তদন্তে উঠে আসে প্রাণ কিংবা সম্পত্তিহানি করার উদ্দেশ্য ছিল না হামলাকারীদের। মণিপুর ইস্যুতে প্রধানমন্ত্রীর নীরবতা, বেকারত্ব, মূল্যবৃদ্ধি, কৃষক সমস্যা সহ একাধিক ঘটনার প্রতিবাদেই সারা দেশের মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে এই ঘটনা ঘটিয়েছিলেন বলে তদন্তে দাবি করেন অভিযুক্তদের। সেই ঘটনার পরেই মোট ৬ জনকে গ্রেফতার করেছিল দিল্লি পুলিশ। তারপর বুধবার ২০ ডিসেম্বর রাতে আটক করা হয়েছে কর্নাটকের বগলকোটের বাসিন্দা আরও এক যুবককে।

প্রাগে গুলিতে ১৫ জনের প্রাণহানি

প্রাগ ঃ প্রাগে পুলিশ ও জরুরি পরিষেবার কর্মকর্তারা বলছেন সেখানে একটি কলেজ ক্যাম্পাসে গুলি চালনার ঘটনায় ১৫ জন নিহত এবং প্রায় ৩০ জনের মতো লোক আহত হয়েছেন। পুলিশ বলছে বিকেল ৩ টার দিকে তারা চার্লস ইউনিভার্সিটি থেকে টেলিফোন পেয়ে ঘটনায় সাড়া দেয়। এই বিশ্ববিদ্যালয়টি প্রাগের ঐতিহাসিক ওল্ড টাউন এলাকার ইয়ান পালা স্কোয়ারে অবস্থিত। তারা জানিয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তত একটি ভবন, চত্বর এলাকা এবং আশপাশের কিছু রাস্তা থেকে লোকজনকে সরিয়ে ফেলা হয়। পরে পুলিশ জানায় যে গুলি চালনাকারীকে, নিশ্চিহ্ন করে ফেলা হয়েছে কিন্তু গুলি চালনাকারী কিংবা ঘটনার শিকার ব্যক্তিদের সম্বন্ধে বিস্তারিত কিছু জানায়নি। এক বিবৃতিতে চেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ভিট রাকুসান বলেন আর কোন আক্রমণকারি সেখানে ছিল না। তিনি জনগণকে পুলিশের সঙ্গে সহযোগিতা করতে বলেন। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে পোস্ট করা ভিডিওতে দেখা যাচ্ছে লোকজন ঐ চত্বর এলাকা থেক পালিয়ে যাচ্ছে এবং জরুরি যানবাহন সেখানে পৌঁছাচ্ছে । একজন প্রত্যক্ষদর্শী চেক টেলিভিশনকে বলেছে তিনি একজন তরুণকে একটি স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র ঘুরাতে দেখছেন, অন্তত সেটাই তার কাছে মনে হয়েছে। চার্লস ইউনিভার্সিটি ঐতিহাসিক চার্লস ব্রিজ থেকে মাত্র ৫৪৭ গজ দূরে অবস্থিত । চার্লস ব্রিজ হচ্ছে ঐ শহরে পর্যটকদের জন্য বিশেষ আকর্ষণ।

গাজায় যুদ্ধবিরতি নিয়ে জাতিসংঘে আলোচনা জোরদার

গাজা ঃ গাজা ভূখণ্ডে বাড়তি ত্রাণ সরবরাহ বৃদ্ধি করার এক প্রস্তাবে যুক্তরাষ্ট্রের সমর্থন পেতে জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদ বুধবার ভোট স্থগিত করেছে। বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচি জানিয়েছে, গাজা ভূখণ্ডের অর্ধেক মানুষ ইসরাইলি হামলার মধ্যে অনাহারে রয়েছে। সোমবার মূলত এই ভোটের পরিকল্পনা থাকলেও এটিকে বারবার স্থগিত করা হয়েছে কারণ, কূটনীতিকরা সমঝোতার এমন একটি বয়ান খুঁজছেন যাকে ওয়াশিংটন গ্রহণ করতে পারে।

পনেরোটি দেশ নিয়ে গঠিত পরিষদের আরব প্রতিনিধি হিসেবে সংযুক্ত আরব আমিরাত এই প্রস্তাবের খসড়া প্রস্তুত করেছে এবং আলোচনায় নেতৃত্ব দিচ্ছে।

ইউএই'র দূত লানা নুসেইবেহ সংবাদদাতাদের বলেন, এই প্রস্তাবের প্রধান লক্ষ্য ছিল সেই সমস্ত মানুষদের জন্য সব সময় চেষ্টা করা ও ইতিবাচক প্রভাব তৈরি করা, যাদের এটি সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন। তিনি আরও বলেন, অতিরিক্ত কূটনীতির জন্য আরও একটু জায়গা দিলে ইতিবাচক ফলাফল মিলতে পারে, তবে তা যদি না হয়, তাহলে পরিষদ এগিয়ে যাবে এবং বৃহস্পতিবার সকালে ভোট হবে।

খসড়া প্রস্তাবে দাবি করা হয়েছে, সবচেয়ে সরাসরি পথে সমগ্র গাজা ভূখণ্ডে ফিলিস্তিনের বেসামরিক জনগণের কাছে সরাসরি বেশি পরিমাণ মানবিক সহায়তাকে আশু, নিরাপদ ও অবাধে পৌঁছনোর অনুমতি দেবে চলমান সংঘাতের পক্ষগুলি। নিরাপদ ও নিরবচ্ছিন্নভাবে ত্রাণের সুবিধা পাওয়া ও স্থায়ী যুদ্ধবিরতির দিকে জরুরি পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য এই প্রস্তাবে সংঘাত বন্ধের জরুরি আহ্বান করা হয়েছে।

কূটনীতিকরা বলেছেন, এই শেষের অংশটি আমেরিকানদের কাছে বড় আপত্তির জায়গা। প্রস্তাবের এই ভাষা যদি গৃহীত হয়, তাহলে একাধিক প্রবেশ পথ দিয়ে গাজাতে পাঠানো ত্রাণ সামগ্রীর মানবিক ধরনকে নিশ্চিত করতে অনুমোদনও পাবে জাতিসংঘের একটি নজরদারি সংস্থা।

যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্টনি ব্লিংকেন এক সংবাদ সম্মেলনে বলেন, মানবিক কারণে রাফাহ ও কেরেম শালোম সীমান্ত ক্রসিং খোলাসহ গাজাতে বেসামরিক নাগরিকদের কাছে আরও বেশি মানবিক সহায়তা পৌঁছে দেওয়ার উদ্যোগের ক্ষেত্রে সামনের সারিতে রয়েছে যুক্তরাষ্ট্র।

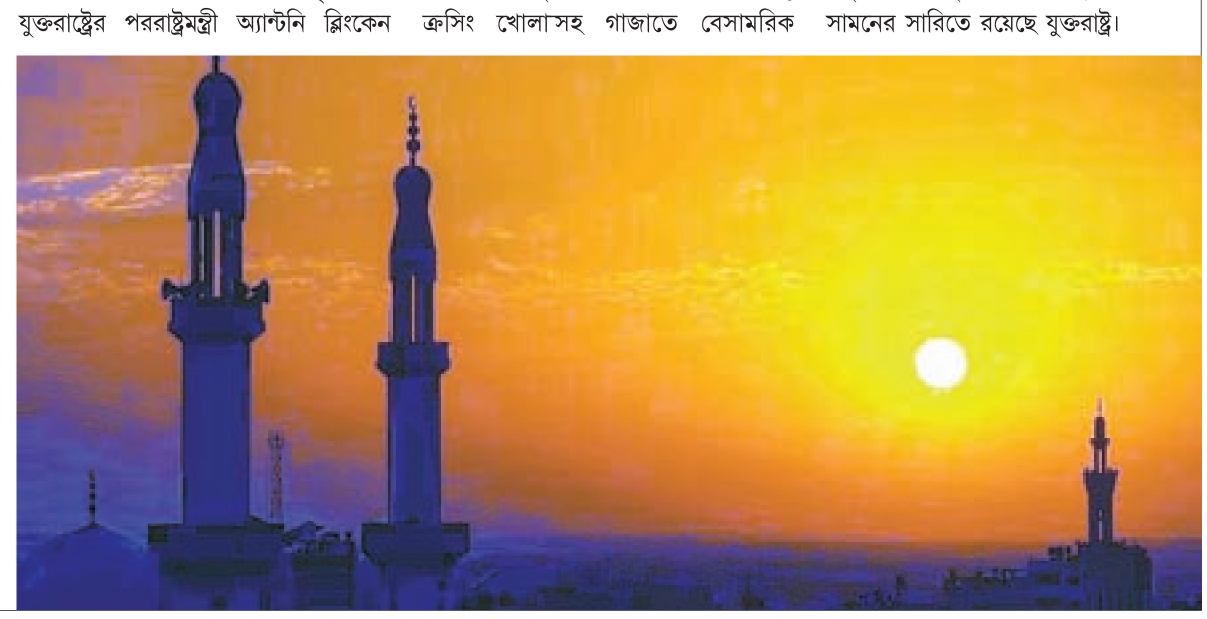

আহ্বান তালিবান ক্ষমতায় ফিরে আসে এবং ইসলামি আইন সম্পর্কে তাদের কঠোর ব্যাখ্যা ও মত চাপিয়ে দেয়

আফগানিস্তানে নারীদের বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষায় নিষেধাজ্ঞার এক বছর পূর্তি

কাবুল (এজেন্সী)ঃ আফগানিস্তানে নারী শিক্ষার্থীদের বিশ্ববিদ্যালয়ে ফেরার অনুমতি দিতে ও শিক্ষার সর্বস্তরে নারীদের সুযোগসুবিধা লাভকে নিশ্চিত করতে সে দেশের ক্ষমতাসীন তালিবানকে পুনরায় আহ্বান জানিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র ও মানবাধিকার সংগঠনগুলো। সরকারি ও বেসরকারি উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নারীদের হাজিরা আকস্মিকভাবে বন্ধ করে দিয়েছিল পুরুষশাসিত তালিবান সরকার চলতি সপ্তাহে সেই ঘটনার এক বছর পূর্তি হল। দরিদ্র আফগানিস্তানই বিশ্বের একমাত্র দেশ যারা সপ্তম শ্রেণির পর থেকে নারী শিক্ষাকে সরকারিভাবে নিষিদ্ধ করে দিয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের আফগানিস্তান বিষয়ক বিশেষ প্রতিনিধি টমাস ওয়েস্ট বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষায় এই নিষেধাজ্ঞাকে অসমর্থনযোগ্য বলে অভিহিত করেছেন। তিনি এক্স হ্যান্ডেলে (সাবেক ট্যুইটার) লেখেন, দক্ষিণ এশিয়ার এই সংকটজর্জরিত দেশের প্রবৃদ্ধি, সমৃদ্ধি ও নিজের পায়ে দাঁড়াতে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের নারী ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, ব্যবসায়িক নেতা ও শিক্ষাবিদদের প্রয়োজন। ২০২১ সালের আগস্টে তালিবান ক্ষমতায় ফিরে আসে এবং ইসলামি আইন সম্পর্কে তাদের কঠোর ব্যাখ্যা ও মত চাপিয়ে দেয়। শিক্ষা ও কর্মক্ষেত্রে আফগান নারীদের সুযোগসুবিধার উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে তারা। তাদের নীতির আন্তর্জাতিক সমালোচনাকেও উপেক্ষা করেছে তালিবান শাসকরা। তাদের দাবি, স্থানীয় সংস্কৃতি ও ইসলামি আইন অনুযায়ী তারা চলছে। আফগান নারী, মেয়ে ও মানবাধিকার বিষয়ক যুক্তরাষ্ট্রের বিশেষ দূত রিনা আমিরি বৃহস্পতিবার তালিবান সরকারের এই দাবিকে প্রশ্ন করেছেন এবং দেশের অর্ধেক জনগণের প্রাথমিক অধিকার হরণের জন্য অবৈধ শাসকদের বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। আমিরি এক্সএ লিখেছেন, আফগান জনগণের পাশে আমাদের দৃঢ়ভাবে দাঁড়াতে হবে, বিশেষ করে নারী ও মেয়েদের পাশে কারণ তারা আমাদেরকে এই নীতিগুলি মোকাবেলা করার আহ্বান জানিয়েছে। সেই সঙ্গে স্মরণে রাখবেন, তালিবান আফগান সংস্কৃতি থেকে আসেনি, বরং তালিবানি মতাদর্শ থেকে এসেছে।

আফগানিস্তানের রাজধানী কাবুলের প্রধান বিশ্ববিদ্যালয়ে কয়েকশো ছাত্রের স্নাতক অনুষ্ঠানে তালিবানের উচ্চশিক্ষা মন্ত্রী নাদা মহম্মদ নাদিম বলেন, তাঁর সরকার দেশের শিক্ষার উন্নয়ন ও অগ্রগতির জন্য অঙ্গীকারবদ্ধ। জাতিসংঘ জানিয়েছে, প্রায় দুই তৃতীয়াংশ আফগানের খাদ্য ও অন্যান্য সহায়তা প্রয়োজন।

আফগানিস্তানে জাতিসংঘের বিশেষ দূত রোজা ওটুনবায়েভা নিরাপত্তা পরিষদের এক বৈঠকে বুধবার বলেন, মাদ্রাসা নামে পরিচিত শুধুমাত্র ছেলেদের জন্য পরম্পরাবাহী ইসলামি ধর্মীয় স্কুলে সব বয়সী মেয়েদের পড়ার অনুমতি তালিবান দিচ্ছে তালিবান, এমন কিছু প্রতিবেদন তারা যাচাই করছে।

নারীদের প্রতি কঠোর ব্যবহার ও অন্যান্য মানবাধিকার সংক্রান্ত উদ্বেগের কারণে কোনও দেশই আনুষ্ঠানিকভাবে তালিবান সরকারকে স্বীকৃতি দেয়নি। জাতিসংঘ আফগানিস্তানের প্রতিনিধিত্বের জন্য তালিবানের মনোনয়নের দাবিকে নাকচ করেছে।

৩০জনের হাতে নতুন ঘরের চাবি তুলে দিলেন শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেব

শিলিগুড়ি ঃ শিলিগুড়ি পুরনিগমের ১৮নম্বর ওয়ার্ডের ক্ষুদিরাম কলোনির ৩০জনের হাতে নতুন ঘরের চাবি তুলে দিলেন শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেব। প্রসঙ্গত, গত বছর ১৯শে নভেম্বর ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে পুড়ে ছাই হয়ে যায় একাধিক বাড়ি, সর্বস্ব হারিয়ে খোলা আকাশের নিচেই ঠাঁই হয়েছিল ক্ষুদিরাম কলোনির বাসিন্দাদের। তবে সেই সময় তাদের নতুন আবাসন করে দেওয়ার আশ্বাস দিয়েছিলেন মেয়র গৌতম দেব। সেই মত ১বছর পর ক্ষুদিরাম কলোনির সেই ৩০টি পরিবারের হাতে নতুন ঘরের চাবি তুলে দেন মেয়র গৌতম দেব, যার নাম দেওয়া হয়েছে উত্তরণ। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বঃেদ্যাপাধ্যায় শিলিগুড়ি কাঞ্চনজঙ্ঘা স্টেডিয়ামের সভামঞ্চ থেকে বলেছিলেন, কোন এলাকাকে আর বস্তি বলা যাবে না ও মুখ্যমন্ত্রী বস্তির নতুন নাম দিয়েছিলেন উত্তরণ। সেইমত আজ শিলিগুড়ি তথা উত্তরবঙ্গের প্রথম উত্তরণের উদ্বোধন করা হয়।

নিম্নমানের কাজের অভিযোগে কাজ আটকে দিলেন স্থানীয়রা!

জলপাইগুড়ি ঃ একই রাস্তা নির্মাণে বার বার গাফিলতির অভিযোগ উঠছে ময়নাগুড়িতে । সেই অভিযোগে সোমবার ফের রাস্তার কাজ আটকে দিলেন গ্রামবাসীরা । এদিন চারেরবাড়ি সংলগ্ন ভান্ডানি এলাকায় কাজ আটকে দিয়ে বিক্ষোভ দেখান স্থানীয়রা। কিন্তু পুলিশি হস্তক্ষেপে এদিনই আবার রাস্তা নির্মাণের কাজ পুনরায় চালুও করল নির্মাণকারীরা । তবে এই বিষয়ে ক্ষোভ দেখা যায় স্থানীয়দের মধ্যে । জানা গেছে , ময়নাগুড়ি ব্লকের খাগড়াবাড়ি২ গ্রাম পঞ্চায়েতের কালিরহাট মোড় থেকে বেতগাড়া রেলগেট পর্যন্ত প্রায় পাঁচ কিলোমিটার পাকা রাস্তার কাজ শুরু হয়েছে ।প্রধান মন্ত্রী গ্রাম সড়ক যোজনার মাধ্যমে এই রাস্তার কাজ হচ্ছে । যার আনুমানিক খরচ প্রায় ১ কোটি টাকা । সেই কাজ নিম্নমানের হচ্ছে বলে অভিযোগ করেন স্থানীয়রা । সেই অভিযোগে সোমবার কাজ আটকে দেন তারা । প্রায় দশদিন আগেও একই অভিযোগে কালীরহাট মোড়ের কাছে ওই রাস্তার কাজ আটকে দেন স্থানীয়রা । এরপর রাস্তার অপর প্রান্ত বেতগাড়ার দিকে কাজ শুরু করা হলে ফের স্থানীয়দের তরফে কাজ আটকে দেওয়া হয় । স্থানীয়দের অভিযোগ, কাজে নানা গাফিলতি করা হচ্ছে । যেভাবে কাজ হচ্ছে তা খুবই নিম্নমানের । গার্ড ওয়াল করা হলেও মাটি ভরাট হয়নি । যার দরুন যাতায়াত সমস্যায় পড়ছেন স্থানীয়রা । কাজের সেডিউল অনুযায়ী কাজ করার দাবি জানিয়েছেন তারা ।

খড়িবাড়িতে দুটি রাস্তার শিলান্যাস করলেন শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের সভাধিপতি অরুণ ঘোষ

শিলিগুড়ি। খড়িবাড়িতে দুটি রাস্তার শিলান্যাস করলেন শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের সভাধিপতি অরুণ ঘোষ। সোমবার খড়িবাড়ি থেকে দেবীগঞ্জ পর্যন্ত ৬.৪০ কিমি এবং নকশালবাড়ি থেকে আমবাড়ি পর্যন্ত ১৪ কিমি রাস্তার শিলান্যাস করা হয়।পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পূর্ত দপ্তরের উদ্যোগে এই দুটি রাস্তার কাজ হবে বলে জানান সভাধিপতি। এদিন সভাধিপতি অরুণ ঘোষ বলেন, এই দুটি গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা।মানুষের যোগাযোগের ক্ষেত্রে দুটি রাস্তা চলার উপযোগী করতে পূর্ত দপ্তরের উদ্যোগে এই কাজ হবে।

আলিপুরদুয়ার বিদ্যুৎ অফিসের সামনে বিক্ষোভ দেখালো সারা বাংলা বিদ্যুৎ গ্রাহক সমিতি

আলিপুরদুয়ারঃ বর্ধিত বিদ্যুৎ বিল বাতিল সহ ৯ দফা দাবিতে আলিপুরদুয়ার বিদ্যুৎ অফিসের সামনে বিক্ষোভ দেখালো সারা বাংলা বিদ্যুৎ গ্রাহক সমিতি । এদিন সংগঠনের সদস্যরা বিদ্যুৎ অফিসের সামনে জমায়েত হয়ে বিক্ষোভ দেখান।

সংগঠনের সদস্যরা জানান আমাদের দাবি বিদ্যুৎ বিল।কমাতে হবে,স্মার্ট মিটার বাতিল করত হবে

ময়নাগুড়ি ব্লকের প্রায় ৮০০ জন লোকশিল্পী সরকারি শিল্পীদের কাছে ভাতার দাবি জানিয়েছেন

জলপাইগুড়ি ঃ ময়নাগুড়ি ব্লক প্রায় ৮০০ লোক শিল্পী সরকারি শিল্পী ভাতা থেকে বঞ্চিত বলে অভিযোগ।অবিলম্বে আই কার্ড সহ শিল্পীদের ভাতা সহ বেশ কয়েক দফা দাবি লোক প্রসার শিল্পী গোষ্ঠীর। ময়নাগুড়ি ব্লক লোক প্রশাস শিল্পীগোষ্ঠীর ২০২৩ - ২৪ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হলো জলপাইগুড়ি জেলার খুকশিয়া পার্ক, সুভাষ ভবনে। একদিন ব্লকের বহু লোকশিল্পী এই সম্মেলনে একত্রিত হয়ে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে তাদের দাবি তুলে ধরেন। সংগঠনের তরফে জানানো হয় শুধুমাত্র ময়নাগুড়ি ব্লকে এখনো প্রায় ৮০০ লোক শিল্পীদের আইকার্ড প্রদান এবং ভাতা পাচ্ছে না বলে অভিযোগ করেন। আমি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কে এই সম্মেলন থেকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হয় শিল্পীদের জন্য আগে তুলনায় বেশ কিছু চিন্তাভাবনা নিয়েছেন বর্তমান সরকার সাধুবাদ জানান উদ্যোক্তারা।

হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়ে বাড়ি ফেরার সময় ফের দুর্ঘটনায় যখম হয়ে ফের গেলেন মেডিক্যাল কলেজে ও হাসপাতালেই

জলপাইগুড়ি ঃহাসপাতাল থেকে মাথার সেলাই কাটিয়ে বাড়ি ফেরার পথে পথ দুর্ঘটনায় যখম হয়ে ফের মেডিক্যাল কলেজে ও হাসপাতালেই গেলেন কানাই দেবনাথ সহ আহত মোট তিনজন। জলপাইগুড়ি পাহাড়পুর গ্রামপঞ্চায়েতের তাতি পারার বাসিন্দা পেশায় ক্ষুদ্র ব্যাবসায়ী কানাই দেবনাথ। সম্প্রতি তিন অসুস্থ হয়ে জলপাইগুড়ি মেডিক্যাল কলেজের অধীনে থাকা সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিলেন। ছুটি হয়ে বাড়িতেও ফেরেন। মঙ্গলবার ফের হাসপাতালে মাথার সেলাই কাটিয়ে বাড়ি ফেরার পথে দুর্ঘটনার কবলে পড়ে ফের হাসপাতালে গেলেন।আজ দুপুর নাগাদ তাকে নিয়ে টোটো রিক্সোয় চেপে হাসপাতাল থেকে বাড়ি ফিরছিলেন তার বাড়ির লোকেরা।পথে পাহাড় পুর গ্রামপঞ্চায়েতের রেল ঘুমটির কাছে আচমকাই দ্রুত গতিতে একটি বলেরো গাড়ি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ইলেকট্রিক পোলে ধাক্কা মারার পর টোটো রিক্সোতে ধাক্কা দেয়। এরপর সবসমেত নয়ানজুলিতে গিয়ে পড়ে। দুর্ঘটনার ঘটনার সময় টোটো রিক্সোতে ছিলেন কানাই দেবনাথ (অসুস্থ),প্রতিমা দেবনাথ এবং টোটো চালক উদয় দাস। এরা তিনজনই যখম হন। এদেরকে স্থানীয়রা উদ্ধার করে মেডিক্যাল কলেজে নিয়ে যায়। সুযোগ বুঝে পালিয়ে যায় বোলেরো গাড়ির ড্রাইভার। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে আসে জলপাইগুড়ি কোতোয়ালি থানার পুলিশ। গাড়ি গুলিকে উদ্ধার করার চেষ্টা চালাচ্ছেন তারা। পাশাপাশি ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে।

শিলিগুড়িতে শুরু হতে চলেছে নাট্য মেলা

শিলিগুড়ি ঃ শিলিগুড়িতে শুরু হতে চলেছে নাট্য মেলা।পয়লা জানুয়ারিতে বর্নাঢ্য শোভাযাত্রার আযে়াজন করা হয়েছে এবং ২রা জানুয়ারি থেকে শিলিগুড়ির দীনবন্ধু মঞ্চে শুরু হবে এই নাট্যমেলা চলবে ৮ই জানুয়ারি পর্যন্ত।বুধবার শিলিগুড়ির জার্নালিস্ট ক্লাবে সাংবাদিক বৈঠকে এই বিষয়ে বিস্তারিত জানান শিলিগুড়ি পুরনিগমের প্রাক্তন মেয়র অশোক ভট্টাচার্য। তিনি জানান এ বছরের নাট্য মেলাতেও বিশিষ্ট শিল্পীরা তাদের নাটক মঞ্চস্থ করবেন। সকলকে এই নাট্য মেলায় আসার অনুরোধ জানান তিনি।

কোচবিহার মেডিকেল কলেজে সফল হয়েছে স্পাইন এর অপারেশন

কোচবিহার ঃ যেখানে স্পাইন এর অপারেশন এর জন্য রোগীদের ছুটতে হয় বিভিন্ন বড় বেসরকারি হাসপাতালে এবং বিনিময়ে দিতে হয় মোটা অংকের টাকা সেই জায়গায় কোচবিহার মেডিকেল কলেজে সফলভাবে স্পাইন এর অপারেশনের পর যেন এক নতুন আশার আলো ফুটেছে দরিদ্র পরিবারের রোগীদের মনে। সম্প্রতি কোচবিহার মেডিকেল কলেজে একটি জটিল স্পাইন এর অপারেশন সফল হয়েছে। কোচবিহার মেডিকেল কলেজে প্রফেসর নিরজ দুগার এর সঙ্গে ১০ জনের একটি টিম এই অপারেশন সফল করে। আজ কোচবিহার মেডিকেল কলেজে মেডিকেল কলেজের এম এস ভিপি রাজিব প্রসাদ এবং মেডিকেল কলেজের রোগী কল্যাণ সমিতির চেয়ারম্যান এবং চিকিৎসকরা একটি সাংবাদিক সম্মেলন করে জানান, যেখানে লক্ষ্য লক্ষ্য টাকা ব্যয় করে মানুষ বাইরে গিয়ে স্পাইনের অপারেশন করান সেই জায়গায় সরকারিভাবে কোচবিহার মেডিকেল কলেজে সেই সুযোগ রয়েছে। এবং সফলভাবে সেই স্পাইনের অপারেশন সম্ভব হয়েছে। সরকারি হাসপাতালে সরকারের সহযোগিতায় এই সুবিধা পেয়ে সাধারণ মানুষ উপকৃত হবে বলেও তারা জানান।

যাত্রীবাহী বাসকে বাঁচাতে গিয়ে ভয়াবহ পথ দুর্ঘটনার কবলে ইট বোঝাই একটি ট্রাক

কোচবিহার ঃ যাত্রীবাহী বাসকে বাঁচাতে গিয়ে ভয়াবহ পথ দুর্ঘটনার কবলে ইট বোঝাই একটি ট্রাক। ঘটনায় গুরুতর আহত ট্রাক চালক। দুর্ঘটনা গ্রস্থ ট্রাকে আগুন লেগে যাওয়ার চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে গোটা এলাকয়। স্থানীয় সূত্রে খবর মাথাভাঙ্গা কলেজ মোড় সংলগ্ন পেট্রোল পাম্পের কাছে একটি যাত্রী বোঝাই বাসকে বাঁচাতে গিয়ে ইট বোঝাই ট্রাকটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে একটি বাড়িতে ঢুকে যায়। এবং ট্রাকটিতে আগুন লেগে যায়। দুর্ঘটনার শব্দে তৎক্ষণাৎ স্থানীয়রা ছুটে আসে। গুরুতর আহত অবস্থায় ওই ট্রাকচালকের স্থানীয় বাসিন্দারা উদ্ধার করে মাথাভাঙ্গা মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করে। দুর্ঘটনার খবর পেয়ে সাথে সাথে ঘটনাস্থলে এসে পৌঁছায় মাথাভাঙ্গা দমকলের একটি ইঞ্জিন এবং মাথাভাঙ্গা থানার পুলিশ। মাথাভাঙ্গা দমকল বাহিনীর কর্মীরা ট্রাকে লাগা আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে।

কেন্দ্রীয় বঞ্চনার প্রতিবাদে আলিপুরদুয়ার শহরে একটি বিক্ষোভ মিছিল আযে়াজন করে তৃণমূল কৃষাণ খেতমজুর সংগঠনের আলিপুরদুয়ার জেলার নেতা কর্মীরা

আলিপুরদুয়ার ঃ কেন্দ্রীয় বঞ্চনার প্রতিবাদে আলিপুরদুয়ার শহরে একটি বিক্ষোভ মিছিল আযে়াজন করে তৃণমূল কৃষাণ খেতমজুর সংগঠনের আলিপুরদুয়ার জেলার নেতা কর্মীরা। মূলত ১০০ দিনের কাজ, আবাস যোজনার বকেয়া টাকা সহ কৃষি ক্ষেত্রে শারের ওপরে ভর্তুকি বাতিলের প্রতিবাদে আলিপুরদুয়ার শহরে তৃণমূল কিষান ক্ষেত মজুর শগঠানের বিক্ষোভ মিছিল। মিছিলে উপস্থিত ক্রেতা সুরক্ষা দপ্তরের রাষ্ট্র মন্ত্রী শ্রীকান্ত মাহাতো, তৃণমূল কিষান খেতমজুর সংগঠনের জেলা সভাপতি প্রসেনজিৎ রায়, জেলা সহ সভাপতি শ্যামল নাথ, ছত্রধর রায়, তৃণমূলের রাজ্য সম্পাদক মৃদুল গোস্বামী, সৌরভ চক্রবর্তী ও আলিপুরদুয়ার পৌরসভার চেয়ারম্যান প্রসেনজিৎ কর সহ অন্যান্য নেতৃত্বরা। মিছিলটি আলিপুরদুয়ার জেলা প্রশাসনিক ভবন ডুয়ার্স কন্যার সামনে থেকে শুরু হয়। শহরের বিভিন্ন এলাকা পরিক্রমা করবার পর আলিপুরদুয়ার চৌপথি সুপার মার্কেট এলাকায় গিয়ে শেষ হয়। এরপর সেখানেই একটি বিক্ষোভ সভার আযে়াজন করে তৃণমূল কিশান ক্ষেতমজুর সংগঠনের আলিপুরদুয়ার জেলার নেতৃত্বরা। এদিন মন্ত্রী জানান সারা দেশকে বেঁচে দিচ্ছেন নরেন্দ্র মোদী তাই আমর বলছি বিজেপি হাটাও দেশ বাঁচাও

হোমের শৌচাগারে গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মঘাতী হল বিচারাধীন নির্যাতিতা নাবালিকা

শিলিগুড়ি ঃ হোমের শৌচাগারে গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মঘাতী হল বিচারাধীন নির্যাতিতা নাবালিকা! ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে শহরে। প্রশ্ন উঠছে হোম কর্তৃপক্ষের ভূমিকা নিয়ে। বুধবার সকালে ঘটনাটি ঘটেছে শিলিগুড়ি পৌরনিগমের ১৫ নম্বর ওয়ার্ডের হাকিমপাড়ায়। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন সকালে হোমের শৌচাগারে ওই নাবালিকার ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার করে হোমের অন্যান্য নাবালিকারা। এরপর খবর দেওয়া হয় কর্তৃপক্ষ ও পুলিশকে। এরপর শিলিগুড়ি থানার পুলিশ ওই নাবালিকার দেহ উদ্ধার করে সুরথান ও ময়নাতদন্তের জন্য প্রথমে শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতাল ও পরে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠায়। তবে কেন ওই নাবালিকা আত্মহত্যা করল তা নিয়ে ধোঁয়াশায় হোম কর্তৃপক্ষ। শুধু তাই নয়। ওই ঘটনাটি ধামাচাপা দেওয়ার অভ্যোগ উঠেছে হোম কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে।

গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান ও সদস্যরা লক্ষী ভান্ডারের অ্যাকাউন্টে জমা হওয়া অর্থ গ্রামের উন্নয়নে দান দিলেন তৃণমূল মহিলা প্রধান আখতারী খাতুন

মালদা ঃ নিজের একাউন্টে লক্ষী ভান্ডারে জমানো দুই বছরের বারো হাজার টাকা গ্রামের উন্নয়নের জন্য পঞ্চায়েতের ফান্ডে অনুদান দিলেন তৃণমূল পরিচালিত আলিনগর গ্রাম পঞ্চায়েতের মহিলা প্রধান আখতারী খাতুন। যখন তিনি লক্ষী ভান্ডারের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিলেন, সেই সময় অবশ্য একজন সাধারণ গৃহবধূ ও সংশ্লিষ্ট এলাকার তৃণমূল মহিলা কর্মী হিসেবেই পরিচিত ছিলেন পঞ্চায়েত প্রধান আখতারী খাতুন। এবছর ত্রিস্তর গ্রাম পঞ্চায়েত নির্বাচনে কালিয়াচক ১ ব্লকের আলিনগর গ্রাম পঞ্চায়েতে কংগ্রেসকে পরাজিত করেই গ্রাম পঞ্চায়েতটি দখল করে তৃণমূল । এবারে প্রধান হিসেবেই এলাকার নতুন মুখ এবং সক্রিয় তৃণমূল কর্মী হিসাবেই আখতারী খাতুনকেই দায়িত্ব দেওয়া হয়। কিন্তু তার আগে থেকেই রাজ্য সরকারের অনুমোদিত লক্ষী ভান্ডারের ৫০০ টাকা করে নিজের একাউন্টে পাচ্ছিলেন পঞ্চায়েত প্রধান। মঙ্গলবার কালিয়াচকে একটি কর্মসূচির মধ্য দিয়ে দুই বছরে জমানো বারো হাজার টাকা তিনি রাজ্যের সেচ দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিনের হাতে তুলে ধরেন । শুধু গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধানই নয়, সংশ্লিষ্ট পঞ্চায়েতের অন্যান্য সদস্যরাও তাদের তিন মাসের বরাদ্ধ ভাতার টাকাও এলাকার উন্নয়ন তহবিলের জন্য মন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিনের হাতে তুলে দেওয়া দেন। গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান আখতারি খাতুন জানিয়েছেন, দীর্ঘদিন ধরেই তিনি সক্রিয় তৃণমূল দলের কর্মী হিসেবে কাজ করে আসছেন। এলাকার মানুষের মধ্যে প্রভাব ও পরিচিতি দেখেই দলের জেলা ও রাজ্য নেতৃত্ব এবার আলিনগর গ্রাম পঞ্চায়েতে আখতারী খাতুনকেই প্রার্থী করেছিলেন। গ্রাম পঞ্চায়েতের নির্বাচনে বিপুল ভোটে জয়ী হন তিনি। এরপরে আলীনগর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান পদে দায়িত্ব দেওয়া হয় তাঁকে। কিন্তু তার আগে থেকেও আখতারী খাতুনের নিজস্ব একাউঃেট লক্ষ্মী ভান্ডারের মাসিক ৫০০ টাকা করে জমা হচ্ছিল । গত দুই বছরের জমানো বারো হাজার টাকায় তিনি এলাকার উন্নয়নের জন্য তুলে দিয়েছেন।

আলিনগর গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান আখতারী খাতুন জানিয়েছেন, সংশ্লিষ্ট এলাকার একটি রাস্তার পথবাতি নেই। এই টাকায় যাতে কিছু পথবাতি বসানো যায় , সেই উদ্যোগ নেওয়া হবে।

পঞ্চায়েত প্রধান আখতারী খাতুনের স্বামী মোহাম্মদ ওবায়দুল্লাহ অবশ্য তৃণমূলের আলিনগর অঞ্চল কমিটির সভাপতি। তিনি জানিয়েছেন , এলাকার মানুষের উন্নয়নের জন্য তৃণমূল পরিচালিত আলিনগর গ্রাম পঞ্চায়েত কর্তৃপক্ষ গঠন হওয়ার পর থেকেই রাস্তা , পথবাতি, স্বাস্থ্যকেন্দ্র, অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র সহ সার্বিক উন্নয়নে জোড় দিয়েছে । দলের নির্দেশেই সকলেই মানুষের পাশে থেকে কাজ করে চলেছে।

মন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিন জানিয়েছেন , আলিনগর গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান আখতারি খাতুনের উদ্যোগকে আমরা সাধুবাদ জানাচ্ছি। তিনি তাঁর জমানো টাকা পঞ্চায়েতের তহবিলে দিয়েছেন। পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট গ্রাম পঞ্চায়েতের আরো যারা নির্বাচিত সদস্য রয়েছেন তাঁরা তিন মাসের ওয়ানারিয়াম ১ লক্ষ ৪৫ হাজার ৬০০ টাকা সংশ্লিষ্ট পঞ্চায়েতের উন্নয়ন তহবিলে দিয়েছেন।

কলকাতা বিমানবন্দরে কিডন্যাপিং কাণ্ডের মূল পাণ্ডাকে হরিয়ানা থেকে গ্রেফতার করল বিধাননগর পুলিশ

কলকাতা ঃ কলকাতা বিমানবন্দরে কিডন্যাপিং কাণ্ডের মূল পাণ্ডাকে হরিয়ানা থেকে গ্রেফতার করল বিধাননগর পুলিশ। ধৃত প্রভীন কুমারকে ট্রানজিট রিমান্ডে কলকাতা নিয়ে আসা হয়েছে। এই কিডন্যাপিং কাণ্ডে আগে ১১ জনকে গ্রেফতার করলেও মূল এতদিন পান্ডা পলাতক ছিল।

২০২২ সালে হরিয়ানার এক বাসিন্দা অভিযোগ করেন যে, তার ছেলে কলকাতা এয়ারপোর্ট থেকে কিডনাপিং হয়েছে। এরপরে বিধাননগর এন এস সিবিআই থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়। তদন্ত নেমে ওই ব্যক্তির ছেলের সাথে আরও ৯ জনকে নিউটাউন থেকে উদ্ধার করে বিধাননগর পুলিশ। এই কিডন্যাপিং কাণ্ডে ১১জনকে গ্রেফতার করা হয়। মূল পান্ডা প্রভীন কুমার পলাতক ছিল। চলতি মাসের ১৭ তারিখ মূল চক্রী প্রভীন কুমারকে হরিয়ানার পানিপথ থেকে গ্রেফতার করা হয়। অভিযোগ, এই চক্র বিদেশে চাকরি দেওয়ার নামে দেশের বিভিন্ন প্রান্তের যুবকদের থেকে লক্ষ লক্ষ টাকা নিয়ে তাদের কলকাতা বিমানবন্দর থেকে নকল ব্রডিং পাস করিয়ে বিদেশে যাওয়ার ব্যবস্থা করত। কলকাতা বিমানবন্দরে সেই নকল ব্রডিং পাস ধরা পড়লে ওই যুবকদের নিয়ে নিউটাউনে একটি জায়গায় আটকে রাখা হত। সেখান থেকে ওই যুবকদের বাড়িতে ফোন করে আরও টাকা চাওয়া হতো। এরপর হরিয়ানার এক বাসিন্দা বিধাননগর এনএসসিবিআই থানায় অভিযোগ দায়ের করেন। তদন্তে নেমে নিউটাউন থেকে অপহৃত যুবকদের উদ্ধার করে বিধাননগর পুলিশ। এরপর বিভিন্ন জায়গায় থেকে ১১জনকে গ্রেফতার করে পুলিশ। এই চক্রের মূল পান্ডার খোঁজ চালাচ্ছিলো পুলিশ। গত ১৭ তারিখ হরিয়ানার পানিপথের সেওয়া গ্রাম থেকে এই ঘটনার মূল পাণ্ডা প্রভীন কুমারকে গ্রেফতার করা হয়। তাকে ট্রানজিট রিমান্ডে হরিয়ানা থেকে কলকাতা নিয়ে আসা হয়। তাকে ব্যারাকপুর আদালতে তোলা হলে ৭ দিনের পুলিশি হেফাজতের নির্দেশ দেন বিচারপতি। ধৃতদের বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৬৪এ, ৩৬৫, ৪২০, ১২০বি ধারায় মামলা রুজু করা হয়। পুলিশ সূত্রে খবর, ধৃত প্রভীন কুমার হরিয়ানার গ্যাংস্টার মনোজ বাবার মূল সহযোগী।

গম্ভীরা এবং মনসা গানের মাধ্যমে বুধবার এইডস প্রতিরোধ দিবস পালন

মালদা । গম্ভীরা এবং মনসা গানের মাধ্যমে বুধবার এইডস প্রতিরোধ দিবস পালন করলো, গাজোল গ্রামীণ হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ এদিন গ্রামীণ হাসপাতাল চত্বরে সাধারণ মানুষকে সচেতনতা করার ক্ষেত্রে এই গম্ভীরা এবং মনসা গানের মাধ্যমে সচেতনতামূলক প্রচার চালানো হয় এই কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন গাজোল গ্রামীণ হাসপাতালের সুপার ডক্টর অঞ্জন রায় বিশিষ্ট সমাজসেবক শ্যাম চৌধুরী, বিশিষ্ট সংগীতশিল্পী হরি দাস গাজোল গ্রামীণ হাসপাতালের মেডিকেল টেকনোলজিস্ট প্রভাকর দত্ত প্রমুখ। এদিন গাজোলের কদুবাড়ি মোড়ে পালিত হল মনসা আলকাপ গান । অভিনয়ের মধ্যে দিয়ে তারা এইচআইভি সচেতনতামূলক অনুষ্ঠান করেন। প্রায় দেড়শজন সচেতনতা মূলক সভায় অংশগ্রহণ করেন। কিভাবে এইচআইভি এইডস রোগ ছড়ায় তারা অভিনয়ের মধ্যে দিয়ে সকল জনগণকে সচেতন করে তোলেন।

দেশের মধ্যে সর্বপ্রথম পাহাড় এবং তরাই সংলগ্ন বেশ কিছু এলাকায় আদিবাসীদের চা চাষের জন্য জমির পাট্টা বিলি করেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি - বুলুচিক বরাইক

মালদা । দেশের মধ্যে সর্বপ্রথম পাহাড় এবং তরাই সংলগ্ন বেশ কিছু এলাকায় আদিবাসীদের চা চাষের জন্য জমির পাট্টা বিলি করেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি। শুধু তাই নয় ২০১১ সালে রাজ্যে তৃণমূল সরকার ক্ষমতায় আসার পর আদিবাসী বৃদ্ধবৃদ্ধাদের জন্য প্রথম ভাতা করেছে রাজ্য সরকার । ফলে এখন মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জির ওপর আদিবাসীদের বিশ্বাস ও ভযরসা অনেকটাই বেড়েছে। বুধবার মালদায় আদিবাসীদের একটি অনুষ্ঠানে যোগ দিতে যাওয়ার মুখে এমনটাই মন্তব্য করেছেন রাজ্যের আদিবাসী উন্নয়ন ও অনগ্রসর শ্রেণী কল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী বুলুচিক বরাইক ।

এদিন বিকেলে মালদা জেলার আদিবাসী অধ্যুষিত হবিবপুর ব্লকে আদিবাসীদের উন্নয়ন সম্পর্কিত বিষয় নিয়ে একটি সভার আয়োজন করা হয়েছে। সেখানে আদিবাসী মন্ত্রী সহ উপস্থিত থাকবেন রাজ্যের সেচ দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিন এবং তৃণমূল দলের বিধায়কেরা।

এদিন আদিবাসী উন্নয়ন ও অনগ্রসর কল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী বুলুচিক বরাইক বলেন, ৩৪ বছরের বাম জমানাই যে সুবিধা আদিবাসী মানুষেরা পান নি, তা মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি করে দিয়েছেন । আদিবাসী বয়স্করা ভাতা পাচ্ছেন। ছাত্রছাত্রীরা স্টাইপেন পাচ্ছেন। এমনকি যেসব এলাকায় চা বাগান রয়েছে সেখানে রাজ্য সরকার জমির পাট্টা দিয়ে আদিবাসীদের চা উৎপাদনে উৎসাহিত করছে। দেশের অনেক রাজ্যই রয়েছে যেখানে আজও আদিবাসী বয়স্করা কোন সুযোগসুবিধা পান না। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি তিনি আদিবাসীদের জন্য বিভিন্ন সরকারি প্রকল্পের সুবিধার ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। যা রাজ্য তথা দেশের মানুষের কাছে নজির হয়ে রয়েছে।

'কেন্দ্রীয় সরকার সারের ভর্তুকি দিচ্ছে, রাজ্যে সারের কালোবাজারি হচ্ছে' মহাদেব সরকার

আলিপুরদুয়ারঃ এই রাজ্যে সর্বত্র সারের কালোবাজারি চলছে।যেখানে কেন্দ্রীয় সরকার সারের ভর্তুকি দিচ্ছে, সেখানে আমাদের রাজ্যে সারের কালোবাজারি হচ্ছে। বুধবার আলিপুরদুয়ারে এসে একথা জানান বিজেপি কৃষাণ মোর্চার রাজ্য সভাপতি মহাদেব সরকার। এদিন তিনি জানান কেন্দ্রীয় সরকার কৃষকদের জন্য একের পর এক বিভিন্ন পরিকল্পনা গ্রহণ করছে। উন্নত বীজ প্রদান,কৃষকদের সহায়তা,সেঁচ ব্যবস্থা করছে।কিন্তু রাজ্য সরকার বিশেষ কিছু করছেনা রাজ্যে অনেক জায়গায় জমিতে সেঁচ ব্যবস্থা নেই।এদিন মাহদেব সরকার জানান আগামী দিনে আমরা উত্তরবঙ্গে বড় কৃষক আন্দোলন গড়ে তুলবো।

একাধিক দাবিতে জেলাশাসকের দপ্তরে বিক্ষোভ ও স্মারকলিপি মিড ডে মিল কর্মীদের

জলপাইগুড়ি ঃ সমস্ত মিড ডে মিল কর্মীদের ২৬ হাজার টাকা করে বেতন দেওয়ার দাবি তুললেন কর্মীরা। এই দাবি নিয়ে বুধবার দুপুরে জলপাইগুড়ি শহরে একটি বিক্ষোভ মিছিল বের করেন তারা। মিছিল নিয়ে জলপাইগুড়ির জেলাশাসকের দপ্তরে এসে একটি স্মারকলিপি তুলে দেন আন্দোলনকারী মিড ডে মিল কর্মীরা। সারা বাংলা মিড ডে মিল কর্মী ইউনিয়নের রাজ্য সম্পাদিকা সুনন্দা পন্ডা বলেন, মিড ডে মিল কর্মীদের মাত্র দেড় হাজার টাকা দিয়ে সারা মাস ধরে কাজ করানো হচ্ছে। অভিযোগ, ১২ মাস কাজ করিয়ে ১০ মাসের টাকা দেওয়া হচ্ছে তাদের। এমন বিভিন্ন দাবি নিয়ে জেলাশাসকের দপ্তরে বিক্ষোভ দেখান তারা।প্রত্যেকে ছাত্র পিছু সরকারি বরাদ্দ বৃদ্ধি, মিড ডে মিল কর্মীদের সন্মান ও সরকারি কর্মীর স্বীকৃতি, মাসিক বেতন ন্যূনতম ২৬ হাজার টাকা সহ আরও বিভিন্ন দাবিতে এই বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করা হয়।

আজকের দিনটি

মেষ ঃ পারিবারিক চিন্তা। আয় কম, খর্চা বেশী। স্বাস্থ্য বাধা।

বৃষ ঃ প্রেমি-প্রেমিকার মধ্যে মনোমালিন্য। আর্থিক দুরাবস্থা, স্বাস্থ্যর অবনতি।

মিথুন ঃ ভোগ বিলাসে সময় কাটবে। ধনের অপব্যায়, পারিবারিক কার্যে বাধা।

কর্ক ঃ মান-সম্মান ও প্রতিষ্ঠায় বৃদ্ধি। অনিষ্ঠ গ্রহের শান্তি করান অন্যথা দুর্ঘটনার সম্ভাবনা।

সিংহ ঃ মুখরোচক আহারের সম্ভাবনা। বিদের ভ্রমণ বা অন্যান্য স্থানে ভ্রমণের যোগ। পরিবারে কিঞ্চিত অশান্তি।

কন্যা ঃ স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মধুর সম্পর্ক। ব্যবসায় লাভ।

বৃশ্চিক ঃ লম্বিত কার্য সম্পন্ন হইবে। সন্তান যোগের সম্ভাবনা। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সুসম্পর্ক ।

তুলা ঃ সন্তানের শারিরিক অবনতি। মা-বাবার সন্তান সুখ লাভ। গৃহ-ভূমি কেনার সম্ভাবনা।

ধনু ঃ নতুন কার্য ও নতুন ব্যাবসার উদ্বোধন। রাজনীতিজ্ঞদের উচ্চ পদ লাভ।

মকর ঃ পরিশ্রমদ্বারাই জীবনযাপন সুষ্ঠ ভাবে সম্ভব। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সুসম্পর্ক। ভ্রমণে সম্ভাবনা ।

কুম্ভ ঃ স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মধুর সম্পর্ক। ব্যবসায় লাভ।

মীন ঃ ব্যবসায় লোকসান, হওয়া কাজে বাধা, মহিলারা নিজের সাস্থ্যের দিকে লক্ষ রাখুন।

তান্ত্রিক অশোক স্বামী

প্রকৃতিবান্ধব উপায়ে ভারতে মধু সংগ্রহ

কলকাতা ঃ ভারতের দক্ষিণে এক উপজাতি প্রকৃতির ক্ষতি না করে জঙ্গল থেকে মধু সংগ্রহ করে বিক্রি এবং রপ্তানি করছে। কিন্তু মৌমাছির বিনাশের কারণে তাদের জীবিকার ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত হয়ে উঠছে।

খাঁটি মধু, যা এখনো প্রক্রিয়াজাত করা হয়নি। ভারতের কোডাইকানাল নামের পাহাড়ি গ্রামে সেগুলি মোড়কে ভরা হয়। এই সোনালি তরল পদার্থ নারীদের কর্মসংস্থানে সাহায্য করছে। সোইসঙ্গে সমাজের প্রান্তিক আদিবাসী গোষ্ঠীগুলিকে আয়ের পথ দেখছে। 'হুপু অন এ হিল' সংগঠনের ম্যানেজার শোভনা বলেন, ''গত চার থেকে পাঁচ বছরে প্রায় দশ জন নারী এখানে কাজ করছেন। ২০১৬ সালে আমাদের ইউনিট চালু হয়েছিল। আমাদের প্রতিষ্ঠাতা নিশিতা ও প্রিয়া সেটা শুরু করেছিলো। তারা একটি প্রকল্পের জন্য জঙ্গলে গিয়ে আদিবাসীদের সঙ্গে দেখা করেছিল। তারা দেখলো, আদিবাসীদের কাছে অনেক মধু থাকা সত্ত্বেও তারা সেগুলি বিক্রি করতে পারছে না। তখন তারা সেই মধু কিনে বিক্রির কথা ভাবলো।''

মারিয়াপ্পন তামিলনাড়ুর শোলা জঙ্গলে পালিয়ান উপজাতির মধু সংগ্রহকারীদের মধ্যে একজন। কয়েকশো বছর ধরে তারা এই কাজ করে আসছে। তিনি জানালেন, ''আমরা প্রতিটি মৌচাক থেকে এক বালতি করে মধু সংগ্রহ করি। কখনো আমরা বছরে দুই টনেরও বেশি মধু পাই। আমরা গাছে ওঠার দড়ি ব্যবহার করে মধু সংগ্রহ করি এবং দুপুর বারোটা বা একটার মধ্যে বাসায় ফিরি। দিনের আলোয় মধু সংগ্রহ করলে মৌমাছি বেশি হুল ফোটায়। সেগুলি আমাদের সারা শরীরে হুল ফোটায়। কিন্তু আমরা কাজ বন্ধ করি না।''

পালিয়ানরা প্রাচীন এক কৌশল প্রয়োগ করে মৌমাছির হুল ফোটানো প্রতিরোধ করে। মারিয়াপ্পন বলেন, ''আমরা ধোঁয়া দিয়ে মৌচাক থেকে মৌমাছিদের তাড়িয়ে দেই। কিন্তু তাদের যেন অনিষ্ট না হয়, সে দিকে লক্ষ্য রাখি। আগুন ডানা পুড়িয়ে দেয়। তাই আমরা এই সব পাতার গোছা করে ধোঁয়া দিয়ে শুধু তাদের তাড়িয়ে দেই।''

ধোঁয়া মৌমাছিগুলিকে নেশাগ্রস্ত করে তোলে। তখন তারা শান্ত হয়ে যায়। শুধু আত্মরক্ষার তাগিদে মানুষের শরীরে হুল ফোটায়। মৌমাছি কেন ধোঁয়ার কারণে এমন প্রতিক্রিয়া দেখায়, সে বিষয়ে গবেষকদের এখনো স্পষ্ট ধারণা নেই। কিন্তু কয়েকজনের মতে, চারিপাশে ধোঁয়া থাকলে মৌমাছি ততটা সজাগ থাকে না। ফলে মধু সংগ্রহের কাজ সহজ হয়।

গ্রামে নারীরা মধু কিনে মোড়কবন্দি করেন। মোম থেকে খাদ্যের পচনযোগ্য মোড়ক তৈরি হয়। ছবি আঁকার মোম রংও তৈরি করা হয়। শোভনা বলেন, ''বিওয়্যাক্স মোড়ক প্লাস্টিকের বিকল্প হিসেবে দেখা হয় বলে আমরা বিভিন্ন দেশে সেগুলি রপ্তানি করি।''

কিন্তু বিশ্বের অনেক প্রান্তের মতো তামিলনাড়ু রাজ্যের মধুভিত্তিক অর্থনীতিও হুমকির মুখে পড়েছে। মারিয়াপ্পন বলেন, ''মৌমাছি বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে। শাকসবজি চাষের সময় প্রচুর কীটনাশক ব্যবহারের কারণে যে সব মৌমাছি এখানে এসে ফুল থেকে নেকটার সংগ্রহ করে, মৌচাকে ফেরার সময় সেগুলি মরে যাচ্ছে।'' পরাগায়নকারী হিসেবে মৌমাছির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা কারো অজানা না হলেও গোটা বিশ্বে মৌমাছির সংখ্যা কমে চলেছে। মূলত কীটনাশক ও বাসস্থান হারানোর কারণেই এমনটা ঘটছে। শুধু ইউরোপেই সেই সংখ্যা ৩০ শতাংশ কমে গেছে। মারিয়াপ্পান বলেন, তিনি মৌমাছি শাবক থেকে দূরে থাকার চেষ্টা করেন এবং মৌমাছির কলোনির খাদ্যের চাহিদা মেটাতে কিছু মধু রেখে যান। আপাতত তিনি নিজে ও নারীদের সমবায় এখনো কিছু মুনাফার মুখ দেখছে। কোঅপারেটিভ আরও সম্প্রসারণেরও পরিকল্পনা করছে। অবশ্যই প্রকৃতির কথা ভেবেই সেই কাজ হচ্ছে।

মৃত্যু এবং উদযাপনের এক নির্মম শীত

নয়া দিল্লি ঃ শীতের বিষণ্ণতা ঢাকতেই কি এত উদযাপন গোটা মৌসুমজুড়ে? মায়ের কণ্ঠ কেবলই স্তব্ধ হয়ে আসে।

মায়ের সঙ্গে দূরত্ব এখন এক হাজার ৫০০ কিলোমিটার। প্রতিদিন সকালে সেই দূরত্ব পার করি মিনিট পাঁচেকের ফোন কলে। গত বেশ কিছুদিন, একাই কথা বলে যাচ্ছি বেশি। কার্যত নীরবই থাকে মা। বুঝতে পারি, মায়ের কথা বলতে ইচ্ছে করছে না, অথবা কথা আসছে না নিশ্চয়! মাসখানেকের মধ্যে একে একে বেশ কিছু বন্ধু হারিয়েছে এই পঁচাত্তর উর্ধ্ব নারী।

মা এখন যে বয়সে পৌঁছেছে, তাতে এমন খবরের জন্য প্রস্তুতি নিতে হবে। নিতেই হবে। কিন্তু প্রস্তুত থাকা আর খবরের মুখোমুখি হওয়ার মধ্যেও যে দূরত্ব অনেক! ছেলের অনর্গল মা ভোলানো কথার মাঝখানে তাই হয়তো সে মাঝে মাঝে বলে ফেলে ''মেনে নিতে হয় জানি এই মরশুমি মৃত্যু। মরশুমি ফুলের মতোই ঝরে যাওয়া আসলে!'' মনে পড়ছে, মৃত্যুশয্যায় শুয়ে দিদা যখন অনর্গল কথা বলে যেত, তখন বার বার ফিরে আসতো একটি বাক্য ''শীত বড় কালান্তক। এ এক ঝরে যাওয়ার কাল।

মায়ের বন্ধু, পাড়ার কাকু, বন্ধু হয়ে ওঠা শিক্ষক গত একমাসে কত যে কাছের মানুষ হারালাম, গুণতে ইচ্ছে করে না। আমারই যদি মনের আবহ এমন হয়, মায়ের তো ঝড় বইছে বুকের ভিতর! ঝড়, নাকি কুয়াশার নিস্তব্ধতা? মৃত্যুর কি সত্যিই কোনো ছবি হয়? না কি সে এক অপার অন্তহীন ধোঁয়াশা? ধোঁয়াটে, সাদাটে দিল্লির সকালের মতো। সূর্য উঠেছে বোঝা যাচ্ছে কিন্তু কোনো তেজ নেই। মৃত চোখের মতো সূর্য চেয়ে থাকে কেবল। চেনা রাস্তা সামান্য দূরেই অচেনা পর্দার আড়ালে।

শীত যত গাঢ় হয়, ক্রমশ অচেনা হতে থাকে চেনা মানুষের মুখ। প্রবল ধোঁয়াশায় কাছের মানুষও ঝাপসা হতে থাকে।

রক্তস্রোত ঠান্ডা হয়ে থাকা এসমস্ত দিনে আগুন জ্বেলে বসে থাকতে হয়। দিল্লির রাস্তায়, ফুটপাথের সংকীর্ণ আস্তানার আঁধারে সারা রাত ধরে আগুন জ্বেলে বসে থাকেন যারা, তারা আসলে ঘুমাতে পারেন না। আগুন নিভে গেলে শীতের কামড় মৃত্যুমুখে টেনে নিয়ে যায়। কলকাতা, দিল্লি সর্বত্রই পুর নগর নিগম জানে শীত বাড়লে বাড়ে বেওয়ারিশ লাশ। রাস্তার ধারে পড়ে থাকে অন্ধ ভিখারি, ভবঘুরে সাধু। এক মাস মর্গে আরেকটু ঠান্ডা করার পর বেওয়ারিশ বডি জ্বালিয়ে দেওয়া হয় ময়লার পাহাড়ে। এটাই নিয়ম।

দাদরার তালে কীর্তন অঙ্গে রবিঠাকুর এই শীত নিয়ে যে গানটি লিখছেন, তার কথাগুলি বড় অদ্ভুত। লিখছেন নমো নমো। নমো, নমো। নমো নমো। নির্দয় অতি করুণা তোমার বন্ধু তুমি হে নির্মম। যা কিছু জীর্ণ, করিবে দীর্ণ, দণ্ড তোমার দুর্দম।

ধ্বংস বা মৃত্যুর শেষে যে বিস্তীর্ণ শান্তির চরাচর, তাকেই কি নির্মম বন্ধু বলছেন রবীন্দ্রনাথ? সেই কি আসলে এক মৃত্যুপারের শীতের ছবি তার কাছে? দিনুঠাকুরের স্মরলিপিতে সে জন্যই কি এ গান মুক্তছন্দ পায় না? দাদরার চটকদার ছন্দ আর কীর্তনের সুরের আবহে আসলে তৈরি হচ্ছে মৃত্যুকে উদযাপনের এক প্রতিচ্ছবি? শীত তো সত্যিই এক উৎসবের প্রতিচ্ছবি! মৃত্যুভয় জয় করা ক্রিসমাস ক্যারল? বর্ষপূর্তির চোখ ধাঁধানো আলো? শীত আসলে এক উদযাপনের মরশুম। বিষণ্ণতা আর রোশনাইয়ের মধ্যবর্তী এক নির্লিপ্তিতে ছেয়ে আছে এক হাজার পাঁচশ কিলোমিটার দূরে মায়ের কণ্ঠ। বলা না বলার মাঝের ওই অশ্রুত, অব্যক্ত শব্দগুচ্ছই আসলে মা আর আমার মাঝের এক লেপ জড়ানো শীত। ঠোঁট আর ছ্যাঁকা লাগা কফি কাপের মধ্যবর্তী নিঃশ্বাসের দূরত্ব। । অনেকটা মৃত্যু আর অনেকটা উদযাপনের। হয়তো বা মৃত্যু উদযাপনের।

সেনায় যোগ দিতে বিদেশ থেকে নাগরিকদের ডাকছে কিয়েভ

কিয়েভ ঃ সেনা বাহিনীতে পাঁচ লাখ আসন পূর্ণ করতে চাইছে ইউক্রেন। বিদেশে বসবাসকারী ইউক্রেনীয়দের দেশে ফেরার আবেদন জানানো হচ্ছে।

ইউক্রেনের প্রতিরক্ষামন্ত্রী রুসতেম উমেরভ জার্মান সংবাদসংস্থাগুলিকে জানিয়েছেন, রাশিয়ার আগ্রাসন এখনো চলছে। ফলে সেনা বাহিনীকে বড় করার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। বর্তমানে যারা সেনা বাহিনীতে কাজ করছেন, তারা ক্রমশ ক্লান্ত হয়ে পড়ছেন। এই পরিস্থিতিতে নতুন উদ্যম প্রয়োজন। ২৫ থেকে ৬০ বছর বয়সি যে ইউক্রেনীয়রা বিদেশে বসবাস করছেন, তাদের কাছে দেশে ফেরার আহ্বান জানানো হচ্ছে। প্রশিক্ষণ দিয়ে তাদের লড়াইয়ে পাঠানো হতে পারে। সব মিলিয়ে সেনা বাহিনীতে পাঁচ লাখ নতুন মুখ চাই বলে জানানো হয়েছে। যারা বিদেশ থেকে আসবেন না, তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া হতে পারে বলেও ইঙ্গিত দিয়েছেন প্রতিরক্ষামন্ত্রী।

শীত যত পড়ছে, ইউক্রেনের বিদ্যুৎ সরবরাহকেন্দ্রগুলিতে তত বেশি আক্রমণ শানাচ্ছে রাশিয়া। বিদ্যুৎ না পেলে মানুষ ঠান্ডায় মরে যাবেন। এই পরিস্থিতিতে জার্মানি জানিয়েছে, ইউক্রেনের বিদ্যুৎ পরিকাঠামোর উন্নতির জন্য তারা অর্থ সাহায্য করবে। শীতে যাতে বিদ্যুৎ সরবরাহ অটুট থাকে, তার ব্যবস্থা করার কথা বলেছে জার্মানি। বস্তুত, গত শীতেও ইউক্রেনের বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ করার চেষ্টা করেছিল রাশিয়া। কিন্তু শেষপর্যন্ত তারা সফল হয়নি। এবারও তারা সফল হতে পারবে না বলে মনে করছে ইউক্রেনের। বৃহস্পতিবার রাশিয়ার একটি ড্রোন সরাসরি কিয়েভের একটি ভবনের মাথায় গিয়ে পড়ে। ভবনটির একাংশে আগুন লেগে যায়। তবে হতাহতের কোনো খবর পাওয়া যায়নি। ইউক্রেনের সেনা বাহিনীর মুখপাত্র জানিয়েছেন, রাজধানীতে বেশ কয়েকটি রাশিয়ার ড্রোন তারা ধ্বংস করেছে কিয়েভের আকাশে। তবে আরো একটি ড্রোনের খণ্ডাংশ থেকে আরো একটি বাড়িতে আগুন লেগেছে।

এদিকে ইইউ র বৈঠকে হাঙ্গেরির প্রধানমন্ত্রী ভিক্টর অর্বান জানিয়েছেন, ইউরোপীয় ইউনিয়নের নির্ধারিত বাজেট থেকে ইউক্রেনের জন্য খরচ করা যাবে না। ইউক্রেন যুদ্ধের খরচ দেশগুলিকে আলাদা করে ব্যয় করতে হবে।

জার্মানিতে ফিলিস্তিনপন্থি নারীবাদী গোষ্ঠীতে পুলিশি তল্লাশি

বার্লিন ঃ নারীবাদী গোষ্ঠী জোরা পিএফএলপির প্রতীক ব্যবহার করেছে। পিএফএলপিকে সন্ত্রাসবাদী গোষ্ঠী বলে চিহ্নিত করেছে ইইউ। বুধবার জার্মানির পুলিশ বার্লিনে ফিলিস্তিনপন্থি ও বামপন্থি নারীবাদী গোষ্ঠী জোরার সদস্যদের বাড়ি ও অফিসে তল্লাশি চালায় বলে জার্মান মিডিয়ার খবরে বলা হয়েছে। জোরা গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে অভিযোগ, তারা চরম বামপন্থি পপুলার ফ্রন্ট ফর দ্য লিবারেশন অফ প্যালেস্টাইন(পিএফএলপি)কে সমর্থন করে। পিএফএলপিকে সন্ত্রাসবাদী সংগঠন বলে চিহ্নিত করেছে ইইউ ও অ্যামেরিকা। জোরা পিএফএলপির প্রতীক ব্যবহার করেছে বলে অভিযোগ। পুলিশ ট্রেড ইউনিয়ন জিডিপির প্রতিনিধি জানিয়েছেন, বার্লিনের বিভিন্ন জায়গায় পুলিশ তল্লাশি চালায়। তিনি এক্স এ লিখেছেন, প্রায় দুইশ জন অফিসার এই তল্লাশিতে অংশ নেন। তারা ছয়টি ফ্ল্যাট, একটি অফিস ও একটি ক্যাফেতে তল্লাশি করেন বলে জানিয়েছে সংবাদপত্র বিজেড। জার্মান মিডিয়া রিপোর্টে বলা হয়েছে, গত ১২ অক্টোবর ইনস্টাগ্রামে জোরা একটি পোস্ট করে। সেখানে বলা হয়, ফিলিস্তিনের মুক্তি ছাড়া নারীদের মুক্তি সম্ভব নয়। একটি বিবৃতিতে জোরা জানিয়েছে, ফিলিস্তিনি সংগঠন হামাস পিতৃতান্ত্রিকতার বিরুদ্ধে লড়াই করে না। সেরকম কোনো ইচ্ছে তাদের নেই। তাই ফিলিস্তিনি প্রতিরোধের অংশ হিসাবে পিএফএলপির মতো প্রগতিশীল শক্তিকে শক্তিশালী করতে হবে। পিএফএলপি নারীদের সংগঠিত করা ও তাদের সংগঠনে নিয়ে আসার কাজ অতীতে করেছে। নিজেদের ওয়াবসাইটে জোরা তাদের পরিচয় দিতে গিয়ে বলেছে, তারা ইয়ং মেয়েদের স্বাধীন ও পুঁজিবাদ বিরোধী সংস্থা। গত ১৫ ডিসেম্বর এই গোষ্ঠী ফিলিস্তিনি সহমর্মিতা ও মেয়েদের বিরুদ্ধে সহিংসতার ক্ষেত্রে জার্মানির দমননীতির নিন্দা করেছিল। তারা বিশেষ করে ফিলিস্তিনপন্থিদের তল্লাশির কথা বলেছিল। তারা জানায়, সামিডুন ফিলিস্তিন প্রিজনার্স নেটওয়ার্ককে নিষিদ্ধ ঘোষণার পর তল্লাশির সংখ্যা বেড়েছে। নভেম্বরের গোড়ায় জার্মানির স্বরাষ্ট্রমন্ত্রণালয় জানায় সামিডুন ও হামাসকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। হামাসকে আগেই জার্মানি সহ অনেক দেশই সন্ত্রাসবাদী সংগঠন বলে চিহ্নিত করেছিল।

আজসু নেতা হরেলাল মাহাতো হাতির শিকারের পরিবারকে সাহায্য করলেন

অনিশা গোরাই

জামশেদপুর ঃ বৃহস্পতিবার রাতে নিমডিহ থানার অন্তর্গত দুমদুমি গ্রামে বন্য একটি হাতি তাণ্ডব চালায়। সেইসঙ্গে হাতি গোবিন্দ মাহাতোর বাড়ি সম্পূর্ণ নষ্ট করে দিয়েছে। বাড়ির লোকজন কোনোরকমে পালিয়ে প্রাণ বাঁচান। ঘটনার খবর পেয়ে আজসু পার্টির কেন্দ্রীয় মহাসচিব হরেলাল মাহাতো শুক্রবার দুমদুমি পৌঁছেন নির্যাতিতার পরিবারের খোঁজ খবর নিতে। এখানে দেখা গেল হাতির আঘাতে বাড়িটি সম্পূর্ণ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এ কারণে ভুক্তভোগী পরিবারের এখন মাথা ঢাকার ও জায়গা নেই। ঘটনার খবর পেয়ে হরেলাল মাহাতো ভুক্তভোগী গোবিন্দ মাহাতোকে তেরপলিন ও আর্থিক সহায়তা দেন। একই সময়ে, হরেলাল মাহাতো বন দফতরের আধিকারিকদের সাথে কথা বলেন এবং অবিলম্বে দল গোবিন্দর পরিবারকে ক্ষতিপূরণের পরিমাণ দেওয়ার জন্য অনুরোধ করেন। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন আজসু এর তিল্লা পঞ্চায়েত সভাপতি ঘনশ্যাম মাহাতো, উত্তম কুমার, শ্যামল মাহাতো, অরুণ মাহাতো প্রমুখ।

নিয়ম মেনেও বাড়তি ব্যয় করতে পারবে ইইউ

বার্লিন ঃ বাজেট ঘাটতি ও ঋণের ভার সামলেও ইউরোপীয় ইউনিয়নের সদস্য দেশগুলি সরকারি বিনিয়োগ ও সংস্কারের পথে এগোতে পারবে। মতপার্থক্য কাটিয়ে ২৭টি দেশ অবশেষে এ বিষয়ে ঐকমত্যে পৌঁছেছে। চলতি বছর শেষ হবার আগেই ইউরোপীয় ইউনিয়ন বেশ কয়েকটি বিতর্কিত বিষয়ে ঐকমত্য অর্জন করতে সফল হয়েছে। শরণার্থী ও অভিবাসন সংক্রান্ত সাধারণ নীতির পর এবার বাজেট ও সরকারি ব্যয়ের প্রশ্নেও মতপার্থক্য দূর হলো। সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে ২৭টি সদস্য দেশ প্রায় দুই দশক পুরানো আর্থিক কাঠামোর সংস্কার করতে রাজি হয়েছে। ফলে একাধিক সংকটের এই সময়ে সরকারি ঋণের ভার কমানোর জন্য সদস্য দেশগুলি আরো সময় পাবে। অন্যদিকে বাজেটের ভারসাম্য বজায় রেখেও আরো সরকারি বিনিয়োগে উৎসাহ দেওয়া হচ্ছে। করোনা মহামারির ধাক্কা সামলাতে বিশ্বের অনেক প্রান্তের মতো ইউরোপীয় ইউনিয়নকেও বিশাল অংকের ব্যয়ভার বহন করতে হয়েছে। ইউক্রেন যুদ্ধও পরিস্থিতি স্বাভাবিক হতে দিচ্ছে না। নিরাপত্তা ও প্রতিরক্ষা খাতে ব্যয় বেড়ে চলেছে। তার উপর জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলা করতে জ্বালানি ও শিল্পক্ষেত্রে বিশাল পরিবর্তনের পথে অগ্রসর হচ্ছে এই রাষ্ট্রজোট। ফলে সরকারি ব্যয় কাঠামোর সংস্কার অপরিহার্য হয়ে পড়েছিল। বুধবার ইইউ অর্থমন্ত্রীরা সেই বিষয়ে ঐকমত্যে আসতে পেরেছেন। এবার ইউরোপীয় পার্লামেন্টের অনুমোদন পেলেই নতুন এই কাঠামো কার্যকর হবে। সে ক্ষেত্রে ২০২৫ সাল থেকে ইইউ সদস্য দেশগুলি নতুন শর্ত মেনে সরকারি ব্যয় করতে পারবে। নতুন নিয়মের আওতায় সদস্য দেশগুলিকে বাজেট ঘাটতি ও সরকারি ঋণের গড় মাত্রার সীমা স্থির করে দেওয়া হয়েছে। জার্মানির নেতৃত্বে মূলত ইউরোপের উত্তরের দেশগুলি এ ক্ষেত্রে কোনো রকম আপোশ মানতে রাজি নয়। অন্যদিকে ফ্রান্সের নেতৃত্বে দক্ষিণের দেশগুলি বেশ কিছু ছাড় আদায় করতে সমর্থ হয়েছে। ফলে আগের মতো কড়া নিয়ম মেনে প্রতি বছর আর বাজেট ঘাটতির সীমা মেনে চলতে হবে না। চার থেকে সাত বছরের মধ্যে স্থিতিশীলভাবে ঘাটতি মেটালেই চলবে। কোনো দেশ সাহসী সংস্কার চালালে ও সরকারি বিনিয়োগের মাত্রা বাড়ালে সেই সময়সীমা আরো বাড়ানোর সুযোগও থাকছে। মূলত ইটালি এমন ছাড়ের দাবি করেছিল। ফ্রান্সের অনুরোধ মেনে সরকারি বিনিয়োগের কারণে ঋণ বাবদ সুদের অংক ২০২৭ পর্যন্ত ব্যয়ের হিসেবের বাইরে রাখা হচ্ছে। তাছাড়া ইউক্রেনের উপর রাশিয়ার হামলার পরিপ্রেক্ষিতে প্রতিরক্ষা খাতে বাড়তি ব্যয়কে আলাদাভাবে বিবেচনা করা হবে। প্রায় দুই বছরের আলাপ আলোচনা, তর্কবিতর্ক ও দরকষাকষির পর এই সংস্কারের ফলে সব পক্ষই সন্তুষ্টি প্রকাশ করেছে। ফ্রান্সের অর্থমন্ত্রী ব্রুনো ল্য মেয়ার এই বোঝাপড়াকে 'ঐতিহাসিক' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

সম্পাদকীয়

প্রবল খাদ্যসংকটের দিকে এগোচ্ছে গাজা ঃ জাতিসংঘ

বৃহস্পতিবার জাতিসংঘের একটি রিপোর্টে এই আশঙ্কা প্রকাশ করা হয়েছে। গাজার ২৩ লাখ মানুষ এই সংকটের পথে। বৃহস্পতিবার জাতিসংঘের ইন্টিগ্রেটেড ফুড সিকিওরিটি ফেস ক্লাসিফিকেশন (আইপিসি) একটি রিপোর্ট প্রকাশ করেছে। তাতে বলা হয়েছে, গাজা স্ট্রিপের ২৩ লাখ মানুষ এখনই খাদ্যাভাবে ভুগছেন। এমন পরিস্থিতি যদি চলতে থাকে, তাহলে অদূর ভবিষ্যতে সেখানে প্রবল খাদ্যসংকট তৈরি হওয়ার আশঙ্কা তৈরি হবে। বস্তুত, জাতিসংঘ একটি নির্দিষ্ট তারিখ জানিয়ে দিয়েছে তাদের রিপোর্টে। বলা হয়েছে, ৭ ফেব্রুয়ারির মধ্যে গাজায় পরিমাণমতো খাদ্যদ্রব্য পাঠাতে না পারলে খাদ্যসংকট তৈরি হবে। ক্ষুধাসূচকের স্কেলে পাঁচটি ধাপ আছে। ৭ ফেব্রুয়ারি তা সর্বোচ্চ স্তরে

পৌঁছাবে। আইপিসি জানিয়েছে, এত পরিমাণ মানুষ এমন খাদ্যসংকটে এর আগে কখনো পড়েনি। তাদের বক্তব্য, অপুষ্টির সমস্যা প্রবলভাবে দেখা যাচ্ছে গাজায়। এই পরিস্থিতি এগোতে দিলে তবেই খাদ্যসংকট তৈরি হবে। গাজা নিয়ে নিরাপত্তা পরিষদে ভোটাভুটি আরো পিছিয়েছে। বৃহস্পতিবারও ভোট হয়নি। শুক্রবার ভোটাভুটি হতে পারে। কূটনৈতিক সূত্র জানিয়েছে, ভোটাভুটির আগে যে সিদ্ধান্তের খসড়া তৈরি হয়েছে, তা নিয়ে সকলে এখনো ঐক্যমত্য হতে পারেননি। অ্যামেরিকা বার বার লেখায় বদল আনতে চাইছে। চেষ্টা হচ্ছে, সর্বসম্মত সিদ্ধান্তের খসড়া তৈরি করে ভোটাভুটির দিকে এগোনোর। বাকি দেশগুলিও নিজেদের সরকারের সঙ্গে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত জানাবে। আপাতত যে খসড়া তৈরি হয়েছে, সেখানে গাজায় মানবিক সাহায্য পাঠানোর রাস্তা বাড়ানোর কথা বলা হয়েছে। বস্তুত, অ্যামেরিকা, সংযুক্ত আরব আমিরাত এবং মিশরের মধ্যে খসড়া নিয়ে সবচেয়ে বেশি বাদানুবাদ হয়েছে বলে জানা গেছে। পেন্টাগন জানিয়েছে, ২০টিরও বেশি দেশ লোহিত সাগরের নিরাপত্তার জন্য তৈরি সাম্প্রতিক গোষ্ঠীতে যোগ দিতে রাজি হয়েছে। হুতি সন্ত্রাসীদের হাত থেকে পণ্যবাহী জাহাজ বাঁচাতে এই গোষ্ঠী তৈরি করা হয়েছে। লোহিত সাগরে নতুন করে তারা নিরাপত্তার ব্যবস্থা করবে। বস্তুত, এই মুহূর্তে অধিকাংশ জাহাজ লোহিত সাগর এবং সুয়েজ খালের রাস্তা এড়িয়ে আফ্রিকা ঘুরে ইউরোপ থেকে এশিয়ায় যাতায়াত করছে। এতে বিপুল পরিমাণ ক্ষতি হচ্ছে। দ্রুত এই রাস্তা বদলে আবার সুয়েজের রাস্তায় বাণিজ্যের ব্যবস্থা করতে চাইছে অ্যামেরিকাসহ ইউরোপের একাধিক দেশ। সে জন্যই নতুন এই গোষ্ঠী তৈরি করা হয়েছে। এর আগে ৩ ডিসেম্বর তিনটি মার্কিন পণ্যবাহী জাহাজের উপর আক্রমণ চালিয়েছিল হুতি সন্ত্রাসীরা। তারপরেই ওই রাস্তা এড়িয়ে চলতে শুরু করেছে জাহাজগুলি।

জানা অজানা

ইউক্রেনঃ রাশিয়ার সাথে যুদ্ধের ফলে স্বাস্থ্য ব্যবস্থা প্রবল চাপের মুখে

ইউক্রেন যখন যুদ্ধের মধ্যে দ্বিতীয় বারের মত শীতকালের দ্বারপ্রান্তে, তখন বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেছে, দেশটির জনস্বাস্থ্য ব্যবস্থা ব্যাপক চাপের মধ্যে পড়বে। লাখ লাখ বেসামরিক নাগরিক সামনের দীর্ঘ, তীব্র শীতে নিজেদের নিরাপদ ও উষ্ণ রাখার চেষ্টা করছে।

ইউক্রেনের ডব্লিউএইচও প্রতিনিধি ইয়ার্নো হাবিট বলেন, ইউক্রেনে রুশ ফেডারেশনের আগ্রাসনের পর থেকে আমরা জনস্বাস্থ্যের ওপর এর প্রভাব এবং রোগের প্রকোপ বৃদ্ধি পেতে দেখছি।

তাই যুদ্ধ আজ শেষ হলেও ইউক্রেন জুড়ে লাখ লাখ মানুষের স্বাস্থ্য সমস্যা বাড়বে'', তিনি বলেন। তিনি আরও বলেন, বিশেষ করে শিশু ও বৃদ্ধরা ভুগছে বেশি ''এবং চলমান যুদ্ধের মধ্যে শীতের কারণে কষ্ট পাচ্ছে।

রাশিয়া ২০২২ সালের ২৪ ফেব্রুয়ারি ইউক্রেন আক্রমণ করার পর থেকে, ১,৪০০'র বেশি হামলা স্বাস্থ্যসেবাকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে বলে ডব্লিউএইচও নিশ্চিত করেছে। এর ফলে অনেক বেসামরিক মানুষ হতাহতের ঘটনা ঘটেছে এবং দেশটির স্বাস্থ্য ব্যবস্থা উল্লেখযোগ্যভাবে ব্যাহত হয়েছে।

তিনি বলেন, ৫৫ হাজারের বেশি প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা কর্মীকে মানসিক স্বাস্থ্যের চাহিদা নিয়ে কাজ করার জন্য প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে এবং সেবা প্রদানের জন্য বিভিন্ন অঞ্চলে কমিউনিটি মানসিক স্বাস্থ্য কর্মীর দল উপস্থিত রয়েছে।

তিনি বলেন, পূর্ণ মাত্রার আক্রমণ শুরু হওয়ার পর থেকে আমরা দেখেছি, মানসিক স্বাস্থ্য, পুষ্টি এবং সেই সাথে টিকাদানের ওপর কী ধরনের প্রভাব যুদ্ধ ফেলেছে।''

ডব্লিউএইচও'র কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, ইউক্রেন টিকাদানে প্রতিরোধযোগ্য রোগের ক্ষেত্রে টিকাদানের হার খুবই কম। সামনের দীর্ঘ শীতে সংক্রামক রোগের প্রাদুর্ভাবের সাথে সাথে কার্ডিওভাসকুলার রোগ, ডায়াবেটিস, ক্যান্সার এবং শ্বাসকষ্টসহ অসংক্রামক রোগ থেকে উদ্ভূত সমস্যাগুলোর জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে।

সমকামীদের বিয়ে নিয়ে পোপের ঘোষণায় আফ্রিকান খৃষ্টানরা বিভক্ত

এস্প্রেস কুকি নামে পরিচিত নাইজেরীয় সক্রিয় কর্মী প্রমিস ওহিরির মঙ্গলবারের সকালটা ছিল অন্যরকম। আনন্দের একটি খবরে তাঁর ঘুম ভাঙে। পোপ ফ্রান্সিস এক নজিরবিহীন ঘোষণায় সমকামী যুগলদের আশীর্বাদ দেওয়ার অনুমতি দিয়েছেন ক্যাথলিক যাজকদের।

ওহিরি একজন ক্যাথলিক রূপান্তরকামী নারী। নিজের যৌন প্রবণতা নিয়ে তিনি মারাত্মক বৈষম্য ও প্রাণের হুমকির মুখে পড়েছেন। তিনি বলেছেন, এর চেয়ে ভাল খবর তিনি আশা করতে পারতেন না, তবে স্বীকৃতি মিললেও প্রতিরোধ আসবে।

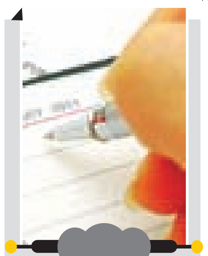

টিমোথি
প্রাবন্ধিক

তিনি জানান, বিষয়টা খুব সহজ হবে না। আমি একেবারে নিশ্চিত যে আফ্রিকার জনগণ অবশ্যই এর বিরুদ্ধে বিক্ষোভ দেখাবে। আমার মনে হয়, পোপের সিদ্ধান্তএলজিবিটিকিউ মানুষদের জন্য ভালো।

তবে, ভ্যাটিকানের এই ঘোষণাকে আফ্রিকার ধর্মীয় সংগঠনগুলি ভালভাবে গ্রহণ করবে বলে মনে হচ্ছে না। নাইজেরিয়াতে অন্তত একজন বিশপ এ নিয়ে উষ্মা প্রকাশ করেছেন।

ভ্যাটিকান বলেছে, এই আশীর্বাদদান বিয়ের অনুষ্ঠানের মতো হবে না। তাদের বক্তব্য, কেবল পুরুষ ও নারীর মধ্যে বিয়ে হতে পারে।

তবে, এই ঘোষণা আফ্রিকায় বিতর্কের জন্ম দিয়েছে। এই মহাদেশে সমকামিতাকে মূলত পাপ, ঘৃণ্য বিষয় বা পশ্চিমা আমদানি হিসেবে দেখা হয়।

নাইজেরিয়াতে সমলিঙ্গ সম্পর্কের কারণে ১৪ বছরের শাস্তি দেওয়া হয়।

পেন্টেকোস্টাল ফেলোশিপ অফ নাইজেরিয়ার ভাইস প্রেসিডেন্ট বিশপ জন প্রমিস ড্যানিয়েল বলেছেন, সমকামী বিয়ে ও আশীর্বাদ দান গ্রহণযোগ্য নয়।

পোপের বিবৃতি নিয়ে এখনও প্রতিক্রিয়া জানায়নি ক্যাথলিক চার্চ অফ নাইজেরিয়া। তবে বিশেষজ্ঞরা আগাম ধারণা করছেন যে, গির্জার কর্মকর্তারা সহমত নাও হতে পারেন এবং এই বিষয়ে ভিন্ন মত মেনে চলতে পারেন।

চলতি সপ্তাহে উগান্ডার এক আদালত পূর্ব আফ্রিকার এই দেশের কঠোর এলজিবিটিকিউবিরোধী আইনকে চ্যালেঞ্জ করা একটি মামলার শুনানি শুরু করেছে। এই আইনে সমকামী যৌনতার শাস্তি হিসেবে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেওয়া হয়।

ওহিরির মতো সক্রিয়বাদীরা বলেন, সমকামিতার বিরুদ্ধে নাইজেরিয়ার আইন বাতিল করা হবে কিনা তা নিয়ে তাঁরা সন্দিহান, তবে পোপের এই ঘোষণা সঠিক দিকেই একটি পদক্ষেপ।

শতবর্ষে বেঙ্গল প্যাক্ট ঃ সাম্প্রদায়িকতা ও বাঙালির আত্মবীক্ষণ

তায়েব মিল্লাত হোসেন

ঐতিহাসিক বেঙ্গল প্যাক্ট বা বাংলা চুক্তির শতবর্ষ এবার। এ সময়ে বাঙালির সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি কোন অবস্থায় আছে? অসাম্প্রদায়িক চেতনায় স্বাধীন হওয়া বাংলাদেশে মোটাদাগে পরিস্থিতি কেমন?

ভারতীয় উপমহাদেশে বাঙালির যে আবাসভূমি, সেখানে একদিকে পশ্চিমবঙ্গ, অন্যদিকে বাংলাদেশ। দুই বাংলার মাঝ দিয়ে চলে গেছে ২২০০ কিলোমিটারেরও বেশি সীমান্তরেখা। বাঙালিদের এই যে আলাদা মানচিত্র, ইংরেজদের বিভাজন এবং শাসন (ডিভাইড অ্যান্ড রুল) নীতি থেকেই এর সূত্রপাত। প্রশাসনিক কাজের সুবিধার দোহাই দিয়ে ১৯০৫ সালে বাংলা ভাগ করে তারা। এর বিরোধিতায় নামে একটি পক্ষ। আর বিভাজনের পক্ষে অবস্থান নেয় অন্য গোষ্ঠী।

বঙ্গভঙ্গবিরোধী আন্দোলনই এক সময় এসে সফল হয়। ১৯১১ সালে আবার অবিভাজ্য বাংলা ফিরে আসে কলকাতার বুকে। পূর্ব বাংলা ও আসাম নিয়ে ঢাকার যে নবযাত্রা, তা ছয় বছরেই থেমে যায়। তাই বঙ্গভঙ্গের জের ধরেই বলা যায়, বাঙালি হিন্দু, আর বাঙালি মুসলমান রাজনীতিতে দু'টি পথবেছে নেয়। এতে করে বাঙালির যে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বহমান ছিল সমাজে, তাতেও যেন চিড় ধরে। 'হিন্দু নেতা', 'মুসলিম নেতা' সেজে ফায়দার রাজনীতিও হয়ে যায় সহজতর। বিশ শতকের সেই সময়ে এই সোজা পথই বেছে নেন বেশিরভাগ রাজনীতিক। বিভক্তি, বিভাজন উসকে দিতে থাকে দাঙ্গাফ্যাসাদ।

'বাঙালির হাতে বাঙালির রক্ত ঝরা' এই রাজনীতি মেনে নিতে পারছিলেন না দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ। তার ভাবনা ছিল আরো বিস্তৃত। প্রথমত, স্বদেশবাসীর একতার মাধ্যমে ব্রিটিশ বিতাড়ন দ্বিতীয়ত, শিক্ষাসংস্কৃতিঅর্থনীতিরাজনীতিতে পিছিয়ে পড়া বাঙালির বড় একটি অংশকে টেনে তোলার চিন্তা।

এ প্রসঙ্গে 'দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন' গ্রন্থে হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত লিখেছেন, ''তিনি (চিত্তরঞ্জন) মনে করিতেন, হিন্দুমুসলমানের সমবেত শক্তিবলে ব্যুরোক্রেসিকে আক্রমণ করিলে উহাকে পর্যদুস্ত করা যাইবে। কিন্তু যতদিন পর্যন্ত উভয় সম্প্রদায়ের বিদ্বেষভাব দূরীভূত না হইবে তা সম্ভব নয়।''

একতা ও সমতার মাধ্যমে বাংলার অগ্রযাত্রার বীজ বপন করতে চেয়েছিলেন স্বরাজ পার্টির প্রতিষ্ঠাতা চিত্তরঞ্জন দাশ। এমন এক সময় একতার ধারণা নিয়ে তার কাছে যান তখনকার অন্যতম কংগ্রেস নেতা মৌলভী আবদুল করিম। এভাবেই ১৯২৩ সালের ১৬ ডিসেম্বর এটি স্বরাজ পার্টির অনুমোদন পায়। ১৮ ডিসেম্বর বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেসের সভায়ও অনুমোদিত হয় চুক্তিটি। কিন্তু কেন্দ্রীয় কংগ্রেস তা প্রত্যাখ্যান করে। চুক্তির বিরোধিতা করেন বাংলার অনেক কংগ্রেস নেতাও। তবু বেঙ্গল প্যাক্ট বাস্তবায়নে অটল ছিলেন চিত্তরঞ্জন। ১৯২৪ সালের জুন মাসে সিরাজগঞ্জে অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস সম্মেলনে চুক্তিটির শর্তগুলো অনুসমর্থন করাতে সক্ষম হন। কিন্তু ১৯২৫ সালের জুনে দেশবন্ধুর অকালপ্রয়াণে হিন্দুমুসলমান একতার উদ্যোগ থেমে যায়। পিছু হটে যান তার অনুসারীরাও। ১৯২৬ সালে বাংলার কংগ্রেস আনুষ্ঠানিকভাবে বাতিল করে দেয় বেঙ্গল প্যাক্ট।

এর কারণ ব্যাখ্যা করলেন বেঙ্গল প্যাক্ট নিয়ে পিএইচডি করা উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (খুলনা)'র উপপরিচালক ড. প্রদীপ কুমার মন্ডল। ডয়চে ভেলেকে তিনি বলেন, দেশবন্ধু চিত্তঞ্জন দাশের প্রয়াণের কারণে হিন্দুমুসলিম দুই সম্প্রদায়ের কাছে গ্রহণযোগ্য বড় নেতা আর বাংলায় তখন ছিলেন না। এ শূন্যতার কারণে বেঙ্গল প্যাক্ট আর আলোর মুখ দেখেনি। পরবর্তীতে নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু গ্রহণযোগ্য জাতীয়তাবাদী নেতায় পরিণত হন। কিন্তু তিনিও অকালে হারিয়ে যান। তিনি যদি অন্তর্ধান থেকে ফিরে এসে বাংলার হাল ধরতেন, তবে ইতিহাস অন্যরকম হতো বলে তিনি মনে করেন।

এখন বেঙ্গল প্যাক্টের কোনো প্রাসঙ্গিকতা আছে কিনা জানতে চাইলে ব্রিটিশ বাংলার রাজনীতির ইতিহাস গবেষক ড. প্রদীপ কুমার মন্ডল বলেন, ''বাংলাদেশ, ভারতসহ অনেক দেশেই ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতার উত্থান দেখা যাচ্ছে। এই উগ্রপন্থা দূর করতে হলে বেঙ্গল প্যাক্ট বাস্তবায়ন জরুরি।'' কারণ, সাম্প্রদায়িক উসকানিমূলক বিষয়গুলো দূর করার কথা এতে বলা হয়েছে। বেঙ্গল প্যাক্ট বাস্তবায়ন করতে পারলে পৃথিবী থেকে সাম্প্রদায়িক ভেদাভেদ দূর হবে এবং মানবভ্যতার উন্নয়ন হবে বলে তিনি মনে করেন।

যা ছিল বেঙ্গল প্যাক্টে

বাংলাদেশের জাতীয় জ্ঞানকোষ বাংলাপিডিয়ায় বেঙ্গল প্যাক্টের শর্তগুলো সম্পর্কে বলা হয়েছে ঃ

১. বঙ্গীয়আইন সভায় প্রতিনিধিত্ব পৃথক নির্বাচকমন্ডলীর মাধ্যমে জনসংখ্যার ভিত্তিতে নির্বাচনের মাধ্যমে নির্ধারিত হবে।

২. স্থানীয় পরিষদসমূহে প্রতিনিধিত্বের অনুপাত হবে সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের শতকরা ৬০ ভাগ এবং সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের শতকরা ৪০ ভাগ।

৩. সরকারি চাকরির শতকরা পঞ্চান্ন ভাগ পদ পাবে মুসলমান সম্প্রদায় থেকে। যতদিন ঐ অনুপাতে না পৌঁছানো যায়, ততদিন মুসলমানরা পাবে শতকরা আশি ভাগ পদ এবং বাকি শতকরা কুড়ি ভাগ পাবে হিন্দুরা।

৪. কোনো সম্প্রদায়ের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের ৭৫ শতাংশের সম্মতি ব্যতিরেকে এমন কোনো আইন বা সিদ্ধান্ত উপস্থাপন করা যাবে না, যা ঐ সম্প্রদায়ের সঙ্গে স্বার্থের পরিপন্থি।

৫. মসজিদের সামনে বাদ্যসহকারে শোভাযাত্রা করা যাবে না।

৬. আইন সভায় খাদ্যের প্রযোজনে গোজবাই সংক্রান্ত কোনো আইন প্রণয়নের উদ্যোগ নেওয়া হবে না এবং আইন সভার বাইরে দুটি সম্প্রদায়ের মধ্যে সমঝোতা আনার প্রচেষ্টা চালানো অব্যাহত থাকবে। এমনভাবে গরু জবাই করতে হবে যেন তা হিন্দুদের দৃষ্টিতে পড়ে তা ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত না করে। ধর্মীয় প্রযোজেনে গরু জবাইয়ের ব্যাপারে কোনো হস্তক্ষেপ করা যাবে না।

একদিকে শঙ্কা, অন্যদিকে ভোটব্যাংক

দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন সামনে রেখে সাম্প্রদায়িক সহিংসতা প্রতিরোধে উদ্যোগ নেয়ার জন্য নির্বাচন কমিশনের প্রতি আহ্বান জানিয়ে রেখেছে বাংলাদেশ হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ এবং সম্প্রীতি বাংলাদেশ। কেউ যেন রাজনৈতিক সুবিধার জন্য সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে ব্যবহার না করে, সে বিষয়েও সতর্ক করেছে তারা।

সংখ্যালঘুদের ঘিরে এমন রাজনীতি চলে আসছে পশ্চিমবঙ্গেও। সেখানে 'ভোটব্যাংক' মুসলমানদের সুসময় আসে নির্বাচন ঘনিয়ে এলে। এমন বিবরণ দিয়ে 'কেমন আছে পশ্চিমবঙ্গের মুসলমান' বইয়ে মিলন দত্ত লিখেছেন, ''কোনো সম্প্রদায়ের গায়ে ভোটব্যাংক ছাপ লেগে যাওয়াটা যে কত বড় অপমানের, সেটা বোধ হয় তাঁরা (নেতৃবৃন্দ) ভেবে দেখেননি।''

রাজনীতির সুবিধার জন্য ধর্মের ব্যবহার, ক্ষমতার স্বার্থে ধর্মীয় বিভাজন উসকে দেওয়া বাংলায় এর বিস্তার বিশ শতকের গোড়া থেকে শুরু। ক্ষমতা কাঠামো নিজেদের পক্ষে রাখতে সেই সময়ে এই অঞ্চলে সাম্প্রদায়িক বিভেদ তৈরির নেপথ্য কারিগর ধরা হয় ইংরেজ শাসকদের। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে ব্যবহার করে ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলন প্রতিহত করার কৌশলও তারা নিয়েছিল। এ প্রসঙ্গে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক অধ্যাপক ড. শরীফ উদ্দিন আহমেদ ডয়চে ভেলেকে বলেন, ইংরেজরা আসার আগে বাংলা অঞ্চলে সাম্প্রদায়িক বিভাজন বলে কিছু ছিল না। যুগ যুগ ধরে বাঙালি মিলেমিশে ছিল। অসাম্প্রদায়িকতার মধ্য দিয়ে বাংলা এগিয়ে ছিল বলেই ইউরোপের লোকেরাও এখানে বসতি স্থাপন করেছিল।

নির্বাচনকে কেন্দ্র করে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের শঙ্কা নিয়ে ইতিহাসবিদ ড. শরীফ উদ্দিন আহমেদ বলেন, ''এই বিষয়ে রাষ্ট্রকাঠামোকে সজাগ হতে হবে। তাদের উদ্যোগে সবাইকে নিরাপত্তাবলয়ে নিয়ে আসতে হবে।'' সুশীল সমাজের প্রভাব এখন কম, তাই সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি নিশ্চিতে রাজনীতিকদের বড় ভূমিকা রাখা প্রয়োজন বলে তিনি মনে করেন।

সাময়িকী

রিল সেলফির ভার্চুয়ালে কাটছে পৃথিবীর মায়া

রিলসের নেশায় প্রাণ গেল তিন নাবালকের। রেলসেতুতে শুটিংয়ে মগ্ন ছিল তারা। দ্রুত বিখ্যাত হওয়ার তাড়নাতেই এই পরিণতি?

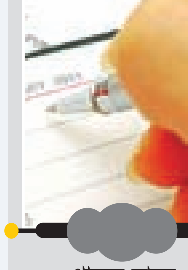

পায়েল সামন্ত
প্রাবন্ধিক

মুর্শিদাবাদের সুতি থানার ফিডার ক্যানেলের উপর আহিরণ সেতু। কিছুদিন আগে এই সেতুটির সংস্কার করেছেন রেল কর্তৃপক্ষ। তারপর থেকেই স্থানীয়দের মধ্যে সেতুর উপর রিল তৈরির হিড়িক লেগেছে। এর পরিণতি হল মর্মান্তিক।

ক্যানেলের উপর সূর্যাস্তের দৃশ্য খুবই মনোরম। তার রিল তৈরি করে সোশ্যাল মিডিয়ায় দিতে চেয়েছিল পাঁচ বন্ধু। বুধবার বিকেলে তারা সেতুর উপরে ওঠে। সাড়ে তিনটে নাগাদ সেই লাইন দিয়ে ফরাক্কাগামী একটি পণ্যবাহী ট্রেন চলে আসে। এই ট্রেনের ধাক্কায় মারা যায় আমাউল শেখ (১৪), রিয়াজ শেখ (১৬) ও সামিউল শেখ (১৭)। ছিন্নভিন্ন দুটি দেহ পড়েছিল লাইনে। ধাক্কার জেরে একজনের দেহ গিয়ে পড়ে নীচের খালে। গুরুতর জখম রোহিত শেখ ও আকাশ শেখ নামে দুই কিশোর। প্রত্যেকেই একই ইংরেজি মাধ্যম স্কুলের ছাত্র।

রোহিতের বাবা সুমন শেখ বলেন, কিছুদিন ধরে মোবাইলে আসক্তি খুবই বেড়ে গিয়েছে ছেলেটার। বারবার বারণ করলেও কথা শোনে না। এ নিয়ে প্রবল অশান্তি হয়েছে। রিলস বানাতে গিয়ে ওর বন্ধুরা ট্রেনে কাটাই পড়ে গেল। এলাকায় পুলিশের নজরদারি বাড়ানো উচিত। পূর্ব রেলের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক কৌশিক মিত্র বলেন, অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা। অভিভাবকদেরও এ ব্যাপারে সতর্ক থাকা উচিত। রিল আর রিয়েল লাইফ এক নয়।

হাতে হাতে মোবাইল ফোন। আনলিমিটেড ডেটা সংযোগ। এই দুইয়ের যুগলবন্দিতে এখন ভার্চুয়াল দুনিয়া চলে এসেছে মুঠোয়। সেলফি থেকে রিলের মাধ্যমে নিজের ছবি সমাজ মাধ্যমে তুলে ধরা নানা বয়সের মানুষের প্রিয় বিনোদন। এই ছবি আকর্ষণীয় করে তোলার দৌড়ে প্রাণও চলে যাচ্ছে। বুধবার মুর্শিদাবাদের ঘটনা তারই জ্বলন্ত উদাহরণ। দেশজুড়ে এমন কত ঘটনা সামনে আসে। গত জুলাইয়ে উত্তর ২৪ পরগনার এক দম্পতি ইনস্টাগ্রাম রিলের জন্য দামি মোবাইল কেনার পরিকল্পনা করেন। টাকা জোগাড় করতে তারা নিজেদের আট মাসের শিশুসন্তানকে বিক্রি করে দেন! সেলফি তুলতে গিয়ে ছাদ থেকে পড়ে মৃত্যু। জোরে বাইক ছুটিয়ে সেতু থেকে মরণঝাঁপ। রেলপথ বা সড়কে দাঁড়িয়ে ছবি তুলতে গিয়ে দুর্ঘটনা। এমন নানা খবর নজর কাড়ে মাঝেমধ্যে। জাতীয় স্তরে এই সংক্রান্ত কোনও সমীক্ষা হয়নি। তবে কোনও কোনও রাজ্যের পরিসংখ্যান বলছে, সেখানে গত কয়েক বছরে এই জাতীয় ঘটনার সংখ্যা অনেকটাই বেড়েছে। যেমন উত্তরাখণ্ডে রেলপথে সেলফিরিল তৈরির নেশায় দুর্ঘটনা ৬৩ শতাংশ বেড়েছে।

এই পরিস্থিতির জন্য অনেকে দায়ী করছেন যথাযথ শিক্ষার অভাবকে। সাহিত্যিক সুকান্ত গঙ্গোপাধ্যায় বলেন, ঠিকঠাক শিক্ষা ও চেতনার অভাবে এ ধরনের ঘটনা বাড়ছে। খুব সহজে জনপ্রিয়তা পাওয়ার, নিজের মুখকে চেনানোর তাগিদে মানুষ এসব করছে। যোগ্যতা বা গুণের ঘাটতি যেখানে, সেখানে এই তাড়না বেশি। কিন্তু মুর্শিদাবাদে নিহত ও আহত কিশোররা প্রত্যেকেই কৃতী ছাত্র, পড়াশোনায় ভালো বলেই জানাচ্ছেন পরিজনরা। শুধু শিক্ষার মানদণ্ড দিয়ে এই প্রবণতার ব্যাখ্যা মিলছে না। স্থানীয় বিধায়ক, সাবেক মন্ত্রী জাকির হোসেন বলেন, একই সমস্যায় ভুগছে সব পরিবার। ওই সেতুর উপর ভিডিও করা নেশা হয়ে দাঁড়িয়েছে। পুলিশকে বলেছি নজরদারি বাড়াতে। কিন্তু এতো বড় দেশে শুধু নজরদারিতে এই সমস্যা মেটে না, প্রয়োজন মানসিকতা বদলের। এমনটাই মত বিশেষজ্ঞদের। রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাবিজ্ঞানের বিভাগীয় প্রধান সুব্রত সাহা ডয়চে ভেলেকে বলেন, আমার পরিবার, বন্ধু, পরিচিত মহলে আমি ততটা গুরুত্ব বা স্বীকৃতি পাচ্ছি না, তাই কি নিজের প্রচার করতে চাইছি? আমি নিজেকে গড়ে তুললাম না, তার আগেই প্রকাশ করতে মরিয়া হয়ে উঠছি, এই মানসিকতা সমস্যা তৈরি করছে। চলচ্চিত্র ও বিনোদনের জগৎ তৈরি করে তারকাদের। ক্যামেরার সামনে দাঁড়িয়ে বিশ্ব জনতার মুখোমুখি হন শিল্পীরা। এখন সেই ক্যামেরা সাধারণের হাতে, প্রস্তুত সোশ্যাল মিডিয়ার মঞ্চ। তাই পাঁচ দশক আগে যে নাবালককে সেলিব্রেটি করেছিল সিনেদুনিয়া, তিনি আজকের পরিস্থিতিতে বিস্মিত। সেই 'শ্রীমান হংসরাজ' ওরফে অরিন্দম গঙ্গোপাধ্যায় ডয়চে ভেলেকে বলেন, এখন চটজলদির যুগ। সবাই তাড়াতাড়ি বিখ্যাত হতে চায়। চর্চা, সাধনার ধারণা চলে যাচ্ছে। বিনা পরিশ্রমে আমার ঘনিষ্ঠ মহলে যদি পরিচিতি পাওয়া যায়, কিছু টাকা মেলে, সেটা করতে মানুষ উৎসাহী হচ্ছে।

পাঠকের চিঠি

কাশ্মীরে সন্ত্রাসবাদীদের গুলিতে নিহত পাঁচ সেনা

কাশ্মীরে 'সন্ত্রাসবাদীদের' বিরুদ্ধে অভিযান চালাচ্ছিল সেনা। বৃহস্পতিবার রাতে ডেরা কি গলিতে এই ঘটনা ঘটে। সেনার তরফ থেকে জানানো হয়েছে, কাশ্মীরের রাজৌরি পুঞ্চ এলাকার ডেরা কি গলিতে সেনার গাড়ি যখন যাচ্ছিল, তখন 'সন্ত্রাসবাদীরা' গুলি চালায়। বুধবার রাত থেকে এই অঞ্চলে অভিযানে নেমেছিল তারা। সেই অভিযান এখনো চলছে। গুলির লড়াই অব্যাহত আছে। সেনাবাহিনী জানিয়েছে, 'সন্ত্রাসবাদীদের' গুলিতে পাঁচজন সেনার মৃত্যু হয়েছে। প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র জানিয়েছেন, সূত্র খবর দিয়েছিল, সেখানে জঙ্গিরা আছে। সেইমতো সেনা ও পুলিশের যৌথ অপারেশন শুরু হয়। অপারেশন চলছে। গত মাসে রাজৌরির কালাকোটেতে অপারেশন চালাবার সময় পাঁচজন সেনার মৃত্যু হয়েছিল। গত কয়েক মাস ধরে রাজৌরিপুঞ্চ এলাকায় 'সন্ত্রাসবাদীদের' সঙ্গে সেনা ও পুলিশের একাধিক সংঘর্ষ হয়েছে। এলাকাটিকে 'সন্ত্রাসবাদীদের হটবেড' বলে চিহ্নিত করেছে নিরপত্তা বাহিনী। গত এপ্রিল ও মে মাসে এই এলাকাতেই ১০ জন সেনা জওয়ান মারা গেছিলেন। ২০২১ এর পর থেকে এই এলাকা শান্ত ছিল। কিন্তু ২০২৩এ এই এলাকা রীতিমতো অশান্ত হয়ে ওঠে। গত দুই বছরে কাশ্মীরে সন্ত্রাসবিরোধী অপারেশনের সময় ৩৫ জন সেনার মৃত্যু হয়েছে। দেশে শান্তি কবে ফিরবে।

রূপা রায়,রাঁচি

স্বত্বাধিকারী, মুদ্রক, প্রকাশক, সম্পাদক ঃ রজত কুমার গুপ্তা, দ্বারা এচ.আই. ২৫৪, হরমু হাউসিং কলোনী, রাঁচি-৮৩৪০০২ থেকে প্রকাশিত এবং বৃন্দা মিডিয়া পাবলিকেশন প্রা.লি. চিরৌন্দী, বোড়েয়া রোড রাঁচি থেকে মুদ্রিত। নির্বাহী সম্পাদক ঃ আদিত্য কুমার চ্যাটার্জ্জী* ফোন ঃ ০৬৫১২২৪৪৬০৫, ফৈক্স ঃ ০৬৫১২২৪৪৫০৫ (*পীআরবী অধিনিয়ম অনুযায়ী খবরের চয়নের জন্য উত্তরদায়ী)
Printed, Published & Edited by Rajat Kumar Gupta and printed at Vrinda Media publication pvt.ltd, Chiraundi, Boraiya Road, Ranchi, Published at HI 254, Harmu Housing Colony, Harmu Road, Ranchi-834001, Jharkhand, : Executive Editor :Aditya Kumar Chatterjee * Phone : 0651-2244555, 0651-2244505 (*Responsible for news as per PRB Act) RNI Registration : JHABEN 00015 email-rashtriyokhobor@gmail.com www.rashtriyakhabar.com

সাংবাদিক ও প্রকাশকদের জন্য ২১ ডিসেম্বর একটি ঐতিহাসিক দিন ঃ প্রীতম ভাটিয়া

অনিশা গোরাই

জামশেদপুর ঃ অল ইন্ডিয়া স্মল অ্যান্ড মিডিয়াম জার্নালিস্ট ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের জাতীয় সাধারণ সম্পাদক প্রীতম সিং ভাটিয়া ২১ ডিসেম্বর ২০২৩ মিডিয়ার জন্য একটি ঐতিহাসিক দিন বলে বর্ণনা করেছেন। আমাদের জানানো যাক যে আজ কেন্দ্রীয় তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী অনুরাগ ঠাকুর টাইটেল রেজিস্ট্রেশনের জটিলতা তুলে ধরেছেন। ছোট ও মাঝারি মিডিয়া হাউস। প্রেস রেজিস্ট্রেশন আইন বাতিল করতে লোকসভায় নতুন সংশোধিত প্রেস রেজিস্ট্রেশন আইনের একটি বিল পেশ করা হয়েছে। এর সঙ্গে গত নির্বাচনে পশ্চিমবঙ্গে সাংবাদিক সহকর্মীদের ওপর হামলার কথা উল্লেখ করে তিনিও সাংবাদিকদের নিরাপত্তার ওপর জোর দেন।

এছাড়াও, সুপ্রিম কোর্ট আজ সংবিধানের ১৯ এবং ২২ অনুচ্ছেদের উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছে যে সাংবাদিকদের সংবাদের উৎস সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা যাবে না।সুপ্রিম কোর্ট সাংবাদিকদের স্বাধীনতা দেওয়ার কথা বলেছে। এ বিষয়ে অ্যাসোসিয়েশনের জাতীয় সাধারণ সম্পাদক প্রীতম সিং ভাটিয়া আনন্দ প্রকাশ করে বলেন, সাংবাদিকদের আত্মত্যাগের প্রতিদান দান হচ্ছে এবং আজকের দিনটি সাংবাদিক ও ক্ষুদ্র ও মাঝারি মিডিয়া হাউসের মালিকদের জন্য একটি ঐতিহাসিক দিন হিসেবে বিবেচিত হবে। ভাটিয়া বলেন, সাংবাদিকদের আবাসন, বীমা ও পেনশনের বিষয়টিও সরকারের বিবেচনা করা দরকার। অ্যাসোসিয়েশনের রাজ্য ইনচার্জ গণেশ মিশ্র বলেছেন যে রাজ্যগুলিকেও দেশে নেওয়া এই ঐতিহাসিক উদ্যোগ থেকে শিক্ষা নেওয়া দরকার।

জালিয়াতি করে অন্যের জমি দখল করা কিংবা হস্তগত করা দালালের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার হুমকি মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মার

রাজ্যের প্রতিটি সার্কেল অফিসের এলাকায় দালালের বিরুদ্ধে ব্যবস্থার ইঙ্গিত

সব্যসাচী শর্মা

গুয়াহাটি ঃ রাজ্যে অবৈধ ভাবে জমি দখল প্রক্রিয়া প্রতিরোধের ক্ষেত্রে এক নতুন ব্যবস্থা শুরু করা হবে বলে ইতিমধ্যে ঘোষনা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। তিনি জানিয়েছিলেন এই বিষয়টির ক্ষেত্রে এক বিস্তারিত পরিকল্পনা নিয়েছে সরকার। আসন্ন ২০২৪ সালে আনুষ্ঠানিক ভাবে এক্ষেত্রে সবিস্তার ঘোষণা করা হবে। তবে তার আগেই জমির দালালের ক্ষেত্রে ফের কঠোর স্থিতি নিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। বিশেষ করে জালিয়াতি করে অন্যের জমি দখল করা কিংবা অবৈধ ভাবে জমি হস্তগত করা দালালের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার হুমকি দিয়েছেন তিনি।

রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেওয়ার কিছুদিন পর থেকেই জমির দালালদের বিরুদ্ধে ব্যাপক সরব হয়ে উঠেছিলেন ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। এর পরবর্তীকালে মিশন বসুন্ধরা প্রকল্প শুরু হওয়ার পর থেকে জমি সংক্রান্ত বিষয়ে অত্যাধিক তৎপর হয়ে উঠেছে অসম সরকার। বিশেষ করে জমির দালাল, দুর্নীতিগ্রস্ত লাট মন্ডল, তথা বিভিন্ন জালিয়াতি কাণ্ডে জড়িত সার্কেল অফিসের কর্মচারীদের বিরুদ্ধে ব্যাপক অভিযান চালানো হয়েছে। রাজ্যজুড়ে বিভিন্ন অভিযানের মাধ্যমে ইতিমধ্যে বহু জমির দালাল কিংবা দুর্নীতিগ্রস্ত লাট মন্ডলকে গ্রেফতার করেছে সরকার। তবে মিশন বসুন্ধরা প্রকল্প দুই পর্যায়ে শেষ হওয়ার পর এবার ফের তৃতীয় পর্যায়ের মিশন বসুন্ধরা শুরু করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। এই মিশন বসুন্ধরা প্রকল্প অব্যাহত থাকার মধ্যেই দালাল এবং সার্কেল অফিসে কর্মরত দুর্নীতিগ্রস্ত সরকারি অফিসার কর্মচারীদের বিরুদ্ধে সরকারি শাস্তিমূলক প্রক্রিয়া একই সঙ্গে অব্যাহত রয়েছে।

প্রসঙ্গত গুয়াহাটি মহানগরের রয়েল গ্লোবাল ইউনিভার্সিটির এক অনুষ্ঠানে বৃহস্পতিবার অংশগ্রহণ মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। তাছাড়া মহানগরের পার্শ্ববর্তী এলাকা পলাশবাড়ীতে ভারত সংকল্প যাত্রা কার্যসূচিতে অংশগ্রহণ করেছেন তিনি। এরই মধ্যে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথোপকথনে মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা বলেন জালিয়াতি করে অন্যের জমি দখল করা কিংবা হস্তগত করা দালালের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে। কেউ নিজের স্বইচ্ছায় জমি বিক্রি করছে সে ক্ষেত্রে আপত্তি নেই। কিন্তু জালিয়াতি করে ভুয়া তথ্যের মাধ্যমে একজনের নামের জমি অন্যজনকে বিক্রি করে দেওয়া যে কোনো কান্ডে জড়িত দালালদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেবে সরকার। গুয়াহাটি মহানগরে ইতিমধ্যে জালিয়াতি করে জমি হস্তগত করা ব্যক্তি তথা দালালদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। এবার রাজ্যের প্রতিটি সার্কেল অফিসে এক্ষেত্রে পদক্ষেপ নেওয়া হবে। অর্থাৎ জমির ক্ষেত্রে যেকোনো ধরনের জালিয়াতি করা ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ নেওয়া হবে বলে স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা।

এদিকে মহানগরের পার্শ্ববর্তী এলাকা পলাশবাড়ীতে কেন্দ্রীয় সরকারের ভারত সংকল্প যাত্রা কার্যসূচিতে অংশগ্রহণ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। এই কার্যসূচি সম্পর্কে সাংবাদিকদের তিনি বলেন বিকশিত ভারত সংকল্প যাত্রা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির এক গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প। মন্ত্রী চন্দ্র মোহন পাটোয়ারী এবং স্থানীয় বিজেপি বিধায়কের সঙ্গে এই কার্যসূচিতে অংশ নিতে তিনি পলাশবাড়ীতে এসে উপস্থিত হয়েছেন। বিকশিত ভারত সংকল্প যাত্রার অধীনে মূলত বিভিন্ন সরকারি প্রকল্প গুলি সম্পর্কে আলোচনা করার পাশাপাশি এক্ষেত্রে সারা দেশ জুড়ে চর্চা, আলোচনা, জনসভা অব্যাহত রয়েছে। বিকশিত ভারত সংকল্প যাত্রার মাধ্যমে সাধারণ নাগরিক কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন প্রকল্প সম্পর্কে অবগত হওয়ার সুযোগ পাবেন। ফলে এক্ষেত্রে প্রত্যেককে জড়িত হয়ে অংশগ্রহণ করার জন্য অনুরোধ জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা।

করিমগঞ্জ লোকসভা কেন্দ্র নিয়ে কোনো ধরনের সমঝোতা না করার জন্য সর্বভারতীয় কংগ্রেসকে চিঠি প্রদেশ কংগ্রেসের

স্বাধীনতার পর থেকে করিমগঞ্জ কেন্দ্র কখনও কংগ্রেসের হাতছাড়া হয়নি বলে মন্তব্য বিধায়ক কমলাক্ষ্য দে পুরকায়স্থের

সব্যসাচী শর্মা

গুয়াহাটি ঃ একদিকে সর্বভারতীয় কংগ্রেস ২৮ টি দলের সঙ্গে ইন্ডিয়া মিত্র জোট গঠন করেছে। অন্যদিকে প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির নেতৃত্বে ১৫ টি রাজনৈতিক দলের বিরোধী ঐক্য মঞ্চ গঠন করা হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে রাজ্যের ১৪ টি লোকসভা কেন্দ্রের মধ্যে যেকোনো কেন্দ্র মিত্র জোটকে দিতে বাধ্য হতে পারে কংগ্রেস। তবে এক্ষেত্রে করিমগঞ্জ লোকসভা কেন্দ্রকে অত্যাধিক গুরুত্ব দিচ্ছে প্রদেশ কংগ্রেস। তবে শুধুমাত্র গুরুত্ব দেওয়া নয় অসাম প্রদেশ কংগ্রেসের তরফ করিমগঞ্জ লোকসভা কেন্দ্র নিয়ে কোনো ধরনের সমঝোতা না করার অনুরোধ জানিয়ে সর্বভারতীয় কংগ্রেসকে চিঠি পাঠানো হয়েছে। স্বাধীনতার পর থেকে করিমগঞ্জ কেন্দ্র কখনও কংগ্রেসের হাতছাড়া হয়নি বলে মন্তব্য করেছেন স্থানীয় বিধায়ক কমলাক্ষ্য দে পুরকায়স্থ।

প্রসঙ্গত অসম প্রদেশ কংগ্রেসের নেতৃত্বাধীন ১৫ টি রাজনৈতিক দলের বিরোধী ঐক্য মঞ্চ গঠন হওয়ার পর থেকেই করিমগঞ্জ লোকসভা কেন্দ্র ঘিরে অতিরিক্ত সতর্ক হয়ে উঠেছে দলটি। তবে বিরোধী ঐক্য মঞ্চের অন্যতম সহযোগী দল তৃণমূল কংগ্রেসের রাজ্য সভাপতি রিপুণ বরা ইতিমধ্যে ঘোষণা করেছেন মিত্র জোটের সহযোগী দল হিসাবে করিমগঞ্জ লোকসভা কেন্দ্রকে নিয়ে অবশ্যই দাবি জানানো হবে। মূলত করিমগঞ্জ লোকসভা কেন্দ্র থেকে সুস্মিতা দেবকে প্রার্থী হিসেবে প্রক্ষেপ করতে চাইছে তৃণমূল কংগ্রেস। তবে করিমগঞ্জ লোকসভা কেন্দ্র হাতছাড়া হওয়ার আশঙ্কা করে ইতিমধ্যে বরাক উপত্যকার কংগ্রেস নেতারা উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছেন। এমনকি দলটির করিমগঞ্জ এবং হাইলাকান্দি জেলা সভাপতি দুইজন এক্ষেত্রে আশংকা ব্যক্ত করায় তাদের আশ্বাস দিয়েছেন কংগ্রেস হাইকমান্ড। বিশিষ্ট আইনজীবী হাফিজ রশিদ আহমেদ চৌধুরী এরই মধ্যে কংগ্রেসের যোগদান করার পর তাকেই করিমগঞ্জ কেন্দ্র থেকে লোকসভা নির্বাচনের জন্য দলীয় টিকেট দেওয়ার পূর্ণ সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। অবশেষে এই বিষয়টি নিয়ে বৃহস্পতিবার সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময় প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করেছেন কংগ্রেস বিধায়ক কমলাক্ষ্য দে পুরকায়স্থ। তিনি বলেন এরই মধ্যে অসম প্রদেশ কংগ্রেস তরফের এআইসিসিকে আনুষ্ঠানিকভাবে চিঠি পাঠানো হয়েছে। এই চিঠির মূল উদ্দেশ্য করিমগঞ্জ লোকসভা কেন্দ্র দলের হাতছাড়া না

করা। স্বাধীনতার পর থেকে করিমগঞ্জ লোকসভা কেন্দ্র কোনদিনও কংগ্রেসের হাতছাড়া হয়নি। ফলে এই ব্যবস্থাই ভবিষ্যতে অব্যাহত থাকতে দেওয়া উচিত বলে মন্তব্য করেছেন তিনি। বিধায়ক কমলাক্ষ্য দে পুরকায়স্থ সর্বভারতীয় কংগ্রেস ইন্ডিয়া মিত্র জোটে রয়েছে। ফলে আসন বোঝাপড়া করার সময় কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব যাতে করিমগঞ্জ লোকসভা কেন্দ্রের বিষয়টি মনে রাখেন সেই উদ্দেশ্যেই এআইসিসিকে আনুষ্ঠানিকভাবে চিঠি পাঠানো হয়েছে বলে মতামত ব্যক্ত করেছেন তিনি।

প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার আদলে এবার রাজ্যে মুখ্যমন্ত্রী আবাস যোজনা শুরু করার সিদ্ধান্ত মন্ত্রিসভার বৈঠকে

এক্ষেত্রে এবার রাজ্যে অন্তর্ভুক্ত করা হচ্ছে এক লক্ষ ৩০ হাজার ঘর

সব্যসাচী শর্মা

গুয়াহাটি ঃ ইতিমধ্যে সারা ভারতবর্ষে অব্যাহত থাকা কেন্দ্রীয় সরকারের ঐতিহাসিক প্রকল্প প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা অত্যন্ত জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। কেন্দ্রীয় সরকারের এই জনপ্রিয় প্রকল্পের অধীনে সারা দেশজুড়ে বহু দরিদ্র ব্যক্তি নিজেদের ঘর পেয়েছেন। এবার প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার আদলে রাজ্যে শুরু হতে চলেছে মুখ্যমন্ত্রী আবাস যোজনা। মন্ত্রিসভার বৈঠকে এই প্রসঙ্গে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এবার মুখ্যমন্ত্রী আবাস যোজনার অধীনে এক লক্ষ ৩০ হাজার ঘর দেওয়ার ক্ষেত্রে ক্যাবিনেটে সিদ্ধান্ত হয়েছে বলে জানালেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী কেশব মহন্ত। অবশেষে রাজ্যের গৃহহীন ব্যক্তিদের জন্য সুখবর নিয়ে এসেছেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। মহানগরের দিশপুর স্থিত অসম সচিবালয়ের লোকসেবা ভবনে বৃহস্পতিবার এক গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রিসভার বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। মন্ত্রিসভার বৈঠকের পর সেখানের মিডিয়া হলে আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে ক্যাবিনেটে দেওয়া যাবতীয় সিদ্ধান্ত সম্পর্কে অবগত করিয়েছেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী কেশব মহন্ত। তিনি বলেন গৃহহীন ব্যক্তিদের জন্য মুখ্যমন্ত্রী এটা এক বড় উপহার। প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার আদলে এবার রাজ্যে শুরু হতে চলেছে মুখ্যমন্ত্রীর আবাস যোজনা। তাছাড়া এবার ২০২৩-২৪ সালের জন্য অন্তর্ভুক্ত হয়েছে এক লক্ষ ৩০ হাজার ঘর। এর মানদন্ড প্রধানমন্ত্রীর আবাস যোজনার মতো একই মূল্যের হবে। অর্থাৎ প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার ঘর যে মূল্যে নির্মাণ করা হয়েছে সেই একই মূল্যে মুখ্যমন্ত্রী আবাস যোজনা ঘর নির্মাণ করা হবে বলে জানালেন তিনি। স্বাস্থ্যমন্ত্রী কেশব মহন্ত বলেন মুখ্যমন্ত্রী আবাস যোজনার অধীনে নির্মাণের প্রস্তাব থাকা ঘর গুলোর মধ্যে দশ শতাংশ চা বাগান শ্রমিকদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে। অর্থাৎ ঘর নির্মাণের ক্ষেত্রে সব সময় গ্রামে চা বাগানের জন্য ১০ শতাংশ ঘর সংরক্ষণ করা হবে। এটা এক বৃহৎ পরিকল্পনা। অতি শীঘ্র এর কাজ শুরু হবে বলে জানিয়েছেন তিনি। স্বাস্থ্যমন্ত্রী কেশব মহন্ত বলেন এদিন মন্ত্রিসভার বৈঠকে নেওয়া সিদ্ধান্ত অনুযায়ী রাজ্যের ১৩ টি জেলার ১৫৪০ টি জমিহীন ভূমিপুত্র পরিবারকে জমি দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। মূলত মিশন বসুন্ধরা ২.০ এর অধীনে তিনসুকিয়া, ডিব্রুগড়, চরাইদেউ, দরং, শোনিতপুর, লক্ষিমপুর, ধেমাজি, বিশ্বনাথ, হোজাই, নলবাড়ি, বঙাইগাঁও, গোয়ালপাড়া এবং বজালি জেলার ১৫৪০ টি জমিহীন ভূমিপুত্র পরিবারকে জমি দেওয়ার ক্ষেত্রে কেবিনেটে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে জানান তিনি। অন্যদিকে জমিহীন ভূমিপুত্রদের জমি দেওয়ার ক্ষেত্রে রাজ্যের ৯৪৫ টি প্রস্তাবে মন্ত্রিসভা অনুমোদন জানিয়েছে বলে উল্লেখ করেছেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী কেশব মহন্ত। তিনি বলেন রাজ্যজুড়ে জমিহীন ভূমিপুত্রদের জমির ক্ষেত্রে পিরিওডিক পাট্টা এনুয়াল পাট্টায় রূপান্তর করা হয়েছে। তাছাড়া সরকারি এবং বেসরকারি বিভিন্ন শিক্ষানুষ্ঠান নির্মাণের ক্ষেত্রে জমি প্রদানের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। একইভাবে বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন এবং সামাজিক সংগঠনের দ্বারা পরিচালিত বিভিন্ন সরকারি শিক্ষানুষ্ঠানের ক্ষেত্রেও জমি বরাদ্দ করেছে সরকার। এই যাবতীয় মোট ৯৪৫ টি প্রস্তাবের ক্ষেত্রে কেবিনেটে সিদ্ধান্ত হয়েছে বলে জানান স্বাস্থ্যমন্ত্রী কেশব মহন্ত।

টুকরো খবর

প্রেসক্লাব সদস্যদের নিষ্ঠা ও কঠোর পরিশ্রম প্রশংসনীয় ঃ মনমোহন সিং রাজপুত

চান্ডিলে প্রেসক্লাবের বৈঠকে অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোচনা হয়েছে

জামশেদপুর (অনিশা গোরাই) ঃ শুক্রবার, চান্ডিলে অবস্থিত হোটেল রাহুল প্যালেসে ত্রৈমাসিক সভা অনুষ্ঠিত হয় প্রেসক্লাব অফ সেরায়কেলা খারসাওয়ানের সভাপতি মনমোহন সিং রাজপুতের সভাপতিত্বে। সভা পরিচালনা করেন ক্লাবের কোষাধ্যক্ষ সঞ্জীব মেহতা। এই উপলক্ষ্যে সভার আগে ভগবান বিরসা মুন্ডা, সিদো কানহু, ফুলঝাঁও, তিলকা মাঞ্জি প্রভৃতি শহীদ মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি শ্রদ্ধা জানানো হয়। সভায় ক্লাবের সভাপতি মনমোহন সিং রাজপুত বলেন, প্রেসক্লাবের সদস্যদের নিষ্ঠা ও কঠোর পরিশ্রম প্রশংসনীয়। গত কয়েক বছর ধরে সাংবাদিকদের স্বার্থে প্রেসক্লাব নিরন্তর কাজ করে যাচ্ছে। তিনি বলেন, ক্লাবের সাংবাদিকরা তাদের কাজের প্রতি প্রত্যাশার চেয়ে বেশি নিবেদিতপ্রাণ, সে কারণেই আমরা খুব অল্প সময়ে অনেক অর্জন করেছি। তিনি বলেন, প্রতিকূল পরিস্থিতিতেও সাংবাদিকরা তাদের দায়িত্ব পালন করেন। তিনি জানান, জেলার বিভিন্ন ব্লকে কর্মরত সাংবাদিকরা প্রতিদিনই সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন। প্রেসক্লাব সব সময় এমন সাংবাদিকদের পাশে আছে। তিনি বলেন, আগামী সময়ে প্রেসক্লাবের বার্ষিক পিকনিক সহ মিলন সমারোহ অনুষ্ঠান, প্রেস ভবনের উদ্বোধন, মেডিক্লেইম ইত্যাদি বিষয় নিয়ে কাজ দেখা যাবে।

জেলার সকল সাংবাদিকদের এক প্লাটফর্মে আনতে প্রেসক্লাব সফল ঃ বিশ্বরূপ পান্ডা

প্রেসক্লাবের মেম্বারশিপ ইনচার্জ ও চান্ডিল মহকুমা ইনচার্জ বিশ্বরূপ পান্ডা বলেন, সাংবাদিকতার প্রতিটি ধাপে সংগ্রাম রয়েছে। তিনি বলেন, প্রতিদিন সাংবাদিকদের ওপর হামলা ও মিথ্যা মামলা খুবই উদ্বেগের বিষয়। তাই সাংবাদিক সুরক্ষা আইন বাস্তবায়নে সকল সাংবাদিকদের ঐক্যবদ্ধ হয়ে জোর আঃেদালন শুরু করতে হবে। তিনি বলেন যে ২১ ডিসেম্বর লোকসভায় প্রেস অ্যান্ড বুক রেজিস্ট্রেশন অ্যাক্ট ১৮৬৭ বাতিল করে প্রেস অ্যান্ড ম্যাগাজিন রেজিস্ট্রেশন বিল বাস্তবায়ন করা কেন্দ্রীয় সরকারের একটি প্রশংসনীয় কাজ। তিনি বলেন যে এটি অবশ্যই সাংবাদিকতার একটি নতুন যুগের সূচনার ইঙ্গিত দেয় তবে এটি দুঃখজনক যে কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য সরকার সাংবাদিক সুরক্ষা আইন, পত্রকার আবাস, এবং পেনশন প্রকল্প বাস্তবায়নে গুরুতর নয়। শুধু সাংবাদিকতাকে গণতন্ত্রের চতুর্থ স্তম্ভ বলে সাংবাদিকদের কল্যাণ সম্ভব নয়। তিনি বলেন যে সেরায়কেলা খরসাওয়ানের প্রেসক্লাবের সাফল্যের একটি দীর্ঘ তালিকা রয়েছে, যা আজ সমগ্র রাজ্যে প্রশংসিত হচ্ছে। প্রেসক্লাবের দৃঢ়তার কারণে আজ জেলায় সাংবাদিকদের সম্মান বেড়েছে। তিনি জানান যে প্রেসক্লাবের বার্ষিক পিকনিকসহমিলন সমারোহ ২৬ শে জানুয়ারী সেরায়কেলায় উদযাপিত হবে, যেখানে সাংবাদিকদের পরিচয়পত্রও প্রদান করা হবে। আগামী মার্চ মাসে জেলার কুকড়ুতে ত্রৈমাসিক সভা অনুষ্ঠিত হবে। সভা শেষে ক্লাবের আহ্বায়ক সন্তোষ কুমার বলেন, ক্লাবের সদস্যরা যখন সমস্যার সম্মুখীন হয়, তখন সংগঠনটি আন্তরিকভাবে সহযোগিতা করার দায়িত্ব পালন করে। ক্লাবের সদস্যদেরও সংগঠনের প্রতি নিবেদিত ও সৎ থাকতে হবে। তিনি বলেন, সাংবাদিকদের কোনো উদ্বেগ ছাড়াই তাদের কাজ করতে হবে, প্রেসক্লাব আপনাদের নিরাপত্তা ও সম্মানের জন্য প্রতিটি যুদ্ধে লড়তে প্রস্তুত। এই সময় প্রেস ভবনের উদ্দেশ্যে, ক্লাবের কার্যনির্বাহী সভাপতি সুমঙ্গল কুন্ডু ওরফে কেবু কুন্ডু ৫০৫১ টাকা এবং বিপিন ভার্শনে ৫০০০১ টাকা ক্লাবের কোষাধ্যক্ষের হাতে তুলে দেন।

এই উপলক্ষ্যে অরুণ কুমার মাঝি, সঞ্জীব মেহতা, সুধীর গোরাই, সুমঙ্গল কুন্ডু, প্রকাশ সিং, বিপিন ভার্শনে, রাশ বিহারী মন্ডল, খগেন মাহাতো, রবি সেন, জগন্নাথ চ্যাটার্জি, পরমেশ্বর গোরাই, ফণিভূষণ টুডু, কংগ্রেস মাহাতো, শম্ভু সেন, পরমেশ্বর সাও, আশীষ কুমার ঝা, কল্যাণ পাত্র, দয়াল লাইক, সুমিত সিং, বলরাম পান্ডা, সন্তোষ কুমার সাহু, শশাঙ্ক শেখর, শুভাশ মুখার্জি, বানেশ্বর মাহাতো প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

মন্ত্রিসভার বৈঠকে রাজ্যজুড়ে রূপায়নের প্রস্তাব থাকা অসম রাজ্য টাউনশিপ পলিসি ২০২৩-২৪ অনুমোদন জানানো হয়েছে বলে মন্তব্য মন্ত্রী অশোক সিংহলের

গুয়াহাটি (সব্যসাচী শর্মা) ঃ গুয়াহাটি মহানগর সহ সমগ্র রাজ্যের শহরাঞ্চলের উন্নয়নের জন্য দীর্ঘদিন ধরে তৎপর রয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। বিশেষ করে নগর অঞ্চলের পরিকাঠামো ঘরে তোলার পাশাপাশি যাতায়াত ব্যবস্থা সুদৃঢ়ভাবে গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে তিনি অহরহ প্রচেষ্টা করে চলেছেন। এবার এরই অংশ হিসেবে মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মার নেতৃত্বে আয়োজিত মন্ত্রিসভার বৈঠকে রাজ্যজুড়ে রূপায়নের প্রস্তাব থাকা অসম রাজ্য টাউনশিপ পলিসি ২০২৩-২৪ অনুমোদন জানানো হয়েছে। এক্ষেত্রে বিস্তারিত তথ্য তুলে ধরেছেন গৃহ নির্মাণ এবং নগর পরিক্রমা মন্ত্রী অশোক সিংহল। মহানগরের দিশপুর স্থিত অসম সচিবালয়ের লোকসেবা ভবনে বৃহস্পতিবার আয়োজিত এক গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রিসভার বৈঠক সম্পর্কে বিস্তারিত অবগত করানোর উদ্দেশ্যে সেখানের মিডিয়া হলে আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে গৃহ নির্মাণ এবং নগর পরিক্রমা মন্ত্রী অশোক সিংহল বিস্তারিত তথ্য তুলে ধরেন। তিনি জানান মন্ত্রিসভার বৈঠকে নেওয়ার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী রাজ্যজুড়ে রূপায়নের প্রস্তাব থাকা অসম রাজ্য টাউনশিপ পলিসি ২০২৩-২৪ অনুমোদন জানানোর পর ডেভেলপমেন্ট অথরিটি পরিকল্পিতভাবে নতুন করে টাউনশিপ নির্মাণ করতে পারবে। সরকারি জমিতে এই টাউনশিপ গড়ে তোলা যাবে। তাছাড়া ব্যক্তিগত খণ্ডের জমি যদি ডেভেলপমেন্ট অথোরিটি ক্রয় করতে পারে তাহলে সেখানেও এটা নির্মাণ করা যাবে। তবে এক্ষেত্রে সরকার থেকে অনুমোদন পাওয়ার জন্যবেশ কিছু শর্ত মানতে হবে বলে মন্তব্য করেছেন তিনি। গৃহ নির্মাণ এবং নগর পরিক্রমা মন্ত্রী অশোক সিংহল বলেন এই শর্তগুলোর মধ্যে রয়েছে সেখানে উপযুক্ত সড়কের ব্যবস্থা থাকতে হবে। মূলত টাউনশিপের ৩০ জমি সড়কের ক্ষেত্রে ব্যবহার করতে হবে। জমির ৬০ শতাংশ গৃহনির্মাণের কাজে ব্যবহার করা যাবে। তাছাড়া ১০ শতাংশ জমি অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল ব্যক্তিদের জন্য সংরক্ষিত রাখতে হবে বলে তিনি জানিয়েছেন। মন্ত্রী অশোক সিংহল বলেন সরকারের এই সিদ্ধান্ত নেওয়ার পিছনের কারণ হলো যেভাবে তীব্র গতিতে নগরীকরণ হচ্ছে সেখানে দেখা যায় শহর অঞ্চলে গৃহ নির্মাণের পর সড়ক শুধুমাত্র ৮ ফুট থেকে যায়। এরপর সড়ক বড় করা সম্ভবপর হয় না। ভবিষ্যতের রেপিড আরবানাইজেশন এর জন্য এক্ষেত্রে সমস্যা সৃষ্টি হতে পারে। মহানগরের পার্শ্ববর্তী এলাকায় বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে সিস্টেমেটিক ভাবে উন্নয়ন না হওয়ার জন্য নালা নর্দমা নির্মাণ করা যায় না, সড়ক বড় করা যায় না। এমনকি সাধারণ নাগরিকদের জন্য কোনো ধরনের সরকারি সুযোগসুবিধা সেখানে দেওয়া যায় না। সেখানে পার্কের ব্যবস্থা করা হয় যায় না। সুন্দরভাবে বাজার পর্যন্ত নির্মাণ করা যায় না। তিনি বলেন এই সমস্যাগুলোর প্রতি লক্ষ্য রেখে কেন্দ্রীয় সরকার একটি রিফর্ম এজেন্ডা নিয়ে এসেছে। এর মাধ্যমে দেশের প্রতিটি শহরে টাউনশিপ পলিসি হওয়ার প্রয়োজেনীয়তা রয়েছে। যেহেতু সারা দেশ রেপিড আরবানাইজেশন এর দিকে যাচ্ছে। ফলে এক্ষেত্রে ভবিষ্যৎ কালে যাতে সমস্যা জটিল রূপ নিতে না পারে সেটার জন্য এই পদক্ষেপে নেওয়া হয়েছে। অন্যদিকে গৃহ নির্মাণ এবং নগর পরিক্রমা মন্ত্রী অশোক সিংহল বলেন এদিনের কেবিনেট বৈঠকে গুয়াহাটি মেট্রো এলাকার জন্য ড্রাফট ডেভেলপমেন্ট স্কিম ফর টাউন প্ল্যানিং স্কিম (টিপিএস) অনুমোদন জানিয়েছে। এটা একটি রিফর্ম এজেন্ডার অংশ। কেন্দ্রীয় সরকারের অমৃত মিশন এক্ষেত্রে রাজ্য সরকারকে সহযোগিতা করেছে। ২০২০ সালে অনুমোদন পাওয়ার তিন বছর পর এই খসড়া কেবিনেটে দেওয়া হয়েছে। মহানগরের পার্শ্ববর্তী পলাশবাড়ী এলাকায় ৯০০ বিঘা জমিতে টাউন প্ল্যানিং স্কিম করা হবে। সেখানে সরকারি এবং বেসরকারি দুই ধরনের জমি রয়েছে। এক্ষেত্রে ব্যক্তিগত জমির মাপটি কিভাবে সোজা করা যায় সে ক্ষেত্রে লক্ষ্য রাখা হবে। অর্থাৎ প্রত্যেকটি জমির ক্ষেত্রে প্লট সাইজ ঠিক করে দেবে সরকার। এরপর সেই জমি ফের স্বত্বাধিকারীকে ফিরিয়ে দেওয়া হবে। যাতে জমির প্রতিটি অংশ ব্যবহার করা যায় সেটার প্রতি লক্ষ্য রেখে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে উল্লেখ করেছেন তিনি। মন্ত্রী অশোক সিংহল বলেন তাছাড়া লেপ নামে একটি নতুন স্কিম সৃষ্টি করা হয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকারের মতামত অনুযায়ী দশ লক্ষাধিক নাগরিক থাকা যেকোনো শহর কিংবা রাজ্যের রাজধানী শহরে লোকেল এরিয়া প্ল্যান (লেপ) গড়ে তোলার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। উদাহরণ স্বরূপে তিনি বলেন এর অধীনে মহানগরের ফেনসি বাজার পানবাজার উজান বাজার ইত্যাদি এলাকার জন্য লোকেল এরিয়া প্ল্যান গ্রহণ করা হবে। এই এলাকায় যেহেতু সড়ক বড় করা যাবে না ফলে নতুন নির্মাণের ক্ষেত্রে সড়কের জন্য কিছুটা নির্দিষ্ট জায়গা ছেড়ে দিতে হবে। তাছাড়া এই এলাকাগুলোতে ফুটপাত নির্মাণ করা হবে বলে জানিয়েছেন তিনি। এদিকে সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত থেকে স্বাস্থ্যমন্ত্রী কেশব মহন্ত বলেন মহানগরের পার্শ্ববর্তী এলাকা বকোতে একটি বৃদ্ধাশ্রম গড়ে তোলা হবে। এর জন্য ৮৫ কোটি টাকা বরাদ্দ করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। তাছাড়া চন্দ্রপুর এর প্রস্তাবিত স্পোর্টস কমপ্লেক্সের জন্য ১২০ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছে মন্ত্রিসভা। তিনি বলেন তাছাড়া আহতগুরির মহিষ যুদ্ধের জন্য যেভাবে এর আগের কেবিনেট ছাড়পত্র দেওয়া হয়েছিল এবার একইভাবে হাজোর বুলবুলি চড়াই যুদ্ধের জন্য অনুমতি দিয়েছে মন্ত্রিসভা। এক্ষেত্রে সরকারের তরফে এসওপি জারি করা হবে। সরকারের জারি করা এসওপি পালন করা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী কেশব মহন্ত।মন্ত্রিসভার বৈঠকে রাজ্যজুড়ে রূপায়নের প্রস্তাব থাকা অসম রাজ্য টাউনশিপ পলিসি ২০২৩-২৪ অনুমোদন জানানো হয়েছে বলে মন্তব্য মন্ত্রী অশোক সিংহলের

বাবর রিজওয়ানের বিশ্রাম প্রসঙ্গে আকমল 'পাকিস্তান নিউজিল্যান্ডে যাচ্ছে, নেপালে নয়

লাহৌর ঃ বিশ্বকাপের পর পাকিস্তান ক্রিকেটে একটা পরিবর্তনের ঝড় বয়ে গেছে। কোচিং স্টাফ, নির্বাচক থেকে অধিনায়ক পরিবর্তন এসেছে সব জায়গায়। সব সংস্করণে অধিনায়কত্বের দায়িত্ব থেকে সরে যাওয়ার পর বাবর আজম টি টোয়েন্টি দলে থাকবেন কি না, তা নিয়েও প্রশ্ন উঠেছিল। শুধু তিনি নয়, মোহাম্মদ রিজওয়ানকে নিয়েও নানা গুঞ্জন শোনা গেছে। তবে পাকিস্তানের নতুন নির্বাচকেরা সে পথে হাঁটেননি। দুজনকেই রেখেছেন নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে পাঁচ ম্যাচের টি টোয়েন্টি সিরিজে। নির্বাচক কমিটির পরামর্শক কামরান আকমল এই সিদ্ধান্তের পক্ষে যুক্তি দিতে গিয়ে বলেছেন, পাকিস্তান নিউজিল্যান্ডে যাচ্ছে, নেপালে নয়। অবশ্য দায়িত্ব পাওয়ার আগে ভারত বিশ্বকাপের সময় তাঁর মুখে বাবর রিজওয়ানের অনেক সমালোচনা শোনা গেছে। আকমল স্থানীয় একটি সংবাদমাধ্যমে বলেছেন, 'টিম ম্যানেজমেন্ট কিংবা নির্বাচক কমিটির কেউই নিউজিল্যান্ড সফরে বাবর রিজওয়ানকে বিশ্রাম দেওয়ার কথা বলেনি। পাকিস্তান নিউজিল্যান্ডে যাচ্ছে, নেপালে নয়, যেখানে সিনিয়র খেলোয়াড়দের বিশ্রাম দেওয়া যেতে পারে। কেউ এভাবে ভাবতে পারে না।' বাবর রিজওয়ানকে বিশ্রাম না দিলেও এই সফর থেকে বাবর রিজওয়ানের ওপেনিং জুটি থেকে সরে আসতে পারে পাকিস্তান। জিও নিউজের বরাত দিয়ে দ্য নিউজ ইন্টারন্যাশনাল জানিয়েছে, নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে বাবর ও রিজওয়ানের মধ্যে যেকোনো একজন ইনিংস উদ্বোধন করবেন। তরুণদের সুযোগ করে দিতেই এমন পরিকল্পনা বলেও জানানো হয়েছে। পাকিস্তানের হয়ে টি টোয়েন্টিতে সবচেয়ে বেশি ৫১ বার ইনিংস উদ্বোধন করেছেন বাবর ও রিজওয়ান। আর কোনো জুটি ২০ বারও ইনিংস উদ্বোধন করেনি। চলমান অস্ট্রেলিয়া সিরিজের প্রথম টেস্টে বড় ব্যবধানে হেরেছে পাকিস্তান। প্রথম টেস্টে পাকিস্তানকে প্রথমবার নেতৃত্ব দিয়েছেন শান মাসুদ। প্রথম টেস্টে অধিনায়ক হিসেবে বিশেষ কিছু করতে পারেননি তিনি। মাসুদের প্রশ্নে আকমল আরও সময় চেয়েছেন, 'যাকেই নেতৃত্ব কিংবা কোচিংয়ের দায়িত্ব দেওয়া হবে, কমপক্ষে ৬ থেকে ৭ মাসের জন্য দেওয়া উচিত। এরপর মূল্যায়ন করা উচিত।' আগামী ১২ জানুয়ারি অকল্যান্ডে শুরু হবে নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে পাকিস্তানের ৫ ম্যাচের টি টোয়েন্টি সিরিজ। পরের ম্যাচগুলো ১৪, ১৭, ১৯ ও ২১ জানুয়ারি। ২৬ ডিসেম্বর বক্সিং ডেতে এমসিজিতে শুরু হবে সিরিজের দ্বিতীয় টেস্ট। সিডনিতে সিরিজের শেষ ও তৃতীয় টেস্ট শুরু ৩ জানুয়ারি।

দাওয়াত পেয়ে ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়ার ওপর ক্ষোভ ঝাড়লেন জনসন

পর্থ ঃ মিচেল জনসনের দুটি বক্তৃতা বাতিল করেছিল ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া (সিএ)। এর এক সপ্তাহ পর তাঁকে অ্যাওয়ার্ডস নাইটে আমন্ত্রণ জানানোয় বোর্ডের ওপর ক্ষোভ ঝেড়েছেন অস্ট্রেলিয়ার সাবেক এই ফাস্ট বোলার।

গত সপ্তাহে পার্থ টেস্টে অতিথি বক্তা হিসেবে দুটি অনুষ্ঠানে থাকার কথা ছিল জনসনের। কিন্তু অস্ট্রেলিয়ার ওপেনার ডেভিড ওয়ার্নার এবং প্রধান নির্বাচক জর্জ বেইলিকে নিয়ে বিতর্কিত কলাম লেখায় জনসনের বক্তৃতা বাতিল করেছিল সিএ। অস্ট্রেলিয়ান ক্রিকেটগ্রীষ্মে রেডিও 'ট্রিপল এম'-এ ধারাভাষ্য দিচ্ছেন জনসন। তবে তাঁর পারিশ্রমিকের বিনিময়ে দেওয়া বক্তৃতা বোর্ড বাতিল করার পর থেকে চুপই ছিলেন অস্ট্রেলিয়ার হয়ে ৭৩ টেস্টে ৩১৩ উইকেট নেওয়া বাঁহাতি এ পেসার। কিন্তু ২০২৪ অস্ট্রেলিয়ান ক্রিকেট অ্যাওয়ার্ডসে নিমন্ত্রণ পাওয়ার পর আর চুপ করে থাকেননি।

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ইনস্টাগ্রামে নিমন্ত্রণপত্রের স্ক্রিনশট এবং যুক্তরাষ্ট্রের রকব্যান্ড 'রেজ অ্যাগেইনস্ট দ্য মেশিন'-এর গান 'টেক দ্য পাওয়ার ব্যাক' পোস্ট করে লিখেছেন, 'ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া কি সিরিয়াস? গত সপ্তাহে আমার দুটি বক্তৃতা বাতিল করা হলো। আর এ সপ্তাহে তাদের সঙ্গে উদ্‌যাপনে যোগ দিতে আমাকে নিমন্ত্রণ করা হয়েছে।' সঙ্গে কয়েকটি হাসির ইমোজিও জুড়ে দিয়েছেন তিনি।

অস্ট্রেলিয়ার সংবাদমাধ্যম 'ওয়েস্ট অস্ট্রেলিয়ান'-এ লেখা কলামে টেস্ট ক্রিকেট থেকে ওয়ার্নারকে নায়কোচিত বিদায় দিতে অস্ট্রেলিয়ার প্রস্তুতির সমালোচনা করেছিলেন জনসন। এ নিয়ে তিনি ২০১৮ সালে কেপ টাউন টেস্টে বল টেম্পারিং কেলেঙ্কারিতে ওয়ার্নারের ভূমিকার প্রসঙ্গও টানেন। প্রধান নির্বাচক বেইলিকেও ছেড়ে কথা বলেননি জনসন। ওয়ার্নারের ভবিষ্যৎ ঠিক করতে বেইলির ভূমিকা স্বার্থের সংঘাত ঘটাচ্ছে বলেও মন্তব্য করেন ৪২ বছর বয়সী সাবেক এ ক্রিকেটার। জনসন এ কলাম লেখার পর ভীষণ সমালোচনার শিকার হন। পাকিস্তানের বিপক্ষে পার্থে প্রথম টেস্টে অস্ট্রেলিয়ার প্রথম ইনিংসে ১৬৪ রানের ইনিংস খেলে ব্যাট হাতেও সমালোচনার জবাব দেন ওয়ার্নার। ২৬ ডিসেম্বর থেকে মেলবোর্নে শুরু হবে দ্বিতীয় টেস্ট। এরপর আগামী বছরের ৩ জানুয়ারি সিডনিতে শুরু হবে সিরিজের তৃতীয় ও শেষ টেস্ট। সিডনি টেস্ট দিয়ে এই সংস্করণে অবসর নেওয়ার ঘোষণাটা আগেই দিয়ে রেখেছেন ওয়ার্নার।

জনসন পরে স্বীকার করেন, এর আগে ওয়ার্নার ও বেইলির কাছ থেকে বার্তা পাওয়ার পর ব্যক্তিগত ক্ষোভ থেকে কলামটি লিখেছিলেন। সাংবাদিক ভরত সুন্দরশনের সঙ্গে নিজের পডকাস্ট 'মিচেল জনসন ক্রিকেট শো'তে জনসন বলেছেন, 'আমি তাকে ফোন করে এ নিয়ে কথা বলার চেষ্টা করেছি। সাধারণত আমি সবার সঙ্গেই এমন খোলামেলা। তখন পর্যন্ত এটা মোটেও ব্যক্তিগত ব্যাপার ছিল না। কিন্তু ওই ব্যাপারটি পরে আমার নিবন্ধ লেখায় ভূমিকা রেখেছে।'

ওয়ার্নার এরপর আর কিছু বলেননি। তাঁর যুক্তি, জনসন নিজের খেয়ালখুশিমতো কথা বলতে পারেন। অবশ্য শতকের পর জনসনের মতো সমালোচকদের 'চুপ' করার ইঙ্গিতও দেন তিনি।

টি টোয়েন্টি বিশ্বকাপের জন্য 'ইউএফসি ফাইটার' হবেন রাসেল

ওয়েস্ট ইন্ডিজ ঃ দুই বছর পর ওয়েস্ট ইন্ডিজ দলে ফেরা আন্দ্রে রাসেলের চোখ ২০২৪ টি টোয়েন্টি বিশ্বকাপে। ৩৫ বছর বয়সী এই অলরাউন্ডার বলেছেন, বিশ্বকাপে ফিটনেসের দিক থেকে ইউএফসি ফাইটার হয়ে উঠতে চান তিনি। আগামী বছরের জুন জুলাইয়ে ওয়েস্ট ইন্ডিজ ও যুক্তরাষ্ট্রে হবে পরবর্তী বিশ্বকাপ।

গত রাতে শেষ হওয়া ইংল্যান্ডের বিপক্ষে টি টোয়েন্টি সিরিজ দিয়ে দুই বছর পর ক্যারিবীয় দলে ফেরেন রাসেল। সিরিজের প্রথম টি টোয়েন্টিতে ব্যাট হাতে অপরাজিত ২৯ রান ও বল হাতে ১৯ রানে ৩ উইকেট নিয়ে ম্যাচসেরা হন তিনি। চতুর্থ টি টোয়েন্টিতে খেলেন ২৫ বলে ৫১ রানের ইনিংস। সব মিলিয়ে ৫ ইনিংসে ৩৫ গড়ে তোলেন ১০৫ রান, ২৮.১৪ গড়ে নেন ৭ উইকেট। রাসেলের ফেরার সিরিজটিতে ওয়েস্ট ইন্ডিজ ইংল্যান্ডকে হারায় ৩-২ ব্যবধানে। ত্রিনিদাদে সিরিজের শেষ টি টোয়েন্টির পর ব্রডকাস্টারকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে ইংলিশদের বিপক্ষে সিরিজ জয় নিয়ে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেন রাসেল, 'এই সিরিজ জয়টা অনেক কিছু, যেখানে নিজেকে আমি সামর্থ্যের বেশি দিতে চেয়েছি।'

আগামী বছর টি টোয়েন্টি বিশ্বকাপ শুরুর সময় রাসেলের বয়স হবে ৩৬। এখন থেকে ছয় মাস পরের সেই আসরের জন্য রাসেল কতটা ফিট থাকবেন, এমন প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, 'আমি আরও ভালো গঠনে থাকব। দেখতে ইউএফসি ফাইটারের মতো হয়ে উঠব। আমার এখনো ক্রিকেটে অনেক কিছু করার আছে। এটা ভালো। যখন আপনি ক্রিকেট খেলবেন, প্রতিদ্বন্দ্বিতায় থাকবেন, শরীরও তখন সচল হয়ে উঠবে। বিশ্বকাপের অপেক্ষায় বাসায় বসে থাকা লাগবে না।' এ বছর ভারতে হয়ে যাওয়া ওয়ানডে বিশ্বকাপে খেলতে পারেনি ওয়েস্ট ইন্ডিজ, বাদ পড়ে যায় বাছাইপর্বে। তবে টি টোয়েঃটি সংস্করণের ২০২৪ বিশ্বকাপে তাঁর দল ভালো করবে বলেই আত্মবিশ্বাসী রাসেল, 'আমরা অবশ্যই কিছু দলকে বড় প্রতিদ্বন্দ্বিতার মুখে ফেলব।' ওয়েস্ট ইন্ডিজের পরবর্তী টি টোয়েন্টি অভিযান আগামী বছর অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে তাদের মাটিতে।

বোবায় ধরা কী, কেন হয়, পরিত্রাণ পাবেন কীভাবে

কলকাতা (ওয়েবডেস্ক)ঃ 'ঘুমটা হঠাৎ ভেঙ্গে যায়। মনে হয় যে আমার কোন শক্তি নেই'।

ফারজানা ইয়াসমিনের বয়স ত্রিশের কোঠায়। প্রায় রাতেই তিনি গভীর ঘুম থেকে জেগে ওঠেন এবং তার মনে হয় শরীরের ওপর যেন ভারী কিছু চাপ দিয়ে আছে, সেটা এতোটাই ভারী যে তিনি নিশ্বাস নিতে পারেননা। এমনকি পাশে কেউ থাকলে তাকেও ডাকতে পারেন না।

ঘুমটা হঠাৎ ভেঙ্গে যায়। মনে হয় যে আমার কোন শক্তি নেই। নিজের হাত পা নাড়ানোর মতো, মুখে আওয়াজ করার মতো শক্তিটাও পাইনা। অনেক চেষ্টা করলে গোঙানির মতো শব্দ হয়।

মনে হয় যেন এই বোধহয় দম আটকে মারা যাব। মাত্র কয়েক সেকেন্ড এই অবস্থাটা লাস্ট করে। কিন্তু তাতেই মনে হয় ঘণ্টা পেরিয়ে গেছে। এতো ভয়ংকর, ওই সময়টা। যার না হয় সে কখনোই বুঝবেনা। বলেন মিস ইয়াসমিন।

এমন অভিজ্ঞতার কথা আমাদের আশেপাশে আরও অনেকের কাছ থেকে শোনা যায়। যাকে অনেকে বোবায় ধরা বলে থাকেন।

চিকিৎসাশাস্ত্রের ভাষায় এই সমস্যাকে বলা হয় স্লিপ প্যারালাইসিস, বা ঘুমের মধ্যে পক্ষাঘাত।

স্লিপ প্যারালাইসিস হলে একজন ব্যক্তি কিছু সময়ের জন্য কথা বলা বা নাড়াচাড়া করার শক্তি হারিয়ে ফেলেন।

এটি সাধারণত কয়েক সেকেন্ড থেকে এক মিনিট পর্যন্ত স্থায়ী হতে পারে। তবে ওই সময়টায় রোগী ভীষণ ঘাবড়ে যান, ভয় পেয়ে যান।

সম্মিলিত সামরিক হাসপাতালের স্নায়ুরোগ বিশেষজ্ঞ ডা. সামান্থা আফরিনের মতে, বোবায় ধরা বা স্লিপ প্যারালাইসিস হল গভীর ঘুম ও জাগরণের মাঝামাঝি একটি স্নায়ুজনিত সমস্যা।

ঘুমের ওই পর্যায়টিকে বলা হয় র‍্যাপিড আই মুভমেন্ট রেম।

রেম হল ঘুমের এমন একটি পর্যায় যখন মস্তিষ্ক খুব সক্রিয় থাকে এবং এই পর্যায়ে মানুষ স্বপ্ন দেখে থাকে। কিন্তু সে সময় শরীরের আর কোন পেশী কোন কাজ করেনা। এ কারণে এসময় মস্তিষ্ক সচল থাকলেও শরীরকে অসাড় মনে হয়।

বোবায় ধরা কাদের হয়, কেন হয়?

স্লিপ প্যারালাইসিস হওয়ার নির্দিষ্ট কোন বয়স নেই। এই পরিস্থিতি যে কারও সঙ্গে যেকোনো বয়সে হতে পারে। তবে ব্রিটেনের জাতীয় স্বাস্থ্যসেবা সংস্থা বা এনএইএস এর তথ্য মতে তরুণ তরুণী এবং কিশোর বয়সীরা সবচেয়ে বেশি আক্রান্ত হয়ে থাকেন।

স্লিপ প্যারালাইসিস হওয়ার পেছনে কিছু কারণকে চিহ্নিত করেছে তারা।

১. পর্যাপ্ত ঘুমের অভাব বা ছেড়ে ছেড়ে ঘুম হওয়া। অসময়ে ঘুমানো। অনেক সময় কাজের সময় নির্দিষ্ট না হলে, অথবা দূরে কোথাও ভ্রমনে গেলে এমন ঘুমের সমস্যা হতে পারে।

২. মাদকাসক্ত হলে অথবা নিয়মিত ধূমপান ও মদপান করলে।

৩. পরিবারে কারও স্লিপ প্যারালাইসিস হয়ে থাকলে।

৪. সোশ্যাল অ্যাঙ্কজাইটি বা প্যানিক ডিসঅর্ডার বা বাইপোলার ডিজঅর্ডারের মতো মানসিক সমস্যা থাকলে।

বোবায় ধরার লক্ষণ ঃ

ডা. সামান্থা আফরিনের মতে এবং ব্রিটেনের জাতীয় স্বাস্থ্যসেবার ওয়েবসাইটে দেয়া তথ্য অনুযায়ী স্লিপ পারালাইসিসের সাধারণ কয়েকটি লক্ষণ রয়েছে। সেগুলো হল ঃ

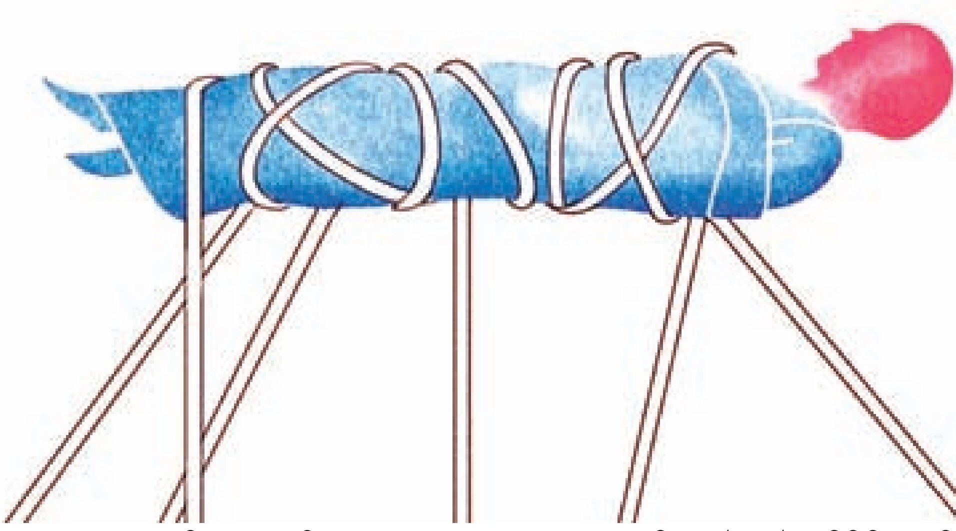

১. বড় করে নিশ্বাস নিতে অনেক কষ্ট হয়। মনে হবে যেন বুকের মধ্যে কিছু চাপ দিয়ে আছে। দম বেরোচ্ছেনা।

২. অনেকের চোখ খুলতে এমনকি চোখ নাড়াচাড়া করতেও সমস্যা হয়।

৩. অনেকের মনে হয় যে কোন ব্যক্তি বা বস্তু তাদের আশেপাশে আছে, যারা তার বড় ধরণের ক্ষতি করতে চায়।

৪. ভীষণ ভয় হয়। শরীর ঘেমে যায়।

৫. হৃৎস্পন্দন ও শ্বাস প্রশ্বাসের গতি বেড়ে যায়। অনেকের রক্তচাপও বাড়তে পারে।

৬. পুরো বিষয়টা কয়েক সেকেন্ড থেকে এক মিনিট পর্যন্ত স্থায়ী হতে পারে। প্রভাবটি কেটে গেলে আগের মতো কথা বলা বা নড়াচড়া করায় কোন সমস্যা থাকেনা। তারপরও অনেকে অস্থির বোধ করেন এবং পুনরায় ঘুমাতে যেতে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন।

এর চিকিৎসা ঃ

স্লিপ প্যারালাইসিস আসলে গুরুতর কোনও রোগ নয়। মাঝে মাঝে নিজে থেকেই ভাল হয়ে যায়।

মনকে চাপমুক্ত রাখার পাশাপাশি ঘুমানোর অভ্যাসে ও পরিবেশে ইতিবাচক পরিবর্তন আনলে অনেক ক্ষেত্রেই এই সমস্যা কাটিয়ে ওঠা সম্ভব।

এ ব্যাপারে বিশেষজ্ঞরা সাধারণ কিছু পরামর্শ দিয়েছেন

১. রাতে অন্তত ৬ ঘণ্টা থেকে ৮ ঘণ্টা ঘুমানোর চেষ্টা করা। এবং সেই ঘুম যেন গভীর হয়।

২. প্রতিদিন রাতে একই সময়ে ঘুমাতে যাওয়া এবং সকালে একটি নির্দিষ্ট সময়ে ঘুম থেকে জেগে ওঠার অভ্যাস করা। এমনকি ছুটির দিনগুলোতেও।

৩. ঘুমের জন্য শোবার ঘরটিতে আরামদায়ক পরিবেশ সৃষ্টির চেষ্টা করতে হবে। যেন সেই ঘরে কোলাহল না থাকে, ঘরটি অন্ধকার থাকে এবং তাপমাত্রা সহনীয় মাত্রায় থাকে, খুব বেশি না আবার কমও না। সম্ভব হলে ঘরে ল্যাভেন্ডারের সুগন্ধি ছিটিয়ে দেয়া যেতে পারে।

৪. ঘুমাতে যাওয়ার আগ মুহূর্তে ভারী খাবার সেইসঙ্গে ধূমপান, মদ পান এবং ক্যাফেইনযুক্ত পানীয় যেমন চা কফি খাওয়া থেকে বিরত থাকতে হবে।

৫. ঘুমাতে যাওয়ার অন্তত চার ঘণ্টা আগে ব্যায়াম করার চেষ্টা করা।

৬. ঘুমের সময় হাতের কাছে মোবাইল ফোন, ল্যাপটপ অর্থাৎ ঘুমের বাঁধা হতে পারে এমন কোন বস্তু রাখা যাবেনা।

৭. দিনের বেলা দীর্ঘসময় ঘুম থেকে বিরত থাকতে হবে।

৮. স্লিপ প্যারালাইসিস হলে নিজের মনকে প্রবোধ দিতে হবে যে ভয়ের কিছু নেই, এই পরিস্থিতি সাময়িক, কিছুক্ষণ পর এমনই সব ঠিক হয়ে যাবে। এই সময়ে শরীর নাড়াচাড়া করার চেষ্টা থেকে বিরত থাকতে হবে।

কখন চিকিৎসকের শরণাপন্ন হতে হবে ঃ

এসব নিয়ম মেনে চলার পরও যদি কারও বাড়াবাড়ি রকমের স্লিপ প্যারালাইসিস হয় অর্থাৎ আপনার ঘুমে নিয়মিতভাবে ব্যাঘাত ঘটে তাহলে চিকিৎসকের শরণাপন্ন হতে হবে।

কেননা স্লিপ প্যারালাইসিস ঘন ঘন হলে উদ্বিগ্নতার কারণে রক্তচাপ অস্বাভাবিকভাবে বেড়ে বা কমে যায়, যা বড় ধরণের স্বাস্থ্য ঝুঁকির সৃষ্টি করতে পারে।

চিকিৎসক রোগীর সার্বিক স্বাস্থ্য পরীক্ষা শেষে প্রয়োজনীয় পরামর্শ দিয়ে থাকেন।

অনেক সময় তারা কম থেকে বেশি মাত্রার অ্যান্টি ডিপ্রেসেন্ট ওষুধ প্রেসক্রাইব করেন।

চিকিৎসা পদ্ধতিঃ

নিউরোলজিস্ট বা স্নায়ু বিশেষজ্ঞরা মূলত ব্যাপারে পরামর্শ দিয়ে থাকেন।

সেক্ষেত্রে তারা ইলেক্ট্রোমায়োগ্রাম ইএমজি পরীক্ষা করে থাকেন।

এখানে মূলত মাংসপেশির ইলেকট্রিকাল অ্যাকটিভিটির মাত্রা পরীক্ষা করা হয়। যেটা কিনা স্লিপ প্যারালাইসিসের সময় অনেক কমে যায়।

রাতে ঘুম না হওয়ার কারণে স্লিপ প্যারালাইসিসে আক্রান্তদের অনেকেরই দিনের বেলায় ঘুম ঘুম ভাব হয়। সেসময় চিকিৎসকরা রোগীর এই দিনের বেলার ঘুম পরীক্ষা করে থাকেন। যাকে বলা হয় ডেটাইম ন্যাপ স্টাডি এবং এর পরীক্ষাটিকে বলা হয় মাল্টিপল স্লিপ ল্যাটেন্সি টেস্ট।

স্লিপ প্যারালাইসিসের সময় মস্তিষ্ক জেগে উঠলেও শরীর তখনও শিথিল থাকে।

এর কারণ হিসেবে কানাডার দুই গবেষক জানিয়েছেন যে মস্তিষ্কে দুই ধরণের রাসায়নিক বা অ্যামাইনো অ্যাসিডের নিঃসরণের কারণে মাংসপেশি অসাড় হয়ে পড়ে।

রাসায়নিক দুটি হল, গ্লাইসিন এবং গামা অ্যামাইনোবিউটিরিক অ্যাসিড গ্যাবা।

টরন্টো বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নায়ুবিজ্ঞানী প্যাট্রিসিয়া এল ব্রুকস এবং জন এইচ পিভার, পিএইচডি একাধিক পরীক্ষার মাধ্যমে জানতে পেরেছেন যে নিউরোট্রান্সমিটার গ্যাবা এবং গ্লাইসিন মস্তিষ্কে পেশী সক্রিয় রাখার কোষগুলোকে সুইচ অফ করে দেয়।

টুকরো খবর

কিডনির অসুখ ঃখালি চোখে বোঝার কোন উপায় আছে?

কলকাতা ঃ মোসাম্মৎ শামসুন্নাহার তিন বছর হলো কিডনি রোগে ভুগছেন। তিনি বলছিলেন, একদম হঠাৎ করে জানতে পেরেছেন তিনি ক্রনিক কিডনি ডিজিজে আক্রান্ত। অর্থাৎ তার দুটি কিডনির একটিও পুরোপুরি সুস্থ নেই। কিভাবে জানলেন সে সম্পর্কে বলছিলেন তিনি, বছরে কয়েকবার কাশি হতো সাথে জ্বর। নিয়মিত একজন ডাক্তারের কাছে যেতাম। নির্দিষ্ট দুটো ঔষধই দিত। খেলে তারপর ভাল হয়ে যেত। একবার একটা অ্যাপের মাধ্যমে বাসায় ডাক্তার ডাকলাম। উনি কয়েকটা ব্লাড টেস্ট দিয়েছিলেন। তাতে রক্তে একটা জিনিস বেশি দেখে জানালো আপনারতো কিডনি আক্রান্ত। কোন লক্ষণ নেই, কিছু না, হঠাৎ জানলাম আমার দুটো কিডনিই নষ্ট। তবে খুব খারাপের দিকে না। এরপর থেকে দিনে আট ধরনের ঔষধ খেতে হচ্ছে তাকে। নানা বিধিনিষেধ এবং ঔষধে সমস্যাটি যে পর্যায়ে ছিল সেই পর্যায়েই ধরে রেখেছেন। কিন্তু কিছু লক্ষণ তিনি আগে ধরতে পারলে হয়ত আরও আগেই জানতেন। যখন ধরা পড়লো তার বছর কয়েক আগে মাঝে মাঝে পা ফুলে যেত। কোন গুরুত্ব দেইনি। ডাক্তার যখন জিজ্ঞেস করেছিল পা ফুলেছিল কি না কখনো তখন মনে পড়েছিল। অনেকেই এরকম হঠাৎ করেই জানতে পারেন কিডনি সমস্যার কথা। কিন্তু শুধু ত্বকের সমস্যা থেকে মোঃ মিজানুর রহমান জেনেছিলেন তার ছোট ভাইয়ের দুটি কিডনির একটি আকারে ছোট।

তিনি বলছিলেন, সপ্তম শ্রেণিতে থাকা অবস্থায় হঠাৎ ওর সারা শরীরে খুব চুলকানি হয়েছিল, ফুসকুড়ির মতো। তখন আমি ওকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে গেলাম। ডাক্তার কিছু পরীক্ষা দিয়েছিলো। সেগুলো দেখে ডাক্তার বলেছিল যে ওর একটা কিডনি আকারে ছোট। নিয়মিত ডাক্তার দেখাতে হবে, তাহলে ভাল থাকা যাবে। পরে ঔষধে চুলকানি সেরে গেল। তারপর বছর দশেক আর ডাক্তারই দেখানো হয়নি। দুই বছর আগে দুটো কিডনি বিকল হয়ে মারা গেছেন তার ছোট ভাই।

পেশায় গাড়িচালক মোঃ মিজানুর রহমান বলছিলেন, এক পর্যায়ে বয়স বাড়ার সাথে সাথে যখন ও নিজে বুঝতে পারলো যে সমস্যা হচ্ছে, তখন সে একজন ভেষজ ডাক্তারের কাছে যাওয়া শুরু করলো। তাতে কোন লাভ তো হলোই না বরং ও খুবই দুর্বল হয়ে পড়েছিল। একদম রক্ত কমে গিয়েছিল। এইরকম অবস্থায় ওকে ঢাকায় যখন কিডনি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় ততদিনে ওর দুটো কিডনি পুরো বিকল। ডাক্তার বলেছিল প্রতিস্থাপন ছাড়া কোন উপায় নেই। এরপর ডায়ালাইসিস করিয়ে ধুকে ধুকে কয়েকমাস বেঁচে ছিলেন। প্রতিস্থাপনের জন্য কিডনি পাওয়া যায়নি বলে শেষ পর্যন্ত আর বাঁচাতে পারেননি ভাইকে। শুধুমাত্র ত্বকের একটি লক্ষণের মাধ্যমে জানা গিয়েছিলো কিডনির সমস্যা। এরকম আরও কিছু লক্ষণ রয়েছে যার মাধ্যমে একজন সাধারণ মানুষ সন্দেহ করতে পারেন যে হয়ত এটি কিডনি'র কোন সমস্যা হতে পারে।

কারণ ছাড়াই সবসময় ক্লান্তিভাব হলে চিকিৎসকের পরামর্শ নিন।

কিডনি ইন্সটিটিউট এবং হাসপাতালের সহযোগী অধ্যাপক ডা. ফজল নাসের বলছেন, একদম প্রাথমিক পর্যায়ে কিডনির অসুখের তেমন কোন লক্ষণ থাকে না। কারণ শরীর কিডনি'র পরিবর্তনের সাথে শুরুতে মানিয়ে নিতে পারে। লক্ষণ দেখা দেয় প্রাথমিক পর্যায় পার হলে। তিনি বলছেন, বেশ কিছু লক্ষণ রয়েছে যা একজন সাধারণ মানুষেরও খালি চোখে নজরে পড়ে। যা দেখে তিনি সাবধান হতে পারেন। কোন নির্দিষ্ট কারণ ছাড়াই সবসময় ক্লান্তি, দুর্বল অনুভব করা, ওজন কমে যাওয়া এরকম যদি নিয়মিত হতে থাকে। কিডনি ঠিক মতো কাজ না করলে রক্ত স্বল্পতা দেখা দেয় সে কারণে এই ক্লান্তিভাব হয়। বিশেষ করে চোখের নিচে, পায়ের গোড়ালি ও হাতে ফোলা ভাব। ডা. নাসের বলছেন, একটু বেশি ঘুমালে বা অ্যালার্জির কারণে ফুলে যাওয়ার সাথে কিডনির অসুখে ফোলার পার্থক্য হচ্ছে এর স্থায়িত্ব। যদি চোখের নিচে, পায়ের গোড়ালি ফোলাভাব স্থায়ী হয়, এক সপ্তাহ বা দুই সপ্তাহ হয় তাহলে সেটা কিডনি'র কারণে হতে পারে। কিডনি যখন শরীর থেকে জল বের করতে পারে না তখন তা শরীরে জমে গিয়ে এই ফোলাভাব হয়।

ঘুমের ব্যাঘাত কিডনি সমস্যার একটি লক্ষণ হতে পারে। কিডনি যখন শরীর থেকে জল নিঃসরণ করতে পারে না তখন কিছু জল ফুসফুসে জমে যায়। সে কারণে ঘুমের সমস্যা হতে পারে। দাঁড়ানো অবস্থায় বুক ভরে শ্বাস নেয়া যায় কিন্তু দেখা যায় শোয়া অবস্থায় বুক পুরোপুরি প্রসারিত হতে পারে না। জল জমলে সমস্যাটা বেশি হয়। ঘুমন্ত অবস্থায় শ্বাসে সমস্যা হয় বলে ঘুমের ব্যাঘাত ঘটে।

কিডনির একটি কাজ হল শরীর থেকে সব ধরনের ক্ষতিকর রাসায়নিক পদার্থ প্রস্রাবের মাধ্যমে বের করে দেওয়া। কিডনি সেই কাজটি ঠিকমতো করতে না পারলে ত্বকে এর ছাপ পড়ে। যেমন শরীরের ইউরিয়া বের হতে না পেরে ত্বকের নিচে জমা হতে থাকে। তখন চুলকানি হয়, ত্বকের রঙ পরিবর্তন ও খসখসে হয়ে যেতে পারে, ফুসকুড়ি হতে পারে। ডা. নাসের বলছেন, প্রাথমিকভাবে অনেকে এটিকে চর্মরোগ মনে করতে পারেন। সেটি মনে করেও যদি একজন চিকিৎসকের কাছে যান তাহলেও একটা ক্লু পাওয়া যেতে পারে।

প্রস্রাবে পরিবর্তন ঃ ঘনঘন প্রস্রাব হওয়া অথবা প্রস্রাব কমে যাওয়া দুটোই কিডনির সমস্যার লক্ষণ। শরীর থেকে জল বের করা ছাড়াও জল শুষে নেয়ার কাজও করে কিডনি। সেটি করতে না পারলে বেশি প্রস্রাব হয়ে থাকে। প্রস্রাবের রঙ লালচে হলে, প্রস্রাবে ফেনা ভাব হলে। কিডনিতে পাথর, ক্যান্সার, টিউমারের কারণে প্রস্রাবের সাথে রক্ত যেতে পারে। কিডনি'র সমস্যা হলে শরীর থেকে প্রোটিন বেশি বের হয়ে যায় তাই ফেনা ভাব হয়।

মাংসপেশিতে টান লাগা ঃ কিডনি'র সমস্যার কারণে ইলেক্ট্রোলাইট, ক্যালসিয়াম ও ফসফরাসের ভারসাম্যহীনতা হয়ে থাকে। এতে মাংসপেশিতে টান লাগা ও খিচুনির সমস্যা হতে পারে।

এছাড়া খাবারে দীর্ঘদিন অরুচি ও বমিভাব এগুলোই কিডনি অসুখের প্রধান লক্ষণ।

এর একটি লক্ষণ থাকলেও চিকিৎসকের শরণাপন্ন হওয়া উচিৎ। তবে ধরেই নেবার প্রয়োজন নেই যে কিডনি'র সমস্যাই হয়েছে। কিন্তু সাবধান হতে ক্ষতি নেই, বলছিলেন ডা. নাসের।

তিনি পরামর্শ দিচ্ছেন এসব লক্ষণ চোখে পড়লে শুরুতে একজন মেডিসিন বিশেষজ্ঞ দেখানো উচিৎ। সাবধান হতে যা করা যেতে পারে ঃকিছু সাবধানতা অবলম্বন করলে কিডনির সমস্যা থেকে দুরে থাকা যায়। এ নিয়ে ডা. ফজল নাসের কয়েকটি পরামর্শ দিচ্ছেন

দুটি অসুখকে কিডনির বড় শত্রু বলা হয়। একটি হল উচ্চ রক্তচাপ অন্যটি ডায়াবেটিস, এই দুটি নিয়ন্ত্রণে রাখা খুবই জরুরী।

বেশি দিন ধরে ইউরিন ইনফেকশন, কিডনিতে পাথর ও প্রস্টেটের সমস্যা কিডনির ক্ষতি করে। তাই এই অসুখগুলো পুষে রাখবেন না।

ব্যথানাশক ঔষধকে বলা হয় কিডনির জন্য বিষ। ইচ্ছেমত মুড়িমুড়কির মতো ব্যথানাশক ঔষধ খাওয়া থেকে বিরত থাকুন।

কিছু অ্যান্টিবায়োটিকস চিকিৎসকে পরামর্শ ছাড়া খাওয়া উচিৎ নয়।

অ্যান্টিবায়োটিক যেসব কারণে রোগ সারাতে পারছেনা

কেন আমাদের আরো বেশি হাঁটা প্রয়োজন

স্বাস্থ্য ঃ হৃদরোগ ঠেকাতে খাদ্যভ্যাসে ৫টি পরিবর্তন

যেসব খাবার এড়িয়ে যাবেন

যেসব খাবারে অতিরিক্ত ভিটামিন সি রয়েছে সেগুলা না খাওয়া অথবা পরিমিত খাওয়া। খুব বেশি কামরাঙ্গা খেলে, যেমন এক গ্লাস কামরাঙ্গার জুস খেলে এমনকি একটি সুস্থ কিডনি নষ্ট করে দিতে পারে। কিছু দেশে কামরাঙ্গা চাষ পর্যন্ত নিষিদ্ধ, বলছিলেন ডা. ফজল নাসের। অনেক ভিটামিন সি রয়েছে বলে অতিরিক্ত আমলকী খাওয়ারও ক্ষতি রয়েছে। তবে ফল হিসেবে ছোট ও অনেকের কাছে এটি বিস্বাদ মনে হয় বলে এটি খাওয়ার প্রবণতা কম। এছাড়া নিয়মিত শরীরের প্রয়োজনের তুলনায় বেশি ভিটামিন সি খাওয়া, বিশেষ করে অতিরিক্ত 'সাপ্লিমেন্ট' কিডনি'র ক্ষতি করে। ডা. নাসের উদাহরণ দিয়ে বলছেন, এমনও দেখেছি যে বাচ্চাকে চুষে খাওয়ার ভিটামিন সি কিনে দেয় নিয়মিত। সারাক্ষণ খেতে থাকে। এরকম অতিরিক্ত ভিটামিন সি খেলে কিডনি'র ক্ষতি হয়। দিনে সর্বোচ্চ ৮০ থেকে ৯০ মিলিগ্রাম ভিটামিন সি, অর্থাৎ একটা কমলা, এই পর্যন্তই ঠিক আছে। এছাড়া লবণাক্ত খাবার, ধূমপান, অ্যালকোহল এড়িয়ে চলুন।

কোন পরিস্থিতিতে নির্বাচন বাতিল করতে পারে ইসি?

ঢাকা ঃ বাংলাদেশের আগামী জাতীয় নির্বাচনের প্রচারণা শুরুর কয়েকদিনের মধ্যেই বিরোধী দল অসহযোগ আন্দোলনের ঘোষণা দিয়েছে, সেই সাথে প্রচারণা ঘিরে বেশ কিছু সহিংসতার খবর পাওয়া যাচ্ছে। যদিও নির্বাচন নিয়ে এখনই কোন শঙ্কা দেখছে না নির্বাচন কমিশন, কিন্তু ভোটগ্রহণে বিঘ্ন ঘটলে নির্বাচন কমিশনের হাতে কতটা ক্ষমতা থাকবে? পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে না পারলে ভোটগ্রহণের আগে তা বন্ধের একটা আইন আগের সব নির্বাচনে ছিল। কিন্তু এ বছর ভোটের আগেই সেটিতে পরিবর্তন আনা হয়েছে।

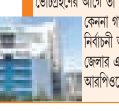

কেননা গত বছর একটি সংসদীয় আসনের উপনির্বাচনের অভিজ্ঞতা থেকেই নির্বাচন বাতিলে ইসির ক্ষমতার বিষয়টি নির্বাচনী আইন বা গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ (আরপিও) থেকে বাদ দেয়া হয়েছে। একজন সংসদ সদস্যের মৃত্যুর পর গাইবান্ধা জেলার একটি আসনের উপনির্বাচন বন্ধ করে সরকারের কড়া সমালোচনার মুখে পড়েছিলো ইসি। এর আট মাসের মাথায় আরপিওতে যে সংশোধন আনা হয়েছিলো সেখানেই পুরো আসনের ভোট বাতিলে ইসির ক্ষমতা কেড়ে নেয়া হয়।

গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলন কি সফল হয়েছিল?

কলকাতা (এজেন্সী) ঃ অসহযোগ আন্দোলন বা সরকারকে অসহযোগিতা করার আন্দোলনের সূত্রপাত হয়েছিল ১০০ বছরের কিছু আগে। ব্রিটিশ শাসনামলে মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী, যিনি মহাত্মা গান্ধী নামে পরিচিত, মুসলিমদের খেলাফত আন্দোলনের সাথে একাত্ম হয়ে ঘোষণা করেছিলেন অসহযোগ আন্দোলনের। ১৯২০ সাল থেকে ১৯২২ সাল পর্যন্ত চলেছিল সে আন্দোলন।

এমন আন্দোলনের পেছনে ছিল বেশ কিছু ঘটনাপ্রবাহ যা ভারতীয়দের মধ্যে ব্রিটিশবিরোধী ক্ষোভ বাড়িয়ে তুলেছিল।

প্রথম অসহযোগের প্রেক্ষাপট

অসহযোগ আন্দোলনের সূত্রপাত হয়েছিল ব্রিটিশদের প্রণয়ন করা রোলাট আইন থেকে যেটি ভারতীয়দের কাছে কালো আইন নামে পরিচিত।

এমনিতেই নানা কারণে ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে ভারতীয়দের মধ্যে ক্ষোভ দানা বাঁধছিল। এর মাঝেই ১৯১৯ সালের ১০ই মার্চ পাস করা হয়েছিল রোলাট আইন। রাষ্ট্রদ্রোহী কার্যকলাপের সাথে জড়িত কোনো ব্যক্তিকে বিনা বিচারে কারারুদ্ধ বা বন্দি করার জন্য সরকারকে অনুমোদন দেওয়া হয়েছিল সে আইনে। এর অর্থ ছিল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে কেউ চক্রান্ত করছে এমন সন্দেহ হলেই তাকে বিনা বিচারে দুই বছর পর্যন্ত জেলে বন্দি করে রাখা যাবে। যদি কারও কাছে ব্রিটিশবিরোধী কোনো পত্রিকা পাওয়া যায় তাহলেও সে সন্দেহের তালিকায় পড়ার সুযোগ ছিল।

ততদিনে মোহনদাস গান্ধী বিভিন্ন ধরনের আন্দোলনের মধ্য দিয়ে বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছেন। এই আইনের বিরুদ্ধে ৭ই এপ্রিল 'সত্যাগ্রহী' নামে একটি লেখা লেখেন যেখানে রোলাট আইনের বিরোধিতা করার উপায় বর্ণনা করা হয়েছিল। তবে তখনো সমস্যা সেভাবে শুরু হয়নি।

অমৃতসরে রোলাট আইনের বিরুদ্ধে শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদের ডাক দেন দুজন নেতা যারা হিন্দু মুসলিমদের ঐক্যের প্রতীক ছিলেন। ড. সাইফুদ্দিন কিচলু এবং ড. সত্যপল, এই দুই নেতাকে পাঞ্জাবের গভর্নর স্যার মাইকেল ও ডায়ারের নির্দেশে গ্রেফতার করা হয়।

দুই নেতার মুক্তির দাবিতে ১৯১৯ সালের ১০ই এপ্রিল ডেপুটি কমিশনারের বাড়ির দিকে মার্চ করে যায় বিক্ষুব্ধ প্রতিবাদীদের একটি অংশ। তাদের উপরে গুলি চালানো হয়, হতাহতের ঘটনাও ঘটে সেখানে। তবে আরো বড় ঘটনাটা ঘটে এর কয়েকদিন পর। বৈশাখী উদযাপনের জন্য ১৩ই এপ্রিল একটি জমায়েত হওয়ার কথা ছিল। তবে ব্রিটিশরা সেটিকে রাজনৈতিক সমাবেশ হিসেবে দেখেছিল বলে ভারতের পুরনো নথিপত্রে উল্লেখ রয়েছে।

'বেআইনি জমায়েত' না করার বিষয়ে ব্রিগেডিয়ার জেনারেল ডায়ারের নির্দেশ থাকলেও জালিয়ানওয়ালাবাগে মানুষ এক হয়েছিল। সেখানে দুটি বিষয়ে আলোচনার উদ্দেশ্য ছিল, ১০ই এপ্রিলের গুলি চালানোর নিন্দা জানানো ও তাদের নেতাদের মুক্তির অনুরোধ।

তবে বিষয়টি ভালোভাবে নেননি ব্রিগেডিয়ার জেনারেল ডায়ার। সেনাসহ জালিয়ানওয়ালাবাগে হাজির হয়ে কোনো সতর্কবাণী ছাড়াই গুলি চালানোর নির্দেশ দেন তিনি।

মানুষ বের হওয়ার পথের দিকে ছুটতে থাকলে সরাসরি সেদিকে গুলি করার নির্দেশ দেয়া হয়। অন্তত ১০ থেকে ১৫ মিনিট গুলি চলে। ১ হাজার ৬৫০ রাউন্ড গুলিবর্ষণ করা হয়। জেনারেল ডায়ার ও ডেপুটি কমিশনারের দেয়া তথ্যে আনুমানিক ২৯১ জনের মৃত্যুর কথা বলা হয়। যদিও বিভিন্ন প্রতিবেদনে সে সংখ্যা পাঁচ শতাধিক পর্যন্ত উল্লেখ করা হয়েছে।

এই গণহত্যার দুই দিন পর লাহোর, অমৃতসর, গুজরাতসহ পাঁচটি অঞ্চলে সামরিক আইন জারি করা হয়। এর উদ্দেশ্য ছিল কেউ বিপ্লবী কর্মকাণ্ডে অংশ নিলেই যেন ভাইসরয় তাকে সরাসরি কোর্টমার্শালে বিচার করতে পারেন।

এমন হতাহতের ঘটনা ভারতে ছড়িয়ে পড়লে কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তার নাইটহুড উপাধি বর্জন করেন।

মি. গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলন এর পরের বছর শুরু হলেও সেটির মূল প্রেক্ষাপট ছিল এই ঘটনাবলী।

খিলাফত আন্দোলনের সাথে সম্মিলিত অসহযোগ

প্রথম বিশ্বযুদ্ধে তুরস্কের পরাজয় এবং ভাঙনের প্রেক্ষাপটে ইসলামের পবিত্র স্থানসমূহের ওপর খলিফার অভিভাবকত্ব নিয়ে ভারতে আশঙ্কা দেখা দেয়, তথ্য বাংলাপিডিয়ার। সেখানে বলা হয় গ্রেট ব্রিটেন ও ইউরোপীয় শক্তিগুলির হাত থেকে তুর্কি খিলাফত ও সাম্রাজ্যকে রক্ষার জন্য ১৯১৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে শুরু হয় খেলাফত আন্দোলনের।

এ সম্পর্কে ব্যাখ্যা করছিলেন হায়দ্রাবাদের মাওলানা আজাদ ন্যাশনাল উর্দু ইউনিভার্সিটির ইতিহাস বিভাগের সহকারী অধ্যাপক ড. ইকরামুল হক। নিজ অঞ্চলে তুরস্কের সুলতান কর্তৃত্ব হারান এবং মুসলিমদের জন্য এটি চিন্তার বিষয় ছিল কারণ মুসলিমরা তাকে খলিফা বা নেতার দৃষ্টিতে দেখতেন, বলছিলেন ড. হক।

ব্রিটিশ এবং তাদের মিত্র দেশগুলো যেন তাদের সিদ্ধান্ত বাতিল করে সুলতানের কর্তৃত্ব ফিরিয়ে দেয় সেই দাবিতে মুসলিম লীগ ও ভারতীয় ন্যাশনাল কংগ্রেস পার্টির শীর্ষ মুসলিম নেতারা একত্রিত হয়ে খিলাফত কমিটি গঠন করে, যদিও সেটা মানেনি ব্রিটিশরা, বলছিলেন তিনি।

১৯২০ সালের মাঝামাঝির দিকে মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধীও সমর্থন জানিয়ে তাদের সাথে যোগ দেন। মি. গান্ধীর মূল ইস্যু রোলাট আইন থেকে শুরু করে জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ড হলেও এই পদক্ষেপের মধ্য দিয়ে মি. গান্ধী তার অহিংস আন্দোলনে যেমন মুসলিমদের একটা বড় অংশের সমর্থন পেয়ে যান, আবার ততদিনে পরিচিত হয়ে ওঠা কংগ্রেসের মি. গান্ধীর বদৌলতে মুসলিমরাও হিন্দুদের সমর্থন লাভ করেন।

খিলাফত আন্দোলনের প্রতি গান্ধীর সমর্থনের বিনিময়ে খিলাফত নেতৃবৃন্দ গান্ধীর অহিংস অসহযোগ আন্দোলনের সঙ্গে একাত্মতা ঘোষণা করেন (বাংলাপিডিয়া)। খিলাফতের ইস্যু ভারতের স্বরাজ ও স্বদেশি ইস্যু থেকে আলাদা হলেও ব্রিটিশদের বিপক্ষে হিন্দু মুসলিম একত্র হওয়ার দিকটি আন্দোলনকে আরো শক্তিশালী করে তোলে।

বাংলাদেশের লেখক ও গবেষক মুনতাসীর মামুনের লেখা প্রবন্ধ 'অহিংস ও অসহযোগ আন্দোলন মহাত্মা ও বঙ্গবন্ধু'তেও উঠে আসে এই ঘটনাপ্রবাহ।

সে প্রবন্ধে বলা হচ্ছে, ১৯২০ সালের ১লা ও ২রা জুন খিলাফত কমিটি এক সম্মেলন আহবান করে যেখানে অসহযোগের প্রস্তাব গৃহীত হয়। অগাস্ট মাসের ১ তারিখ গান্ধীর নেতৃত্বে খিলাফত কমিটি হরতাল ঘোষণা করে। সেসময়ই আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হয় অসহযোগ আন্দোলনের।

সেপ্টেম্বর মাসে (১৯২০) কলকাতায় কংগ্রেস কমিটির অধিবেশনে আন্দোলনের কর্মসূচি আরো বিস্তৃত হয়। মুনতাসীর মামুনের লেখায় সে অসহযোগের যে ভিত্তির জায়গাগুলো তুলে ধরা হয় সেগুলো ছিল এমন

১. সরকার প্রদত্ত সব উপাধি, সামাজিক পদ ও স্থানীয় সরকারের পদ থেকে পদত্যাগ

২. সরকারি দরবার বা সরকারি সম্মান আযোজন বর্জন

৩. সরকারি সাহায্য প্রাপ্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বর্জন ও 'জাতীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান' স্থাপন

৪. আদালত বর্জন ও সালিশি আদালত প্রতিষ্ঠা

৫. ইরাকে সামরিক বেসামরিক পদে চাকরি অস্বীকার

৬. বিধান পরিষদের নির্বাচন বর্জন, যারা বর্জন করবে না তাদের ভোট না দেয়া এবং

৭. বিদেশি দ্রব্য বর্জন বা বয়কট।

কংগ্রেসের অসহযোগের প্রস্তাব ১৯২১ সালের জানুয়ারি মাস থেকে সর্বভারতে বেশ কিছুটা সাফল্য অর্জন করতে শুরু করে। বাংলাপিডিয়ায় অসহযোগ আঃেদালন নিয়ে লেখায় উল্লেখ করা হয়েছে, ৯ হাজার ছাত্রছাত্রী স্কুল কলেজ পরিত্যাগ করে দেশব্যাপী গড়ে ওঠা আট শতাধিক জাতীয় প্রতিষ্ঠানে যোগ দেয়। অসহযোগে সক্রিয় হয়ে ওঠে পাঞ্জাব, মুম্বাই, উত্তর প্রদেশ, বিহার, ওড়িশা ও আসাম অঞ্চল। তবে সবচেয়ে সফল হিসেবে দেখা হয় বিদেশি বস্ত্র বর্জনকে। বিদেশ থেকে যে সকল বস্ত্র আমদানি করা হয় তার মূল্য ১৯২০-২১ সালের ১০২ কোটি টাকা থেকে নেমে ১৯২১-২২ সালে ৫৭ কোটিতে দাঁড়ায় এমনটাই উল্লেখ করা হয়েছে বাংলাপিডিয়া।

এসময়ের আরো একটি ঘটনা উল্লেখযোগ্য। ১৯২১ সালে তৎকালীন ব্রিটিশ প্রিন্স অফ ওয়েলস এডওয়ার্ড ভারত সফর করেন। তিনি আশা করছিলেন তার সফর আনুগত্যের ভাব সৃষ্টিতে সহায়তা করবে এবং গান্ধীর আন্দোলন থিতু হবে। কিন্তু তাকে বোম্বেতে (বর্তমান মুম্বাই) স্বাগত জানানো হয় দেশব্যাপী হরতালের মধ্য দিয়ে।

যেখানেই তিনি যাচ্ছিলেন রাস্তাঘাট জনশূন্য আর দরজা জানালা বন্ধ রেখে বিরূপ সংবর্ধনা জানানো হয়।

অন্যদিকে আইন অমান্য করার বিরুদ্ধে ব্রিটিশ সরকারও আন্দোলনকারীদের গ্রেফতার করছিল। তবে অসহযোগ আন্দোলনের সমাপ্তি ঘটে ১৯২২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের ৪ তারিখের একটি ঘটনার মধ্য দিয়ে। ক্ষুব্ধ জনতার একটি দল গোরখাপুরের চৌরি চৌরা পুলিশ স্টেশনে আগুন দেয় যেখানে ২৩ জন পুলিশ সদস্য মারা যায়।

অহিংস আন্দোলনের নেতা গান্ধী এই সহিংসতার ঘটনা মেনে নিতে পারেননি। ১২ই ফেব্রুয়ারি অসহযোগের সমাপ্তি টানেন তিনি। এতে আন্দোলনকারীরা তার ওপর ক্ষুব্ধ হন। ১৬ই ফেব্রুয়ারি মি. গান্ধী একটি লেখায় জানান অসহযোগ প্রত্যাহার না করা হলে অন্যান্য জায়গায় সহিংসতা ছড়িয়ে পড়তো।

একদিকে তিনি উস্কানির জন্য পুলিশকে দায়ী করেন, অন্যদিকে ঘটনার সাথে জড়িতদের পুলিশের কাছে আত্মসমর্পণ করতে বলেন।

অসহযোগ সফল না ব্যর্থ

সেসময়কার অসহযোগ আদৌ কতটা সফল ছিল তা নিয়ে বলছিলেন ড. ইকরামুল হক।

রাজনৈতিক কৌশল হিসেবে সেটি খুব বেশি কার্যকর বলা যায় না, কারণ এতে করে আসলে কিছু হয়নি। গান্ধীজি বা ভারতীয় জাতীয়তাবাদী নেতাদের কোনো অভিযোগ আমলে নেয়া হয়নি বলছিলেন তিনি। ড. হক উদাহরণ দেন জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ড, রোলাট আইন, খিলাফত আঃেদালন তেমন কোনো দিকেই আসলে বিশেষ কিছু অর্জন করা যায়নি।

তবে তার মতে এর প্রভাবটা ছিল মূলত রাজনৈতিক কর্মসূচিতে জনগণের অংশগ্রহণ। মি. গান্ধী ভারতীয়দের মধ্যে একটি জাতীয়তাবাদী চেতনা জাগিয়ে তুলেছিলেন। এটি ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে জাতীয়তাবাদের সংগ্রাম আর শহুরে মধ্যবিত্তের বা শিক্ষিত ভারতীয়দের আন্দোলন ছিল না শুধু , একটা গণআন্দোলনে রূপ নিয়েছিল। কৃষক, শ্রমিক, নারী, দরিদ্র সবার মধ্যে জাতীয়তাবাদের চেতনা দিন দিন আরো শক্তিশালী হয় বলছিলেন মি. হক। এই বিষয়টি উঠে এসেছে অন্যান্য লেখাতেও।

তার দৃষ্টিতে সবচেয়ে বড় সফলতা ছিল অসহযোগ আন্দোলনের সাথে খিলাফত আন্দোলনকে একত্রিত করা যার মধ্য দিয়ে এক হয়েছিল হিন্দু মুসলিম। মি. হক উদাহরণ দেন, তৎকালীন আর্য সমাজের কৃষক নেতা স্বোয়ামী সেহজানন্দকে মুসলিমরা দিল্লির জামে মসজিদে বক্তৃতা দেয়ার জন্য আমন্ত্রণ জানান, অপরদিকে পাঞ্জাবে মুসলিমদের নেতা সাইফুদ্দিন কিচলুকে শিখরা অমৃতসরে আমন্ত্রণ জানায় এবং তাকে স্বর্ণ মন্দিরের চাবি দেয়া হয় যেটা শিখদের জন্য পবিত্রতম স্থান।

ইতিহাসবিদ সৈয়দ আনোয়ার হোসেনের মতে, চৌরি চৌরার ঘটনায় মি. গান্ধীর আন্দোলন প্রত্যাহার প্রমাণ করে তখনও রাজনীতিতে আদর্শ ছিল। বাংলাদেশে রাজনৈতিক সহিংসতার প্রেক্ষাপটে মহাত্মা গান্ধীর অহিংস আন্দোলন থেকে অনেক কিছু শেখার আছে বলে মনে করেন তিনি।

ভারত যুক্তরাষ্ট্র অস্বস্তির কেন্দ্রে থাকা কে এই শিখ নেতা গুরপতওয়ান্ত সিং পান্নু?

নিউ ইয়র্ক (এজেন্সী)ঃ যুক্তরাষ্ট্র অভিযোগ করেছে যে ভারত থেকে বেরিয়ে স্বাধীন শিখ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার 'খালিস্তান আন্দোলনে' থাকা মার্কিন একজন নাগরিককে হত্যার ষড়যন্ত্র করেছে দিল্লি। ওয়াশিংটন জানিয়েছে ভারত সরকারের কর্মকর্তাদের সাথে কাজ করা একজন ভারতীয় নাগরিক একজন খুনিকে প্রায় এক লাখ ডলারে ভাড়া করেছিলো আমেরিকার মাটিতেই ওই শিখ নেতাকে হত্যার জন্য।

যদিও সেটি কার্যকর হয়নি কারণ পরিচয় লুকিয়ে ভাড়া করা খুনি সাজা ওই ব্যক্তি ছিলেন মূলত মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থার এজেন্ট। আর যাকে হত্যার জন্য ওই টার্গেট করা হয়েছিলো তিনি হলেন যুক্তরাষ্ট্র এবং কানাডার দ্বৈত নাগরিক গুরপতওয়ান্ত সিং পান্নু।

মনে করা হয় নিউইয়র্ক ভিত্তিক এই আইনজীবী এক সময় 'শিখস্ ফর জাস্টিস' নামে একটি সংগঠনের মুখপাত্র ছিলেন।

ওই সংগঠনটি একটি স্বাধীন শিখ রাষ্ট্র খালিস্তান গঠনের প্রচারাভিযান চালানোর কারণে ভারত সরকার তাদের ২০১৯ সালে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। স্পর্শকাতর অভিযোগ ওঠার পর দিল্লি জানায় তারা আইন লঙ্ঘনের জন্য মি. পান্নুকে মোস্ট ওয়ান্টেড তালিকায় রেখেছে, কিন্তু তাকে হত্যার ষড়যন্ত্রের সাথে জড়িত থাকার অভিযোগ অস্বীকার করে তারা। ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র অরিন্দম বাগচী বলেছেন, নিরাপত্তা ইস্যুতে যুক্তরাষ্ট্র সরকারের তোলা এই অভিযোগের তদন্ত করতে উচ্চ পর্যায়ের একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে।

কিন্তু কেই পান্নু এবং ভারতে তিনি বিতর্কিত কেন

শিখ বিচ্ছিন্নতাবাদী এই ব্যক্তি যে ভারতের পছন্দের নন সেটি পরিষ্কার কারণ ২০২০ সালে দিল্লি তাকে 'সন্ত্রাসী' হিসেবে ঘোষণা করেছিলো। অন্তত দুই ডজন মামলায় তিনি ভারতের কাছে মোস্ট ওয়ান্টেড তালিকার একজন, যার মধ্যে রাষ্ট্রদ্রোহ মামলাও আছে। এমনকি গত সেপ্টেম্বরে অমৃতসর ও চণ্ডীগড়ে তার সম্পদ বাজেয়াপ্ত করেছে সরকার।

মি. পান্নু অবশ্য তার বিরুদ্ধে তোলা ভারত সরকারের সব অভিযোগ অস্বীকার করেছেন। তিনি বলেছেন তিনি শুধুমাত্র 'খালিস্তানে' বিশ্বাস করা একজন অধিকার কর্মী মাত্র।

শিখরা ভারতের সংখ্যালঘু এবং দেশটির জনসংখ্যার মাত্র দুই শতাংশ এ ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মানুষ।

১৯৮০ ও ১৯৯০ এর দশকে ভারত নিষ্ঠুরভাবে শিখ বিদ্রোহ দমন করেছিলো। যদিও শিখদের একটি অংশ এখনো খালিস্তান প্রচারণায় চালিয়ে যাচ্ছে। মি. পান্নু ও এসএফজে (শিখস ফর জাস্টিস) তারই সক্রিয় সমর্থক।

পাঞ্জাবের নাথু চাক গ্রামে জন্ম নেয়া তরুণ পান্নু পরিবারের সঙ্গে পরে চলে এসেছিলেন অমৃতসরের খানকোত গ্রামে।

লুধিয়ানার স্কুলে পড়ার পর চণ্ডীগড় বিশ্ববিদ্যালয়ে আইনের ছাত্র ছিলেন নব্বইয়ের দশকে।

ওই সময়ে তিনি ছাত্র রাজনীতিতে সক্রিয় ছিলেন বলে পাঞ্জাব পুলিশের সাবেক একজন কর্মকর্তা নিশ্চিত করেছেন।

সেখানে খালিস্তানপন্থী শ্লোগান দেয়া নিয়ে হাতাহাতিতে জড়িয়ে পড়ার ঘটনায় তার বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হয়েছিলো। পরে অবশ্য তিনি ওই অভিযোগ থেকে মুক্তি পান।

অনেক বছর পর তিনি যুক্তরাষ্ট্রে চলে যান। সেখানে ব্যবস্থাপনা ও আইনে ডিগ্রি নেয়ার পর বিজনেস কনসালটেন্ট হিসেবে কাজ শুরু করেন। ২০০৭ সালে এসএফজে গঠন করা হয়েছিলো মূলত ১৯৮৪ সালে ভারতে ইন্দিরা গান্ধী হত্যার পর দাঙ্গায় ক্ষতিগ্রস্ত শিখদের বিষয়টি মাথায় রেখে।

তবে মি. পান্নু দৃষ্টি আকর্ষণ করতে শুরু করেন ২০২১ সালের পর যখন পরিচিত ভারতীয় রাজনীতিকরা যখনই যুক্তরাষ্ট্র সফর করছিলেন, তাদের বিরুদ্ধে তার সংগঠন শিখদের বিরুদ্ধে পরিচালিত দাঙ্গায় ভূমিকা রাখার অভিযোগ এনে মামলা করতে শুরু করে।

তিনি ১৭৮৯ সালের একটি আইনের ওপর ভিত্তি করে মামলাগুলো করছিলেন যেখানে বলা আছে বিশ্বের যেখানে মানবাধিকার লঙ্ঘন হোক না কেন, তার বিচার আমেরিকার আদালতে হতে পারে।

কংগ্রেস নেত্রী সোনিয়া গান্ধীর যখন তিনি নিউইয়র্কে চিকিৎসাধীন ছিলেন তখন তার বিরুদ্ধেও মামলা করে এসএফজে।

আবার মনমোহন সিং যখন প্রধানমন্ত্রী হিসেবে প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামার সঙ্গে সাক্ষাত করতে যান তখন মি. সিং পান্নু এর বিরুদ্ধে মামলা করেন তিনি। ২০১৫ সালের ফেব্রুয়ারিতে তিনি আলোচনায় আসেন বলিউড তারকা অমিতাভ বচ্চনের বিরুদ্ধে মামলা করে এবং মি. বচ্চনের বিরুদ্ধে শিখ বিরোধী দাঙ্গাকে উস্কে দেয়ার অভিযোগ আনেন।

মি. বচ্চন এমন অভিযোগ অস্বীকার করেছেন।

এসব মামলাগুলো মি. পান্নুকে আলোচনায় নিয়ে আসে এবং এর মাধ্যমে তার ভারত বিরোধী প্রচারণাও জোরদার হয়।

ওই বছরেই খালিস্তান প্রতিষ্ঠার জন্য শিখদের বৈশ্বিক গণভোট আয়োজনের ঘোষণা দেন তিনি। যুক্তরাজ্য, কানাডা ও অস্ট্রেলিয়ায় ভারতীয় বংশোদ্ভূত শিখরা এমন ভোটে অংশ নেয়। যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়াতেও এমন একটি ইভেন্টের আয়োজনের পরিকল্পনার কথা তাদের ওয়েবসাইটে বলা আছে।

ভারত সরকার ও মোদী আমাকে হত্যা করতে চায়। তারা বৈশ্বিক খালিস্তান গণভোট প্রচারণা থেকে আমাকে সরিয়ে দিতে চায়, সম্প্রতি এক সাক্ষাতকারে তিনি বলছিলেন টাইম ম্যাগাজিনকে।

এসএফজের ওয়েবসাইটে শত শত ভিডিও আছে যেখানে মি. পান্নু খালিস্তান বিষয়ে কিংবা খালিস্তানের পতাকা তুলে ধরতে নানা উদ্দীপনাময় কথা বলেছেন। সম্প্রতি সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া এক ভিডিওতে দেখা যে তিনি কানাডার হিন্দুদের ভারতে ফিরে যেতে বলছেন এবং বলছেন তিনি ভারতের অর্থনীতির মেরুদণ্ড ভেঙ্গে দিবেন। সেপ্টেম্বরে প্রকাশ করা এক ভিডিওতে তিনি বলেন, দিল্লি হবে খালিস্তান। এর আগে তিনি কানাডার নিহত শিখ নেতা হরদ্বীপ সিং নিজ্জারের হত্যার প্রতিশোধ নেয়ার অঙ্গীকার করেন।